facebook.com/Aajkaal

আজকাল

www.aajkaal.in

কাল-করোনা

আজ থেকে বাস চলবে কলকাতায়

৩

কাল-করোনা

হাওড়ায় ট্রেন এল, গেল দিল্লিতেও

৫

কলকাতা ৩০ বৈশাখ ১৪২৭ বুধবার ১৩ মে ২০২০ শহর সংস্করণ* ৪.০০ টাকা ৮ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

করোনা-চিত্র

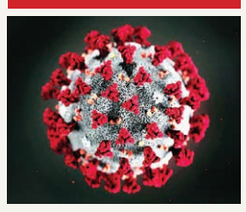

সারা বিশ্বে

আক্রান্ত
৪২,৮৭,৯৬১

মৃত
২,৮৮,৩১৮

রোগমুক্ত
১৫,৪৪,৭৯৭

ভারতে

আক্রান্ত
৭০,৭৫৬

মৃত
২,২৯৩

রোগমুক্ত
২২,৪৫৪

**রাত ৯টা পর্যন্ত*

নতুন নির্দেশিকা

- রেড জোনকে তিন ভাগ। রেড জোন ‘এ’-তে সব বন্ধ, রেড জোন ‘বি’-তে সামাজিক দূরত্ব মেনে সামান্য ছাড়। রেড জোন ‘সি’-তে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে প্রায় সব কিছুতে ছাড়।
- জুয়েলারি, ইলেকট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক ও খাবারের দোকান (বেলা ১২টা থেকে সন্ধে ৬টা), রঙের দোকান, মোবাইল রিচার্জের দোকান খোলা।
- বন্দরের কাজ শুরু। আমদানি, রপ্তানি চালু।
- ফিল্ম এবং টেলিভিশন ইউনিটে এডিটিং, ডাবিং এবং মিক্সিংয়ের কাজ শুরু।
- গ্রিন জোনে জেলার মধ্যে বাস, ট্যাক্সি চলবে।
- তাঁতের হাট, খাদি বাজার, বিশ্ব বাংলা হাট খোলা হল।
- ১০০ দিনের কাজে ঘরে ফেরা শ্রমিকদের সুযোগ।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

রেড জোন ৩ ভাগ

রিনা ভট্টাচার্য

এবার রেড জোনেও কিছু ছাড় দিতে চলেছে রাজ্য। তবে কন্টেনমেন্ট জোনে কোনও ছাড় নেই। কড়া বিধিনিষেধ থাকছে। সর্বত্র লকডাউন কঠোরভাবেই চলবে। তার মধ্যেই শর্তসাপেক্ষে এই ছাড় দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম না মানলে পুলিশ আইনমাফিক ব্যবস্থা নেবে।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন, রেড জোনকে এ, বি, সি— তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া হবে। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঠিক করা হবে কোথায় কী কী খোলা যাবে। জেলা প্রশাসনকে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, তিন দফায় দোকানপাট খুলবে। আজ, বুধবার থেকেই প্রথম দফায় ছাড় দেওয়া হবে। কোথায় কী কী খুলবে তা স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় দফায় ছাড় পাওয়া যাবে ২১ মে থেকে। সবশেষে মিলবে তৃতীয় দফার ছাড়। এই ছাড় কবে থেকে পাওয়া যাবে তা এখনও ঠিক হয়নি। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, রেড জোন ‘এ’-তে কোনও কিছু খোলা হবে না। রেড জোন ‘বি’-তে সামান্য কিছু ছাড় দেওয়া হবে। রেড জোন ‘সি’-তে বিবেচনা করে অনেকটাই ছাড় দেওয়া হবে। গ্রিন জোনে আন্তঃজেলায় বাস, ট্যাক্সি চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাজ্যের সব জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করার পর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলে রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫২ হাজার কোটি টাকা প্রাপ্য। মানুষের হাতে কাজ নেই। বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রও মুখ থুবড়ে পড়েছে। জীবন-জীবিকা রক্ষা করতেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একদিকে করোনা সংক্রমণকে ঠেকাতে হবে, অন্যদিকে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। পরিকল্পনা ছাড়াই কেন্দ্র লকডাউন ঘোষণা করার ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।’

বিপর্যয় কাটাতে পরিকল্পনা করে এগোতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। ‘শর্ট টার্ম’, ‘মিড টার্ম’ এবং ‘লং টার্ম’ তিনভাগে পরিকল্পনাকে ভাগ করে এগোতে চাইছে রাজ্য সরকার। প্রথমে তিন মাসের জন্য শর্ট টার্ম পরিকল্পনা করে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘বাজারের মধ্যে নয় এমন দোকান খোলার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে। এবার জুয়েলারি, ইলেক্ট্রিক সরঞ্জাম, ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান, মোবাইল চার্জের দোকান খুলে দেওয়া হবে।’

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, লকডাউন কঠোরভাবেই চলবে। তার মধ্যেই শর্ত সাপেক্ষে এই ছাড় দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম না মানলে পুলিশ আইনমাফিক ব্যবস্থা নেবে। রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্যান্য খাবারের দোকান খোলার সিদ্ধান্তও এদিন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘বেলা ১২টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত খাবারের দোকান খোলা রাখা যাবে। তবে বসে খাওয়া যাবে না। খাবার কিনে বাড়ি চলে যেতে হবে। চা এবং পানের দোকানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম চালু করা হয়েছিল, সেই নিয়মই থাকবে। ভিড় করা যাবে না। আলুর চপ, রোলের দোকান খুলুক। মানুষের কিছু রোজগার তো হবে। হোম ডেলিভারি আগেই চালু করা হয়েছিল। সেটাই চালু থাকবে। সকালের দিকে খাবারের দোকান খোলা থাকলে বেশি ভিড় হয়ে যাবে।’

তাঁতের কাজ বুধবার থেকেই শুরু করে দেওয়া যাবে। খোলা থাকবে বিশ্ব বাংলা হাট ও খাদি বাজার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রয়োজনীয় জামাকাপড় তাঁতিরা বানান। ইতিমধ্যেই ৩ বছরের অর্ডার তাঁতিদের দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ যাতে তাঁতিরা শুরু করতে পারে তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত কাজকর্ম শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আমদানি-রপ্তানির কাজও শুরু করা হবে। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

● এরপর ৪ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী: এত তাড়া বাংলার বদনাম করতে!

দীপঙ্কর নন্দী

বিধানসভা নির্বাচন এখনও দেরি আছে। আগামী বছর মে মাসে হবে। তার আগে বাংলাকে বদনাম করার এত তাড়াহুড়ো কেন? এখন থেকে কেন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বিজেপি? মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে, কুৎসা করা হচ্ছে। বাংলাকে ভালবাসতে না পারেন, বদনাম করবেন না।

মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন, ‘যদি আপনাদের বিবেক থাকে, তাহলে একদিন বুঝবেন আপনারা ভুল করেছেন। এই দুঃসময়ে যাঁরা মানুষের পাশে থাকেন না, তাঁদের রাজনীতি করার অধিকার আছে কি?’ বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘আমরা চাই বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁরা ভাল থাকুন। এঁদের নিয়ে শুধুই রাজনীতি করা হচ্ছে। মানুষকে বাজারে পণ্য হিসেবে বেচবেন না। কোভিড নিয়ে হিন্দু-মুসলমান করছেন। আপনাদের লজ্জা করে না? আমরা তো সকলকে সম্মান দিই। বুদ্ধি যাঁদের নেই, তাঁরা করবেন নির্বাচন? আগে মানবিক হোন। মানুষের মতো মানুষ হোন। এই সময়ে মানুষের কাছে আমরা খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। পুলিশ রক্তদান করছে। আগে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ায় কত লোক মারা যেতেন। বিরোধী দলে থাকার সময় আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করিনি। দাঙ্গার সময় একমাত্র আমি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। সেই সময় মাদার টেরিজার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল।’

মমতা বলেন, ‘বিজেপি নেতারা কোনও কাজ করছেন না। রাজ্যকে সাহায্য করছেন না। বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। আপনারা রাস্তায় নেমে ঝাড়ু দিন। চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়ান। তাঁদের সাহায্য করুন। শুধু পুলিশের লোককে আক্রমণ করবেন? রাজ্যে কিন্তু আইন আছে। আইন আইনের মতো কাজ করছে। এই সময় রাজনীতি করতে ইচ্ছে করে? লকডাউন ভেঙে যারা দাঙ্গা করছে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নেবেন না। বিজেপি নেতারা মিথ্যে টুইট করছেন। বিজেপি-র সিনিয়র নেতারা এই সময় কেন এ সব করছেন? এটা আমি প্রধানমন্ত্রীকেও সোমবার বলেছি। মানুষ এর বিচার করবেন। যতই আক্রমণ করুন পুলিশ কিন্তু পালিয়ে যায়নি। আমরা সব হিসেব নেব। মানুষকে উত্তেজিত করবেন না। ভিন্ন রাজ্য থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁদের কেউ কেউ করোনা নিয়ে আসছেন, পরে কারও শরীরে করোনা ধরা পড়ছে। আমরা তাঁদের ভালবাসছি, স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব দিচ্ছি। ট্রেনে করে করোনা নিয়ে ফিরছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদে তো করোনা হয়ে গিয়েছে।

● এরপর ৪ পাতায়

আরও খবর

বিজন সেতু তিন দিন বন্ধ

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ১৫ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিজন সেতু। সেতু বন্ধ থাকার জন্য কসবা ও বালিগঞ্জগামী গাড়ি চলাচলের পথ বদল হয়েছে। সম্প্রতি কেএমডিএ ও পুলিশ বিভাগের এক বৈঠকে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি উঠে আসে। পরে পরিদর্শনের পর ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, গড়িয়াহাট ও কালিকাপুর দিয়ে গাড়ি ঘুরে যাতায়াত করবে।

স্বাস্থ্য সচিব

রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্য সচিব হলেন নারায়ণস্বরূপ নিগম। তিনি বিবেক কুমারের জায়গায় এলেন। নারায়ণস্বরূপ নিগম পরিবহণ দপ্তরের সচিব ছিলেন। বিবেক কুমার হলেন পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব। এই দপ্তরের প্রধান সচিব ছিলেন প্রভাতকুমার মিশ্র। তিনি পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিবের পাশাপাশি ডব্লিউআরআই অ্যান্ড ডি এবং এডিএসআই প্রকল্পের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলাবেন।

বাড়ি ফিরলেন

দিল্লির এইম্‌স হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। করোনা সংক্রমণের এই আবহে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল সারা দেশে। জানা গেছে, নতুন একটি ওষুধ খেতে শুরু করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বর আসে। তাই সাবধানতা হিসেবেই, পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে এইম্‌স-এ ভর্তি করা হয়।

হিসেব হবে

পিএম কেয়ার তহবিলের টাকা কেবল করোনা-আক্রান্তদের সাহায্যেই খরচ করতে হবে। কীভাবে টাকা খরচ হল, তার নিরপেক্ষ অডিট করাতে হবে সিএজি-কে দিয়ে। দাবি তুললেন কংগ্রেসের মুখপাত্র, আইনজ্ঞ অভিষেক মনু সিংভি। করোনা সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন পিএম কেয়ারের টাকা খরচ হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই তুলছে দেশের মানুষ, বিরোধী দলগুলি।

২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা

আসছে চতুর্থ দফা লকডাউন

রাজীব চক্রবর্তী

দিল্লি, ১২ মে

তালাবন্দি চলবে ১৭ মে-র পরেও। তবে, লকডাউন-৪ হবে নতুন রূপে, নতুন নিয়ম নিয়ে। জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন, এবার দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য হবে ‘আত্মনির্ভর ভারত’। তার জন্য মঙ্গলবার মোদি বিশ লক্ষ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এই টাকা কী কী খাতে কীভাবে খরচ করা হবে তা অবশ্য প্রধানমন্ত্রী জানাননি। বলেছেন, ‘আগামিকাল, বুধবার থেকে কয়েক দিন ধরে অর্থমন্ত্রী (নির্মলা সীতারামন) এই প্যাকেজ ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের বিষয়টি বর্ণনা করবেন।’ আরও জানিয়েছেন, এই প্যাকেজে দেশের কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এর আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ১ লক্ষ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও ১ লক্ষ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকার নতুন প্যাকেজের কথা বলেছেন।

মঙ্গলবার রাত ৮টায় চতুর্থ বার জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘লকডাউন-৪ হবে সম্পূর্ণ নতুন। রাজ্যগুলো থেকে যে খবর আসছে, তার ওপর ভিত্তি করে নতুন নিয়মে, নবরূপে লকডাউন চালু থাকবে। ১৮ মে-র আগে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে।’ সোমবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে পঞ্চমবার ভিডিও-বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে নিয়ম শিথিল করে ১৭ মে-র পরে ফের এক দফা লকডাউন বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মোদি। তবে লকডাউনে কোন রাজ্যে কতটা ছাড় দেওয়া হবে তা শুক্রবারের মধ্যে সব মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। মোদি বলেন, ‘দেশে প্রথম যখন করোনা থাবা বসায়, তখন একটিও পিপিই কিট তৈরি হত না। আর আজ দেশে প্রতিদিন গড়ে দু’লক্ষ পিপিই এবং দু’লক্ষ এন-৯৫ মাস্ক তৈরি হচ্ছে। কারণ, দেশ এই বিপদকে সুযোগে পরিণত করেছে। এটাই আত্মনির্ভর ভারত।’

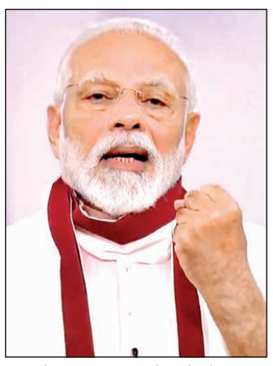

মোদির ভাষণ। ছবি: পিটিআই

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আরবিআইয়ের ঘোষণা যুক্ত করলে সব মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ হবে। যা দেশের জিডিপি-র ১০ শতাংশ। প্যাকেজটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘এই প্যাকেজ মূলত শ্রমিক, কৃষকের জন্য, যাঁরা দেশবাসীর জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেন। এই প্যাকেজ মধ্যবিত্তের জন্য, যাঁরা সততার সঙ্গে আয়কর দেন। এই প্যাকেজ শিল্পজগতের জন্য, যাঁরা দেশের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই প্যাকেজ মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পকে সফল করবে। আত্মনির্ভরতা আত্মবিশ্বাস থেকে আসে। এই প্যাকেজে সেই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে।’ এ ছাড়া তিনি দেশে স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসপত্র কেনার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, করোনা দেখিয়ে দিয়েছে স্থানীয় উৎপাদনই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। স্থানীয় পণ্য কেনার কথা জোর গলায় প্রচারের কথাও বলেছেন তিনি।

ভাষণের শুরুতেই মোদি বলেছেন, ‘আমাদের বাঁচতেও হবে। এগোতেও হবে।’ উল্লেখ করেন গুজরাটের ভুজের সেই ভয়ানক ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতার কথা। করোনা পর্বে এর আগে তিনবার জাতীর উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন ছিল চতুর্থবার। আত্মনির্ভরতার ওপর বারবার গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘এই আত্মনির্ভর ভারতের পাঁচটি স্তম্ভ হবে অর্থনীতি, পরিকাঠামো, ব্যবস্থা (সিস্টেম), জনবিন্যাস এবং চাহিদা। অর্থনীতিতে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য বজায় রাখতে চাহিদা ও জোগানের শৃঙ্খলকে আরও মজবুত করতে হবে।’

রাজ্যগুলির ভাগে কত? জানা গেল না

আজকালের প্রতিবেদন

‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণায় রাজ্যগুলি কত পাবে, তা বোঝা যায়নি। রাজ্যগুলি যে-দাবি করেছিল, সে-ব্যাপারেও কোনও কথা বলা হয়নি। মোদি কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য সামনে রাখেননি। করোনা সমাধানের রাস্তা কী, করোনার চিকিৎসা কীভাবে হবে, সে-সব নিয়েও মোদি সাহেব কোনও জবাব দেননি।’ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর এ কথা বলেছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। অন্য দিকে, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ‘এই আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা বৃহৎ রসিকতা আমাদের দেশে। তিনি পরিষ্কার করেননি, প্যাকেজ কীভাবে দেওয়া হবে। নাকি নিজের প্রচার করে গেলেন?’ সাংসদ সৌগত রায় মোদির ভাষণের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘উনি বক্তৃতায় বেশ কিছু আপ্তবাক্য বলেছেন যা সকলেই জানেন। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার কথা এক সময় বললেও এখন তা নিয়ে কিছু বলেননি। খুবই অসম্পূর্ণ ভাষণ। উনি বলেছেন, এখন দেশে পিপিই কিট এবং এন৯৫ মাস্ক প্রতিদিন ২ লাখ করে তৈরি হচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে হাই-টেকনোলজির সম্পর্ক নেই। ডাক্তার, নার্স যাঁরা ভাইরাস নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের উৎসাহিত করার বার্তা নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরতে যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সে ব্যাপারে কিছুই বলেননি।’ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ‘তিনি ভাষণে পরিষ্কার করেননি রাজ্য কী পাবে। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পালন করেননি। রাজ্যকে বঞ্চনা করেছেন ক্রমাগত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দেখা করে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা চেয়েছিলেন। তাও দেওয়া হয়নি। লকডাউন হঠকারী সিদ্ধান্ত। দিল্লির স্টেশনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জড়ো হলেন। করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল।

● এরপর ৪ পাতায়

ADMISSION 2020-21

TIG Academic Eco-system is a blend of Digital Learning & Classroom Teaching to enable students' employability as per Industry 4.0 requirement.

Helpline: 8013302685, 8334890202 | During office hour: 10 am - 6 pm

Accreditation# NAAC, NBA* | Approval & Affiliation: AICTE, Utech

NETAJI SUBHASH ENGINEERING COLLEGE #
Nr. Garia Stn., Kolkata
Ph: 9831817307,7044002539
B.Tech: CSE* | EE* | ECE* | ME | CE | IT | BME* | AEIE
M.Tech: CSE | ECE | C & I | Power System
MBA ▪ MCA ▪ BBA ▪ BCA
Industry Induced **B.Sc.** in **Cyber Security & Data Sc.**
Diploma: EE

MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Behind Ruby Hospital, Kolkata
Ph: 9830127585, 7044598807
B.Tech: CSE | IT | ECE | EE | CE | ME
M.Tech: CSE | ECE | GEO-TECH
BBA ▪ MBA ▪ BCA ▪ MCA
Industry Induced **B.Sc.** in **Cyber Security & Data Sc.**

TECHNO INTERNATIONAL NEW TOWN
(Formerly Techno India College of Tech.)
New Town, Kolkata (Near Biswa Bangla Gate)
Ph: 9674112076, 9674112079
B.Tech: ECE | CSE | EE| IT | AEIE | ME | CE
M.Tech: EE (Power Systems)
MCA ▪ BCA ▪ BBA
Industry Induced **B.Sc.** in **Cyber Security & Data Sc.**

TECHNO INTERNATIONAL BATANAGAR
Maheshtala, Batanagar
Ph: 9830025810, 9830066214
B.Tech: CSE | EE | ECE | ME | CE
Diploma: CE | ME

SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Sukna, Siliguri
Ph: 7477660427, 9434527272
B.Tech: CSE | IT | ECE | EE | CE ▪ **MBA ▪ MCA**
BBA ▪ BHMCT ▪ BCA ▪ BTTM: Travel & Tourism
BBA: Hospital Mgt. ▪ **B.Sc. :** Hospitality & Hotel Admin ▪ **Diploma:** CE | ETC | EE | CST
Industry Induced **B.Sc.** in **Cyber Security & Data Sc.**

TEMPLE CITY INSTITUTE OF TECH. & ENGG.
Bhubaneshwar, Orissa | **Ph: 9853872424, 9238546744**
B.Tech: CSE | ECE | EEE | EE | CE | ME
Diploma: CE | CSE | ECE | EE | ME

ABACUS INSTITUTE OF ENGG. & MGMT. (JV)
Mogra, Hooghly | **Ph: 9830261203**
B.Tech: ECE | CSE | EE| ME | CE

ASANSOL ENGG. COLLEGE (JV)
Kanyapur, Asansol | **Ph: 9830261203**
B.Tech: ECE | CSE | EE| IT | AEIE | ME | CE
M.Tech: ECE | EE ▪ **MCA ▪ BBA ▪ BCA**

So far, 110 multinational companies including software giants have conducted Campus Drives for 2020 pass-out batches & offered more than 2350 placements. Some other companies are due to visit.

TECHNO INDIA GROUP
Apply online: **www.technoindiagroup.in**

For Counselling and Spot Admission please contact above mentioned phone numbers to avail online counseling and may also visit following places after lockdown is over : Techno India Group Global Headquarters: DG ½ Action Area I, New Town, Kolkata ▪ TIG, 12th Flr.,Chatterjee Int., Center, 33A, Chowringhee Rd., Kolkata -700 071 | Ph: 033 2226 4396, 033 2226 9785 ▪ TIG Centralised Admission Office: 2nd Flr., EM 4, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700091

মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় খুশি সকলে

বেঙ্গালুরু থেকে ১,২৪৭ শ্রমিককে নিয়ে বিশেষ ট্রেন এল বাঁকুড়ায়

আলোক সেন ও বুদ্ধদেব দাস
বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর, ১২ মে

মঙ্গলবার ভোর ৫টায় বেঙ্গালুরু থেকে ১,২৪৭ জন শ্রমিক এবং অন্যদের নিয়ে বিশেষ ট্রেন এসে পৌঁছল বাঁকুড়া স্টেশনে। আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা। রেলস্টেশন চত্বর তখন ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা বলয়ে। যে ১,২৪৭ জন যাত্রী ওই ট্রেনে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এই রাজ্যের ২০টি জেলার মানুষ। তাঁরা শুধু পরিযায়ী শ্রমিকই নন, অনেকেই চিকিৎসার কারণে সেখানে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন।

যাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার। মোট ১৭১ জন। এরপর বীরভূমের ১২৯, পূর্ব বর্ধমানের ১২৬, মালদার ৯৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৯৫, নদিয়ার ৮৮, পূর্ব মেদিনীপুরের ৬০, জলপাইগুড়ির ৫৯, হাওড়ার ৫৬, কোচবিহারের ৪৫, দক্ষিণ দিনাজপুরের ৪২, উত্তর দিনাজপুরের ৩৩, বাঁকুড়ার ৩২, পশ্চিম মেদিনীপুরের ২৩, কলকাতার ১২, আলিপুরদুয়ারের ১১, দার্জিলিঙের ১০ এবং পুরুলিয়া জেলার ৩ জন। তাঁদের পৃথক ৩টি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং করোনা পরীক্ষার জন্য লালারসের নমুনা সংগ্রহ করতে। রেলস্টেশনের একটি ঘরে কিছু সংখ্যকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কিছু সংখ্যককে নিয়ে যাওয়া হয় ওন্দার সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে এবং অন্য কিছু সংখ্যককে নিয়ে যাওয়া হয় ধলডাঙার আরএমসি ভবনে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু কাউকেই অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তবুও প্রত্যেকের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর ৪৭টি বাসে তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ওই আধিকারিক জানান, প্রত্যেককে স্যানিটাইজ করা হয়েছে ও তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে মাস্ক। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাড়িতে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে। সেক্ষেত্রে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে তার ছাপানো পুস্তিকা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন।

যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের বাবলু গুছাইত, বীরভূমের পারমিতা চ্যাটার্জি, নদিয়ার নারায়ণ মণ্ডল। এঁদের মধ্যে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন বাবলুবাবু এবং পারমিতাদেবী। কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন নারায়ণবাবু। সকলেই জানালেন, সেখানে খুব সমস্যার মধ্যে তাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে আসার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন। একসময় তাঁরা ভাবছিলেন, হয়তো এখন আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন না। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তৎপরতায় বাড়ি ফিরতে পেরে তাঁরা খুব খুশি। এদিন স্টেশন চত্বরে প্রশাসন, পুলিশের আধিকারিকেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু।

ট্রেন থেকে নেমে বাসের সামনে যাত্রীরা। ছবি: আলোক সেন

এদিকে, তামিলনাড়ুর ভেলোর থেকে এ রাজ্যে ফিরলেন ১,২০০ জন। এর মধ্যে যেমন চিকিৎসা করতে যাওয়া রোগী ও বাড়ির লোকজন আছেন, তেমনি সেখানে কাজে গিয়ে লকডাউনে আটকে–পড়া শ্রমিকেরা রয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেনটি হিজলি স্টেশনে এসে পৌঁছলে আইআরসিটিসি–র কর্মীরা রান্না করা খাবার সরবরাহ করেন। রেল কর্মীরা যাত্রীদের হাতে জলের বোতল তুলে দেন।

নার্স দিবসে অভিনন্দন মমতার

আজকালের প্রতিবেদন

মঙ্গলবার পালিত হল আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। করোনার কবলে গোটা বিশ্ব। তাই ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বছর নার্স দিবসও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক নার্সিংয়ের প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনটি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিন দেশের সমস্ত সেবিকাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। টুইটে লিখেছেন, ‘করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন নার্সরা। তাঁরা নিজের এবং পরিবারের কথা না ভেবে সঙ্কটের দিনে রোগীর সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রত্যেককে স্যালুট।’

কোভিড রোগীর জন্মদিন পালন করলেন নার্সরা

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

‘যে কোনও সময়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আমরা। এই পেশায় যেদিন থেকে এসেছি, সেদিন থেকে রোগীর সেবাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।’— মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে এই বার্তাই দিলেন নার্সরা। কোভিড যুদ্ধে চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সরাও নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের সুস্থ করে তোলার পেছনে নার্সদের ভূমিকা যে কোনও অংশে কম নয় তা এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন রোগী থেকে চিকিৎসক সকলেই। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও নার্সদের কাজের প্রশংসা করেন এদিন। এস এস কে এম হাসপাতালে নার্সদের ফুল ছড়িয়ে শঙ্খধ্বনি দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ট্রমা কেয়ার সেন্টারের গেটে ওয়েস্ট বেঙ্গল আইএনটিইউসি সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পান্ডের উদ্যোগে।

এসএসকেএমের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট মনীষা ঘোষ বলেন, ‘আমাদের লড়াই চলছে। আমরা আগেও সেবা দিতাম, এখনও দিচ্ছি। পরিবার, সমাজ সকলের সহযোগিতা রয়েছে। টেনশন, রিস্ক নিয়ে মাথা ঘামাই না, কারণ যেদিন থেকে নার্স হয়েছি সেদিন থেকে জানি যে, ঝুঁকির মধ্যেই কাজ করতে হবে। করোনার ডিউটির মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। যাবতীয় সুরক্ষাবিধি মেনেই সেবা করছি। এক এক সময়ে এক একটা মহামারী আসে। তখনও আমরা লড়াই করেছি।’

এদিন সল্টলেক আমরি হাসপাতালে করোনাজয়ীর জন্মদিন পালন করে তাঁর হাতে বার্থডে কার্ড ও কফি মগ তুলে দিলেন নার্সরা। সকলে এক সুরে গাইলেন ‘হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ডিয়ার’। করোনাকে জয় করেছেন হাওড়ার শিবপুরের ৬০ বছরের এক প্রৌঢ়া। ২৮ এপ্রিল তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। জন্মদিনে মন খারাপ করে বসেছিলেন। শেষে প্রৌঢ়ার মুখে হাসি ফোটালেন নার্সরা। আইসোলেশন ওয়ার্ডেই চকলেট কেক কেটে পালন করলেন জন্মদিন। এদিনই তাঁর হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়। ছুটির আগে মন ভাল করা এই ঘটনার সাক্ষী রইলেন ওয়ার্ডের অন্য রোগীরাও। এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। প্রৌঢ়া মাতলেন জন্মদিনের আনন্দে। প্রৌঢ়ার সঙ্গে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁর ৩৯ বছরের ছেলেও। তাঁরও রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। গত সপ্তাহে ছেলেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বে করোনা–যুদ্ধে যে সমস্ত নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁদের স্মরণ করেন কর্তব্যরত নার্সরা।

কলকাতা মেডিক্যালের নার্সিং কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মানসী জানা বলেন, ‘ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে এই বছরটা ‘ইয়ার অফ দি নার্স অ্যান্ড দি মিডওয়াইভস’ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছে।’ *ছবি: আজকাল*

যাদবপুরে মূল্যায়নে এনআইটি মডেল?

আজকালের প্রতিবেদন

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফাইনাল সেমেস্টারের পড়ুয়াদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এনআইটি দুর্গাপুরের মডেল অনুসরণ করতে চাইছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। লকডাউন আরও বাড়লে এবং খাতায়–কলমে পরীক্ষা নেওয়ার পরিস্থিতি না থাকলে এনআইটি দুর্গাপুরের মডেলেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। এনআইটি দুর্গাপুরের মডেল নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অনুপম বসু বলেন, ‘শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, বিজ্ঞানের অনেক পড়ুয়ার চাকরিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। তাই ঠিক হয়েছে, মিডটার্ম সেমেস্টারে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫০ শতাংশ এবং আগের সেমেস্টার থেকে ২০ শতাংশ নম্বর দেওয়া হবে। বাকি ৩০ শতাংশের জন্য প্রতিটি পেপার থেকে পড়ুয়াদের তিনটি করে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে। যা ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসে করে জমা দেবে।’

মডেলটির উল্লেখ করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের ই–মেল পাঠিয়েছেন ডিন শিবপ্রিয় মুখার্জি। মূল্যায়নের বিকল্প পথ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার অনুরোধ করেছেন তিনি। আগামী সপ্তাহে এ নিয়ে ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাইনাল সেমেস্টারের পড়ুয়াদের ভেতর ক্যাম্পাসিংয়ে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের ১ জুলাই থেকে যোগ দেওয়ার কথা। ফলে ৩০ জুনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করতেই হবে। এই কারণেই চিন্তিত কর্তৃপক্ষ। আলোচনায় টেলিফোনে ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া বা বাড়িতে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার প্রস্তাব উঠে এসেছে।

সাধারণত, এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাস হওয়ার পর মে মাসে বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু মার্চের শেষ থেকে লকডাউন শুরু হওয়ায় এক মাস কম ক্লাস হয়েছে। সিলেবাসও শেষ হয়নি। শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, এভাবে মূল্যায়নে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে পড়ুয়ারা উচ্চশিক্ষায় যেতে চান তাঁদের সমস্যা হতে পারে। বিজ্ঞানের ডিনও খাতায়–কলমে পরীক্ষা নেওয়া না গেলে কীভাবে মূল্যায়ন সম্ভব তা নিয়ে বিভাগীয় প্রধানদের আলোচনা করতে বলেছেন।

গোটা পাতিলেবু, মাস্ক, রাখতে হচ্ছে দূরত্বও

বিভাস ভট্টাচার্য

আধখানা নয়, খেতে হচ্ছে একটা গোটা পাতিলেবু। শরীরে ভিটামিন সি–র জোগান বাড়াতে রাজ্য জুড়ে সমস্ত সংশোধনাগারে আবাসিকদের পাতে প্রতিদিন একটি করে আস্ত পাতিলেবু তুলে দিচ্ছেন কারা–কর্তৃপক্ষ। নজর রাখা হচ্ছে আবাসিক সেটি খাচ্ছেন কি না। সেই সঙ্গে ব্যবহার করতে হচ্ছে মাস্ক। খাওয়া আর শোওয়ার সময়টা বাদ দিয়ে দিনের পুরো সময়টা তাদের থাকতে হচ্ছে মাস্ক পরে।

রাজ্য কারা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, করোনার এই পরিস্থিতিতে শরীরে প্রতিরোধ বাড়ানোটা খুব জরুরি। সর্দি, কাশি বা ঠান্ডা লাগা ঠেকাতে ভিটামিন সি–র জুড়ি নেই। সেজন্যই সংশোধনাগারের চিকিৎসকদের পরামর্শে এখন রোজ একটি করে গোটা পাতিলেবু আবাসিকদের দেওয়া হচ্ছে। অন্য সময় আধখানা করে দেওয়া হত। কলকাতা–সহ দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সব সংশোধনাগারেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

সংশোধনাগারে আবাসিকদের সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন ডিম, একদিন পাঁঠা বা খাসির মাংস, একদিন সয়াবিন এবং বাকি তিন দিন নানা সবজি দেওয়া হয়। এখন যেহেতু খাসি বা পাঁঠার মাংসের জোগান কম, তাই বহু সংশোধনাগারে সপ্তাহে দু’দিন করে ডিম দেওয়া হচ্ছে।

একদিকে যেমন খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রতিরোধ–ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে, সেই সঙ্গে ওয়ার্ডের ভেতরেও যাতে দূরত্ব বজায় রাখা হয়, সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। বড় ঘরে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে আবাসিকদের। উদাহরণ দিয়ে ওই কারা–কর্তা জানিয়েছেন, যে–ঘরে ১০০ জনকে রাখা যায়, সেখানে এখন ৫০ জনকে রাখা হচ্ছে। এমনকী খাওয়ার সময় বা রাতে শোওয়ার সময়েও যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়, সে–বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। সকালেও এক সঙ্গে আবাসিকদের বের করা হচ্ছে না। আলাদা করে ওয়ার্ড থেকে বের করে এনে বাইরে কিছুক্ষণ রাখার পর, ফের তাদের ঢুকিয়ে আরেকটি ওয়ার্ডের দরজা খোলা হচ্ছে। নতুন কোনও আবাসিক এলে তাকে ১৪ দিন আলাদা করে রেখে তার পর বাকিদের সঙ্গে রাখা হচ্ছে। আবাসিক বা কাজে যোগ দিতে আসা জেল–কর্মী, যিনিই আসুন না কেন, সংশোধনাগারে ঢোকার আগে তিনি আগে জীবাণুনাশক–মেশানো জলে জুতো–সহ পা ধুচ্ছেন এবং হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে তার পরেই সংশোধনাগারে ঢুকছেন। ভেতরে ঢোকার পরেও তাঁকে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুতে হচ্ছে।

করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার পর সংশোধনাগারে ভিড় কমাতে ইতিমধ্যেই প্যারোল এবং আদালত থেকে জামিনের মাধ্যমে ছাড়া হয়েছে বেশ কিছু আবাসিককে। ওই কারা–কর্তা জানিয়েছেন, গোটা রাজ্য জুড়ে ৩ হাজার আবাসিককে ধাপে ধাপে ছাড়া হয়েছে। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত যে–সমস্ত আবাসিক ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে সংশোধনাগারে আছে, তাদের এবং ৬০ বা ষাটোর্ধ্ব আবাসিকদের ৩ মাসের জন্য প্যারোলে ছাড়া হয়েছে। অন্য দিকে, যে–সব অপরাধে সাজা ১০ বছরের কম, সেই মামলায় অভিযুক্তদেরও আদালত থেকে জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে খুন, ধর্ষণ, জাল নোট, মাদক পাচার, দেশদ্রোহিতা ও শিশুদের ওপর অত্যাচারের মামলায় অভিযুক্তদের।

২০ জুলাই পর্যন্ত প্রশাসকমণ্ডলী

আজকালের প্রতিবেদন

ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে গঠিত কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ‘তদারকি’র সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ২০ জুলাই পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকছে। ৭ মে সিঙ্গল বেঞ্চ এই প্রশাসনিক বোর্ডকে কাজ করার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিলেন। ৪ সপ্তাহ পর শুনানির কথা ছিল। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। এদিন এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফিরহাদ হাকিম বলেন, জনপ্রতিনিধিরা পুর এলাকাগুলি যতটা বুঝতে পারেন, অফিসাররা তা পারেন না। তাঁরা হয়তো কাজ ভাল বোঝেন, কিন্তু এলাকায় কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, তা বোঝা সম্ভব নয়। এখন আমরা একটা জরুরি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই অবস্থায় পুরপ্রতিনিধিদের দিয়েই পুরসভা সামলানো ভাল।

উল্লেখ্য, ৭ মে কলকাতা পুরসভার পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। করোনা–বিপর্যয়ে লকডাউন চলায় এখনই নির্বাচন করা সম্ভব নয় বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। তাই কলকাতা পুরসভার পুরপরিষেবা সচল রাখতে রাজ্য সরকার প্রশাসকমণ্ডলী গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। প্রধান প্রশাসক হিসেবে ফিরহাদ হাকিম এবং অন্য সদস্য হিসেবে বিদায়ী ডেপুটি মেয়র–সহ অন্য মেয়র পারিষদদের রাখা হয়। রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন অরবিন্দ সরণির বাসিন্দা শরদকুমার সিং।

বন্ধন ব্যাঙ্কের গ্রাহক বেড়ে ২ কোটি

বন্ধন ব্যাঙ্কের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ

আজকালের প্রতিবেদন

বন্ধন ব্যাঙ্কের গ্রাহক বেড়ে ২ কোটির সীমা অতিক্রম করল। মঙ্গলবার ২০১৯–২০ আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বন্ধন ব্যাঙ্কের তরফে এ খবর জানানো হয়েছে। শেষ হওয়া আর্থিক বছরে তাদের আমানত ৩২.০৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫৭ হাজার ৮২ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের ব্যবসাও বেড়ে এক লক্ষ ২৮ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা হয়েছে। গ্রাহক বেড়ে হয়েছে ২.০১ কোটি। গত এক বছরে নিট মুনাফা ৫৪.৯৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ২৪ কোটি টাকা। মোট ঋণ তথা অগ্রিমের পরিমাণ ৭১ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা। এনপিএ ০.৫৮ শতাংশ। সিএআর বেড়ে হয়েছে ২৭.৪ শতাংশ। ২০১৫–১৬ আর্থিক বছরে ব্যাঙ্কিং অপারেশন শুরু করেছিল বন্ধন ব্যাঙ্ক। সাড়ে চার বছরে বন্ধন ব্যাঙ্ক দেশে ৪,৫৫৯টি ব্যাঙ্কিং আউটলেট খুলেছে। মোট কর্মী ৩৯ হাজার ৭৫০।

আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করে বন্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, ‘অর্থনীতির মন্দার কারণে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এ বছরটা খুবই চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছে। তারপরও আমরা নিজেদের আরও মজবুত ও দৃঢ় করে তুলতে পেরেছি। গ্রাহকরা আমাদের ওপর যে আস্থা, বিশ্বাস রেখেছেন তার জন্যই এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। গত আর্থিক বছরের শেষ দু’সপ্তাহে বিশ্ব জুড়ে কোভিড–১৯ এর প্রভাব শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে আমাদের ব্যবসায় তার কোনও প্রভাব পড়েনি। কর্মীদের মাধ্যমে গ্রাহকদের আরও ভাল ও নিরন্তর পরিষেবা দিতে আমরা দায়বদ্ধ।’

শব্দরঙ্গ ৮২৫৪

১	২	৩		৪	৫	৬	
	৭			৮			৯
১০							
				১১			
১২			১৩				
	ছক ৮		১৪		১৫	১৬	
১৭	১৮	১৯			২০		
	২১				২২		

পাশাপাশি

১ গর্ব ৪ বামুন–পুত্র ৭ বুধপত্নী ৮ গৃহত্যাগী ফকির ১০ মানসিক দ্বন্দ্ব ১১ বাঘ ১২ ফিলসফার ১৪ ক.পু.সদরদপ্তর ১৭ অভয়মুদ্রা ২০ চিহ্ন ২১ কাব্যে রং ২২ রশ্মি

উপরনিচ

২ বেতন
৩ ‘–কাঁদি’
৪ পরিবর্ত স্বাক্ষরকারী
৫ এক আসবাব
৬ আলু
৯ পারদঘটিত এক কবিরাজি ওষুধ
১০ শিল্পীরাক্ষস
১৩ নাচিয়ে
১৫ নৌকোর পাল
১৬ জাগ্রত
১৮ মাতগুড়
১৯ ঠেকনা

গতকালের সমাধান

১ মা	ম	দো	২ বা	৩ জি		৪ ম	৫ উ
মা			৬ র	দ	ব	দ	ল
৭ ভা	লো	৮ বা	সা			ক	
গ		৯ ক	র		১০ মা	ল	১১ দা
১২ নে	১৩ উ	ল		১৪ খা	লু		সে
	ৎ			১৫ ন	ম	স্কা	র
১৬ শা	খা	প্র	১৭ শা	খা	ছক ৭		দা
১৮ ন	ত		১৯ ল	ন	টে	নি	স

নীহার দত্ত

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সিনেমা**
সকাল ৮–০০ জানালা, সকাল ৯–৩০ গোয়েন্দা গোগোল, দুপুর ১২–০০ কিশোরকুমার জুনিয়ার, দুপুর ৩–০০ সাথীহারা, সন্ধে ৬–০০ কমলার বনবাস, রাত ৯–০০ গুটি মল্লার, রাত ১১–৩০ পিকনিক

● **কালার্স বাংলা**
বড়ো বউ

দুপুর ২–০০
রাত ৯–০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

● **জি বলিউড**
সকাল ১১–৩৭ তুফান, দুপুর ২–৪৭ ফির হেরা ফেরি, সন্ধে ৬–০৫ দিলওয়ালে, রাত ৯–০০ আজুবা

● **অ্যান্ড পিকচার্স**
সকাল ১১–১৩ ওয়েলকাম, রাজা হিন্দুস্থানী

দুপুর ২–১০
বিকেল ৫–২৬ লাভযাত্রী, রাত ৮–০০ গদর:এক প্রেমকথা

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **প্রসঙ্গ: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ**

উনবিংশ শতাব্দীর জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ছিল প্রতিভার আঁতুরঘর। পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যই ছিলেন প্রতিভাধর। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার আলোককিরণে অন্যরা ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। এরকমই এক প্রতিভাবান ব্যক্তি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চমপুত্র। অন্যতম সেরা নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, পত্রিকা সম্পাদক, চিত্রশিল্পী। থেকে গেছেন অন্তরালে। ‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না’ শিরোনামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি অন্যরকম অনুষ্ঠান।।
ডিডি বাংলা: বিকেল ৪ –০৫

● **মুভিজ ওকে**
সকাল ১১–২৫ খাট্টামিঠা, এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি

দুপুর ২–৫০
সন্ধে ৬–৫৫ কালা

● **বি4ইউ মুভিজ**
দরার

দুপুর ১২–০০
দুপুর ৩–০০ মেলা, সন্ধে ৬–০০ রুস্তম, রাত ৯–০০ কিমত

ধারাবাহিক

● **ডান্স বাংলা ডান্স**

লকডাউনে আবার নতুন করে দেখান হচ্ছে পুরনো পর্বগুলি। নাচের তালে মাত করছে খুদেরা। বিচারকের আসনে যিশু সেনগুপ্ত, শ্রাবন্তী ও অঙ্কুশ। স্বমহিমায় আছেন ভুত খাটিয়া কুমার এবং তার সঙ্গী বিলাসবাবু। প্রতি পর্বেই থাকছে দুর্দান্ত নাচের ধুন্ধুমার লড়াই।
জি বাংলা: সকাল ১০–৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বুধবার, ৩০ বৈশাখ ১৪২৭, ইং ১৩ মে ২০২০, মুং ১৯ রমজান ১৪৪১
সূর্যোদয় ঘ ৫।১।১০
সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪।৪২
তিথি–(বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ) ষষ্ঠী দং ২।২৭ প্রাতঃ ঘ ৬।০
নক্ষত্র– শ্রবণা অহোরাত্র

অন্য পঞ্জিকা
বুধবার, ৩০ বৈশাখ ১৪২৭, ইং ১৩ মে ২০২০, হিজরি ১৯ রমজান ১৪৪১
ষষ্ঠী ঘ ৯।২৯।১৫

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর মৃত্যুদিন।

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্‌স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ: 2287-2321/7473
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

বিবিধ
দূষণ নিয়ন্ত্রণ: 2335-8161

আরও খবর

দি জর্জ টেলিগ্রাফ ১০০

দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট–এর শতবর্ষ ১৬ মে। প্রয়াত হরিপদ দত্ত ১৯২০ সালের ১৬ মে চাকরিকেন্দ্রিক এই উৎকর্ষ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতার রাজাবাজারে। পরে এটি বৌবাজারে ১৩৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ক্যাম্পাসে উঠে আসে। লকডাউনের কারণে ওইদিনে হচ্ছে না কোনও অনুষ্ঠান। তবে স্মরণ করা হবে শতবর্ষকে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে দি জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ট্রাস্টি সুব্রত দত্তের মোবাইল নম্বর ৯৮৩০০ ৪৩৩০৫–তে, এবং সুশান্ত চন্দ্র (হেড অফ পাবলিকেশনস অ্যান্ড কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট)–এর ফোন নম্বর ৮৭৭৭০ ২২৯২২ এবং ৯৮৩০৩ ৬৪৪২৯–এ।

ছিনতাই, ধৃত

স্কুটি চালিয়ে ছিনতাই কলকাতায়। দু’দিন আগে একটি কালো রঙের স্কুটি ছিনতাই করে ওই স্কুটি নিয়েই মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালায় এক দুষ্কৃতী। বেলেঘাটা থানার পুলিশ ধরে মহম্মদ সাজ্জাদ ওরফে মান্না নামে নারকেলডাঙার এক যুবককে। মঙ্গলবার সকালে সাজ্জাদ ওই কালো স্কুটি নিয়ে বেরোতেই তাকে ধরা হয়। জেরায় সে স্বীকার করে । ওই স্কুটি এবং মোবাইল দুটোই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আবহাওয়া

বুধবার	সর্বোচ্চ	৩৭
বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা	সর্বনিম্ন	২৭
	ডিগ্রি সেলসিয়াস	

মঙ্গলবার	সর্বোচ্চ ৩৭.৪ (+২)
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২৬.১ (০)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯১% ৪৫%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মগরা ৩৮.০°

আরও খবর

এডেলগিভের ১০ কোটি

করোনা যুদ্ধে সমাজের গরিব ও খেটেখাওয়া মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে এল এডেলগিভ ফাউন্ডেশন। বেসরকারি যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি এই সঙ্কটের সময় এই মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ১০ কোটি টাকা অনুদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। অতিমারী করোনা যুদ্ধের জন্য একটি যৌথ মঞ্চ তৈরির কাজে এগিয়ে এসেছেন এডেলগিভের বিদ্যা শা, অর্ঘ্যমের রোহিণী নিলেকানি, উইপ্রোর রিশাদ প্রেমজি, অক্সফাম ইন্ডিয়ার অমিতাভ বেহার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশন। এই যুদ্ধে এডেলগিভের সঙ্গে শামিল হয়েছে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামারিটান হেল্প মিশন (এসএইচএম)। হাওড়া টিকিয়াপাড়ায় কাজ করছে তারা। বস্তিবাসী, দৈনিক মজুর এবং রিকশাচালকদের খাবারের সঙ্গে অর্থসাহায্যও করছে তারা।

থ্যাঙ্কস্ মা

মাদার্স ডে-তে সব মায়েদের ধন্যবাদ জানাতে টিকটক এনেছে ইন-অ্যাপ ক্যাম্পেন— #থ্যাঙ্কস্ মা। এতে থাকছে লাইভ সেশন, ফোটো টেমপ্লেট ও কিউরেটেড প্লে-লিস্ট। ফোটো টেমপ্লেট কৈলাশ খেরের বিখ্যাত গান 'মাম্মা'র ভিত্তিতে তৈরি। রয়েছে মাদার্স ভিডিও মন্তাজ। এ ছাড়া মাদার্স ডে প্লে লিস্ট, যাতে ব্যক্তিগত ছাপ রাখতে পারবেন টিকটক ইউজাররা। ভিডিওয় রয়েছেন হংসিকা মোটওয়ানি, অনিতা হাসনন্দানি, করণ কুন্দ্রা, শিবাণী কপিলা ও ফয়জল সিদ্দিকির মতো সেলিব্রিটিরা।

ট্রিপল ইনহেলার

সিঙ্গল ইনহেলার ট্রিপল থেরাপি। দুটো ব্রঙ্কোডায়ালেটার এবং ইনহেলেশন কর্টিকোস্টেরয়েড ফ্লুটিকাসোন প্রপিয়োনেটের সমন্বয়। বাজারে নিয়ে এল গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস। এতে সিওপিডি রোগীদের একাধিক ইনহেলারের দরকার হয় না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কমিয়ে দেয়। সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতে সিওপিডি রোগীদের ওপর এই ইনহেলার প্রয়োগ করে ভাল ফল মিলেছে।

অ্যাভন

সারা বিশ্বের ৫০টি ফ্রন্টলাইন সার্ভিস ও চ্যারিটি সংস্থাকে সাহায্য করতে অ্যাভন ফাউন্ডেশন ফর উওম্যানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলারের তহবিল গড়বে অ্যাভন। ভারতে অ্যাভনের মোট অনুদান প্রায় ৯৪ লক্ষ টাকা। তহবিল কাজে লাগানো হবে অ্যাভনের #আইসোলেটেড নট অ্যালোন ক্যাম্পেনে। ভারত-সহ ৩৭টি দেশে লকডাউন চলাকালীন গার্হস্থ্য হিংসায় বিপন্ন নারীদের পাশে দাঁড়াবে অ্যাভন।

হ্যালো লাইভ

দেশের অগ্রণী আঞ্চলিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'হ্যালো' নিয়ে এল 'হ্যালো লাইভ পে মিলো'। এই প্ল্যাটফর্মে থাকবে ১৫টি ভাষায় মনোরঞ্জক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়। এডুটেনমেন্ট ক্যাটাগরিতে এটি প্রথম ইন-অ্যাপ প্রপার্টি। এখানে ইউজাররা খাবারদাবার, কমেডি, মিউজিক, এডুকেশন, ফিটনেস বিষয়ে সেলিব্রিটি ও ক্রিয়েটরদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন।

শহিদ বেদি

ঔরঙ্গাবাদে ১৬ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএমের যুব সংগঠন। সোমবার রাতে বারাসত স্টেশন চত্বরে সিপিএমের যুব নেতা গৌতম ঘোষের নেতৃত্বে অস্থায়ী শহীদ বেদি বানানোর পর মৃত ১৬ পরিযায়ী শ্রমিকের স্মরণে ১৬টি মশাল জ্বালানো হয়। গৌতম ঘোষ জানান ওই ১৬ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এদিন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি চালানোর পর বারাসত স্টেশনে থাকা ভবঘুরে ও পথশিশুদের রুটি সবজিও খাইয়েছেন।

এ পর্যন্ত ১৫০০ রোগীর ছুটি

বাঙুরের মতো পরিষেবা আমেরিকাতেও পাওয়া যাবে না, বললেন রোগী নিজেই

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

'এম আর বাঙুরের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ। অবিশ্বাস্য, এত ভাল পরিষেবা যা বলে বা লিখে প্রকাশ করতে পারব না। আমেরিকাতেও পাব না।'— বক্তব্য করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা এক রোগীর। তিনি আরও বলেন, 'করোনা ধরা পড়ার পর বাঙুরে আসছি শুনে অনেক বন্ধুরা বলেছিল ওখানে যেও না। আর ফিরে আসবে না। আমার মনে ভয় ধরে গিয়েছিল। আজ আমি সুস্থ। আমার ভাগনি, ভাগনে আমেরিকা থেকে আমার খোঁজ নিচ্ছে। আমি ওদের বলব এইরকম পরিষেবা আমেরিকাতেও পাওয়া যাবে না।' দ্রুত একের পর এক করোনা রোগীকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে নজির তৈরি করেছে রাজ্যের অন্যতম কোভিড হাসপাতাল এম আর বাঙুর।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি বলেন, 'সব রকম প্রয়োজনে পাশে রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। হাসপাতালের সুপার, চিকিৎসক, নার্স, গ্রুপ ডি থেকে সব স্বাস্থ্য কর্মী ও প্রশাসনের সবার সহযোগিতায় সম্ভব হচ্ছে। চেষ্টা চালাচ্ছি আরও ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার।' হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও রাজ্যের পূর্ত এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সৈনিকের মতো সর্বক্ষণ পাশে আছেন।

এখানে কোভিড ও নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসা চলে পৃথক বিল্ডিংয়ে। এতে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও কম। দুটি জায়গাতেই চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্যকর্মী ভাগ করা আছে। ঠিক কী পদ্ধতি মেনে চলছে চিকিৎসা? এম আর বাঙুরের সুপার ডাঃ শিশির নস্কর জানিয়েছেন, কোভিড পজিটিভ কেউ এলে বা অন্য জায়গা থেকে রেফার হয়ে আসা রোগীদের সরাসরি ভর্তি নেওয়া হয়। ইমার্জেন্সিতে আসা সব রোগীরই সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। উপসর্গ দেখে আইসোলেশনে রেখে চলে প্রাথমিক চিকিৎসা। যাঁদের ভর্তির প্রয়োজন নেই তাঁদের হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। ভর্তি হওয়াদের সোয়াব নেওয়ার পাশাপাশি তখনই ইসিজি, এক্স-রে করিয়ে নিয়ে রক্তও নেওয়া হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। এতে সময় বাঁচার সঙ্গে রোগী হাইপারটেনশন, শুগার, কিডনির অসুখে ভুগছেন কিনা তা-ও দ্রুত জানা সম্ভব।

এখন সকাল ৭টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত নেওয়া হয় সোয়াব। বাকি পরীক্ষা ২৪ ঘণ্টাই হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্টও চলে আসছে। যাঁদের কোভিড পজিটিভ তাঁদের সরকারি প্রোটোকল মেনে চলে চিকিৎসা। আর যাঁদের নেগেটিভ দ্রুত তাঁদের ছুটি দেওয়া বা প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এতে রোগীকে অহেতুক ওয়ার্ডে থাকার প্রয়োজন পড়ছে না। বাড়িতে পাঠানো রোগীদের কারও পজিটিভ এলে সেটা স্বাস্থ্য দপ্তর সরাসরি দেখে। হাসপাতালের প্রশাসনিক কাজ ভাগ করে নেওয়ার জন্য বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পার্থপ্রতিম গুহকে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ডেড বডি ম্যানেজমেন্টও দ্রুত হচ্ছে। সুপার বলেন, 'কারও মৃত্যু হলেও অনেক কাজ থাকে। মৃতের বাড়ির লোককে জানানো, স্বাস্থ্য দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, পুরসভাকে জানিয়ে সৎকারও দ্রুত গতিতে করার প্রক্রিয়া চলে।'

১১০০ শয্যার এম আর বাঙুরের চিকিৎসা মডেল অন্য কোভিড হাসপাতালে অনুসরণ করার পরিকল্পনা চলছে।

রোগীর পরিজনদের কথা বলার জন্য রয়েছে ভিডিও কলিংয়ের ব্যবস্থা। রোগীরাও কোনও সমস্যায় সরাসরি হেল্পডেস্কে ফোন করেন। ওয়ার্ডে টিভি বসানোর পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। চিকিৎসক, কর্মীদের সুরক্ষায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়। কর্মী ও রোগীদের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে সেদিকে সুপার নিজে নজর রাখছেন। শিশিরবাবু বলেন, মার্চের শেষে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণার পর কোভিড পজিটিভ ও সারি (সিভিয়র অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস) কেস মিলিয়ে এখনও অবধি ১৫০০-এর ওপর রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

এম আর বাঙুর হাসপাতাল। ছবি: দীপক গুপ্ত

সফল লড়াই শ্রমজীবীর, ফিরল ২ শিশু

মিল্টন সেন

হুগলি, ১২ মে

করোনা-জয় করে বাড়ি ফিরল দুই খুদে। ওয়ার্ল্ড নার্স ডে-র দিন শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের কর্মীদের তরফে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট্ট দুজনকে অভিনন্দন জানানো হয়। চলতি মাসের ২ তারিখ করোনা সন্দেহে কলকাতার ট্যাংরা এলাকার দুই খুদে অরিজিৎ হাজরা (৭) এবং উৎপল দত্তকে (৩) শ্রমজীবী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ওই দুই খুদের সোয়াব টেস্টের জন্যে পাঠানো হয়। ৩ তারিখ বিকেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে দুজনেরই করোনা পজিটিভ রিপোর্ট পৌঁছোয়। ডাঃ সুমিত তালুকদারের নেতৃত্বে শুরু হয় চিকিৎসা। মাত্র দশ দিনের মাথায় দুজনেই একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠে। গত কয়েক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে ওই হাসপাতালে। তবে এই দুজনের বিষয়টা ছিল হাসপাতালের কাছে একেবারেই আলাদা। কারণ অন্যদের থেকে এই দুই খুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে মায়ের কোলে দুই শিশুকে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স থেকে কর্তৃপক্ষ সকলেই। প্রতিনিয়ত সংক্রমণের আশঙ্কা। তবুও ভয়কে জয় করবার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে নিঃশব্দে কাজ করেছে শ্রমজীবী হাসপাতাল। ৪ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারের তরফে শ্রীরামপুরের শ্রমজীবী হাসপাতালটিকে কোভিড হাসপাতাল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তার পর দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয় কাজ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রথম অবস্থায় শ্বাসকষ্ট, জ্বর-সহ করোনার উপসর্গ থাকলে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, আরামবাগ ইত্যাদি অঞ্চলের রোগী আসে হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০ মানুষের চিকিৎসা হয়েছে। যদিও তাঁদের অধিকাংশরই শরীরে করোনার অস্তিত্ব মেলেনি। এখন হাসপাতালে রয়েছেন ৬০ জন রোগী। শ্রমজীবী হাসপাতালের চিকিৎসক ও সরকারি চিকিৎসকেরা মিলিত ভাবে এখানে চিকিৎসা করছেন। প্রায় ১০০ জন হাসপাতালের অন্যান্য কাজকর্ম সামলাচ্ছেন। মানসিক ভাবে যাতে কোনও কর্মী ভেঙে না পড়েন, হাসপাতালের তরফে সে-ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কর্মীদের মনোবল বাড়াতে চিকিৎসার পাশাপাশি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে মনোবিদ মোহিত রণদীপের উদ্যোগে করোনা-আড্ডাও হচ্ছে। সম্প্রতি হাসপাতালের ছাদে পালন করা হয়েছে রবীন্দ্রজয়ন্তী।

হাসপাতালের কর্মী শিল্পী ঘোষ জানিয়েছেন, গত এক মাস ধরে অন্য কর্মীদের সঙ্গে তিনি হাসপাতালেই রয়েছেন। সহকর্মীদের অনেকেই বিবাহিত। অনেকেরই আবার পরিবারে বাবা-মা ভাই-বোন স্বামী-সন্তান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার মানুষই রয়েছে এই হাসপাতালে। তবে অন্য সময়ের সঙ্গে বর্তমানের একটা বড় ফারাক আছে। এ বড় কঠিন সময়, প্রতিনিয়ত আশঙ্কা নিয়ে ঘর করা।

অভিবাদন। করোনাজয়ী দুই খুদে অরিজিৎ হাজরা ও উৎপল দত্তকে। শ্রমজীবী হাসপাতালে। ছবি: সৌগত রায়

---

১৩ রুটে আজ থেকে সরকারি বাস, ক্যাব

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, বুধবার থেকে কলকাতায় কয়েকটি রুটে বাস চলাচল শুরু হচ্ছে।

১৩টি রুটে সরকারি বাস চালাবে রাজ্য পরিবহণ নিগম। বেসরকারি বাসচালকরা যদি বাস চালাতে চান, সে ব্যাপারে নিজেরাই ঠিক করবেন কীভাবে চালাবেন। তবে কোনও বাসেই ২০ জনের বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে না।

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন, 'কলকাতার কয়েকটি রুটে সরকারি বাস চালানো হবে। ২০ জন যাত্রী নিয়ে চলবে। যাঁরা কাজ করতে যাচ্ছেন, তাঁরা তো বাস পাচ্ছেন না। বেসরকারি বাস যাঁরা চালাবেন, তাঁরাই ঠিক করবেন কীভাবে চালাবেন। যদি যাত্রী পান তাহলে চালাবেন, না পেলে চালাবেন না। এ ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।'

কন্টেনমেন্ট জোনে কোনও বাস বা অ্যাপ ক্যাব চলবে না। অ্যাপ ক্যাব চলবে বিধাননগর, কলকাতা, ব্যারাকপুর, হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায়। তবে অ্যাপ ক্যাবের ক্ষেত্রে দু'জনের বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে না। চালকের পাশে কোনও যাত্রী বসতে পারবেন না। পেছনের আসনে দূরত্ব মেনে দু'জন বসতে পারবেন। তবে অ্যাপ ক্যাবে যাতায়াত করতে হলে ই-পাস লাগবে। প্রতিটি ক্যাবে থাকবে মাস্ক, স্যানিটাইজার, গ্লাভস, ফেস শিল্ড। এদিকে, আজ, বুধবার থেকে যে সরকারি বাসগুলি চলবে তা হল: হাওড়া থেকে নিউ টাউন (এস ১২), হাওড়া থেকে কামালগাজি (এস ২৪), হাওড়া থেকে গড়িয়া (এস ৭, এস ৫), হাওড়া থেকে ঠাকুরপুকুর (এস ১২ডি), হাওড়া-বারুইপুর (সি ২৬), এসপ্ল্যানেড থেকে আমতলা (সি ৩৭), ডানলপ থেকে বালিগঞ্জ (এস ৯এ), যাদবপুর-করুণাময়ী (এস ৯), জোকা-বারাসত (সি ৮), উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেক (এসটি ৭), বারাসত থেকে গড়িয়া (এস ৩৭), টালিগঞ্জ করুণাময়ী থেকে নিউ টাউন (এসটি ৬)।

এদিকে, উব্‌র বাজারে আনল 'উব্‌র কানেক্ট' নামে একটি নতুন অ্যাপ। কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জিনিসপত্র পাঠাতে পারবেন বাসিন্দারা। একটি টু-হুইলারে ৫ কেজি ওজনের মধ্যে কোনও জিনিসপত্র পাঠানো যাবে। তবে মদ, ড্রাগস বা কোনও বেআইনি জিনিসপত্র পাঠানো যাবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ার সময়ে পরিবহণের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেয় রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী বুধবার থেকে বাস, অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস চালু হচ্ছে। ক্যাব পরিষেবায় গাড়িতে ওঠার সময় চালককে ই-পাস দেখানো আবশ্যিক। যাত্রার উদ্দেশ্য কী, তার উপযুক্ত প্রমাণ থাকতে হবে। চালক এবং যাত্রীর আসনের মাঝে সরানো যায় এমন স্বচ্ছ নিরাপত্তামূলক পর্দা থাকতে হবে। চালককে আবশ্যিকভাবে মাস্ক, গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। গাড়িতে ওঠার আগে তাঁদের অবশ্যই স্যানিটাইজার দিতে হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত আপৎকালীন পরিস্থিতিতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি ডাক্তার দেখাতে হয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষা (যেমন, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন, ডায়ালিসিস বা সমগোত্রীয় কোনও চিকিৎসা) ক্ষেত্রে অ্যাপ ক্যাব ব্যবহার করা যাবে।

সুস্থ হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে রাজ্যে: মমতা

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

'করোনা থেকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন। এটা খুবই ভাল একটা দিক।' মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন, এ রাজ্যের মতো ডেথ অডিট কমিটি, কেস হিস্ট্রি অন্য রাজ্যও অনুসরণ করছে। বাংলা করলে সব ভুল, অন্যরা করলে ঠিক?

রাজ্যে ১৮টি ল্যাবরেটরিতে করোনা পরীক্ষা চলছে। আরও ৫টি অনুমোদন পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষা শুরু হবে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নবান্নে ছিলেন রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। মুখ্যমন্ত্রী নতুন স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেন। এদিকে গত চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন করে ১১৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয়েছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনামুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন ৬১২ জন। রাজ্যে করোনায় সুস্থতার হার (ডিসচার্জ রেট) ২৮.১৬ শতাংশ। নতুন করে ১১০ জন আক্রান্ত। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ১৭৩ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১ হাজার ৩৬৩ জন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় এই সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে। হাসপাতাল থেকে দ্রুত রোগীদের ছুটি হচ্ছে। এদিন করোনা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, নতুন করে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১২৬। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৫ হাজার ৭টি। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ৫২ হাজার ৬২২টি। সরকারি কোয়ারেন্টিন সেন্টারে রয়েছেন ৬ হাজার ৯৭৮ জন। কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২১ হাজার ২২ জন। হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন ২৪ হাজার ২৯৬ জন। হোম কোয়ারেন্টিন থেকে এখনও পর্যন্ত মুক্ত হয়েছেন ৬৮ হাজার ১৯৯ জন।

রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভাল বলেই অতি দ্রুত রোগীরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারছেন বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দপ্তরও।

বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুই এলাকার বাসিন্দা বছর আঠেরোর এক যুবক বোলপুরের বেসরকারি কোভিড হাসপাতাল থেকে ছুটি পান। মঙ্গলবার রাতে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন তখন তাঁর পাড়ায় ছিল রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। পাড়ার যুবকরা বাজি ফাটিয়ে, গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ওই যুবককে অভ্যর্থনা জানান।

বাঘাযতীনের ডি ব্লকের বাসিন্দা বিএসএনএলের প্রাক্তন কর্মীর মৃত্যু হয়। করোনার সংক্রমণ নিয়েই তিনি এম আর বাঙুরে ভর্তি ছিলেন। কলকাতায় গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সে কর্মরত এক প্রাক্তন সিআইএসএফ অফিসারের মৃত্যু হয়।

লকডাউন চলাকালীন কলকাতা থেকে গোপালনগরে গ্রামের বাড়িতে ফেরার পর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে এক শ্রমিকের। কেতুগ্রাম ১নং ব্লকের বাদশাহি রোড লাগোয়া রতনপুরে এক তরুণীর করোনা ধরা পড়েছে। তাঁকে দুর্গাপুরের সনকা কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই তরুণীর সংস্পর্শে আসা ২৩ জনকে চিহ্নিত করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তাঁদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাটের পরমানন্দপুর গ্রামের ২২ বছরের এক যুবকের করোনা ধরা পড়েছে, জানিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিতাইচন্দ্র মণ্ডল। জানা গেছে, ওই যুবক আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী। ৩০ এপ্রিল অসুস্থ হয়েই বাড়ি ফিরেছিলেন। পরিবারের তিন সদস্যকে চণ্ডীপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পি সি চন্দ্র খুলে গেল

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স-এর ৬টি শোরুম খুলল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুর্গাপুর, কাটোয়া, বালুরঘাট, আগরতলায়ও শোরুম চালু হয়েছে। শোরুমে ঢোকার পথেই ওয়াশবেসিনে হাত ধুয়ে স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে, থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষার পর তবেই গ্রাহকদের ঢোকানো হচ্ছে। বাধ্যতামূলক হচ্ছে মাস্ক, গ্লাভস। নিয়মিত শোরুম পরিষ্কার করা হচ্ছে। সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকছে। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর উদয়কুমার চন্দ্র তাঁদের কারিগর, কর্মীদের সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফর্ম 'জি'

আগ্রহ প্রজ্ঞাপনের জন্য আমন্ত্রণ

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রোসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ(১)-এর অধীনে]

দরকারি তথ্যাবলি

১	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**জেট এয়ারওয়েজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড**
২	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠার তারিখ	০১ এপ্রিল, ১৯৯২
৩	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠিত/ নিবন্ধীকৃত	মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ারস, আরওসি-মুম্বই
৪	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	L99999MH1992PLC066213
৫	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য অফিস (যদি থাকে)-এর ঠিকানা	সিরোয়া সেন্টার, সাহার এয়ারপোর্ট রোড, আন্ধেরি (ইস্ট), মুম্বই-৪০০ ০৯৯ রেজিস্টার্ড অফিস: মুখ্য অফিস: জেট এয়ারওয়েজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, গ্লোবাল ওয়ান, চতুর্থ তল, ২৫২, এলবিএস মার্গ, কুরলা (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০ ০৭০
৬	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২০ জুন, ২০১৯
৭	আগ্রহ প্রজ্ঞাপন আমন্ত্রণের তারিখ	১৩ মে, ২০২০ (রাউন্ড ৪), সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটও হালনাগাদ করা হয়েছে
৮.	উক্ত কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা এখানে উপলব্ধ রয়েছে:	**www.jetairways.com** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ বিশদ এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট প্রোসেস ডকুমেন্টে যোগ্যতামান উল্লেখ করা আছে অথবা **fly.JetAirWays@in.gt.com** আইডি-তে মেল পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যাবে।
৯.	২৯এ নং ধারাধীনে প্রযোজ্য অযোগ্যতার শর্তাবলি এখানে উপলব্ধ রয়েছে:	আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইটে **(https://ibbi.gov.in/legal-framework/)** উপলব্ধ রয়েছে অথবা **fly.JetAirWays@in.gt.com** আইডি-তে মেল পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রজ্ঞাপন প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২৮ মে, ২০২০
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	০২ জুন, ২০২০
১২.	অস্থায়ী তালিকার প্রতি বিরোধিতা দাখিলের শেষ তারিখ	০৭ জুন, ২০২০
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	১০ জুন, ২০২০
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রতি ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রিকোয়েস্ট ফর রেজোলিউশন প্ল্যানস জারির তারিখ	০২ জুন, ২০২০
১৫.	রিকোয়েস্ট ফর রেজোলিউশন প্ল্যান, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম এবং আরও তথ্যাবলির জন্য অনুরোধ দাখিলের পদ্ধতি	সম্ভাব্য যোগ্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইলেকট্রনিক উপায়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
১৬.	রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের শেষ তারিখ	১১ জুলাই, ২০২০
১৭.	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের পদ্ধতি	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের কাছে মুখবন্ধ খামে ভরে ডাক মাধ্যমে বা হাতে করে কিংবা পেন ড্রাইভে ভরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে।
১৮.	অনুমোদনের জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের অনুমিত তারিখ	২৩ জুলাই, ২০২০
১৯.	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	আশিস ছওছারিয়া IBBI/IPA001/IP-P00294/2017-18/10538
২০.	এই বোর্ডের কাছে নিবন্ধন অনুযায়ী রেজোলিউশন প্রোফেশনালের নাম, ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি	আশিস ছওছারিয়া, ঠিকানা: গ্র্যান্ট থর্নটন, ১০সি, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭, ই-মেল: **ashish.chhawchharia@in.gt.com**
২১.	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি	জেট এয়ারওয়েজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, গ্লোবাল ওয়ান, চতুর্থ তল, ২৫২, এলবিএস মার্গ, কুরলা (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০ ০৭০, ই-মেল: **fly.JetAirways@in.gt.com**
২২.	আরও বিশদ তথ্যাবলি এখানে মিলবে	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার **www.jetairways.com** ওয়েবসাইটে কিংবা **fly.JetAirways@in.gt.com** আইডি-তে ই-মেল পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যাবে
২৩.	ফর্ম 'জি' প্রকাশনার তারিখ	১৩ মে, ২০২০ (রাউন্ড ৪)

স্বাঃ-
আশিস ছওছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
রেজোলিউশন প্রোফেশনাল
জেট এয়ারওয়েজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
ই-মেল: RP.JetAirways@in.gt.com
আইবিবিআই-তে নিবন্ধীকৃত রেজিস্টার্ড ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি:
গ্র্যান্ট থর্নটন, ১০সি, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
ই-মেল: **ashish.chhawchharia@in.gt.com**

তারিখ: ১৩ মে, ২০২০
স্থান: মুম্বই

বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্য ছটফট করছেন

তাপস রায়

দীপঙ্কর নন্দী

'এত বছর ধরে রাজনীতি করছি। কোনওদিন বাড়িতে এভাবে থাকিনি। কষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হচ্ছি থাকতে।' কথা হচ্ছিল বরানগরের তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের সঙ্গে। জানালেন, নিজেকে বাঁচাতে, পরিবারকে বাঁচাতে বাড়িতে থাকছেন। পুরনো বাড়ি বৌবাজারেই আবার চলে এসেছেন।

তাপসবাবু বলেন, 'এভাবে সময় কাটাতে হবে কখনও ভাবিনি। দলের কাজ, সামাজিক কাজ, মানুষের কাজ সরিয়ে রাখা কী যে যন্ত্রণার তা বুঝতে পারছি। কাঁহাতক আর খবরের কাগজ, বই পড়ে, সিনেমা দেখে, গান শুনে একটা মানুষ সময় কাটাতে পারে! যদি সারাক্ষণ এসব শুনি, দেখি মানুষ তো পাগল হয়ে যাবে। আমার এখন দুটো ফোন। সব সময় স্টেশনের এনকোয়্যারির মতো বাজছে। ত্রাণ, ওষুধের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ফোনেই সব কাজ করছি। বরানগরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। আমি তো এমনিই টিভিতে প্রোগ্রাম দেখি না। খেলা দেখি। পুরনো সিনেমা দেখানো হচ্ছে। উত্তম-সুচিত্রা, সত্যজিতের বই দেখছি। সকালে ১ ঘণ্টা দেরিতে উঠছি। ছেলে থাকে সানফ্রান্সিসকোয়। স্ত্রী ও মেয়ে রোজই ওর সঙ্গে কথা বলে। তখন আমারও কথা বলা হয়ে যায়। মন খুব ছটফট করছে বাইরে যাওয়ার জন্য।'

বিধায়ক বলেন, 'আমার খাবারের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাড়িতে যা রান্না হয় তাই খাই। বাছবিচার নেই। সন্ধেয় চা-মুড়ি ভাল লাগে। শুতে রাত প্রায় ১টা হয়ে যায়, আচমকাই ফোন বেজে উঠল। ফোনের ওপাশ থেকে একজন বলল, দাদা কাল সকালে বাড়িতে যাব? আমি বললাম এখন বাড়িতে আসা বন্ধ। আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এই সময়। যদি আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে পারি তাহলে করোনার বিরুদ্ধে জয় আমাদের হবেই।'

আজকাল

৪০ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ৩০ বৈশাখ ১৪২৭ বুধবার ১৩ মে ২০২০

ব্যালকনি

সিনেমা হলের ব্যালকনির আসনটি উঁচু দরের, গাঁটের কড়িও বেশি খসাতে হয়। হোমরা-চোমরা মানুষ ব্যালকনিতে বসে জীবনের বর্ণ-গন্ধ উদ্‌যাপন করেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও ব্যালকনি খুব পছন্দ করেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা থালা-ঘণ্টা বাজান, মোম-প্রদীপ জ্বালান— প্রধানমন্ত্রী তাঁদের জন্য সারাদিন ভাবেন, নিত্যনতুন ইভেন্টের ব্যবস্থা করেন। বিদেশে যাঁরা আটকে ছিলেন, তাঁদের উড়িয়ে এনেছেন, ভাসিয়ে এনেছেন। এবার নতুন কোনও ব্যালকনি-ইভেন্ট দেখবেন নির্ঘাত। ওঁরা অবশ্য দস্তুরমতো বিমানভাড়া দিয়ে ফিরছেন, কোয়ারেন্টিনের খরচও তাঁরাই দেবেন। কিন্তু প্রচারের সুযোগ মোদি ছাড়বেন কেন, নাম দিয়েছেন ‘বন্দে ভারত’। সংবর্ধনার আয়োজন, হামলে-পড়া মিডিয়ার ছবি তোলা, টুইটে টুইটে মন্ত্রীদের কিচিরমিচির— যেন ভারত বিশ্বকাপ জিতে ফিরছে। বস্তুত দুনিয়ার সব দেশই অন্য দেশে আটকে-পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমাদের কলকাতা থেকেও উড়ান ছেড়েছে— কোথাও এমন ইভেন্ট দেখা যায়নি। অভূতপূর্ব একটি সঙ্কটকেও এমন বিজ্ঞাপনী মোড়ক দেওয়ার ভাবনা যাঁদের মাথায় আসে, ৪৬ দিন তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভাবতেই ভুলে যান। মনের কথা বলেন, ভাষণও দেন, প্রধানসেবক এঁদের কথা বেবাক ভুলে যান। ভুলে যান ঝোলা কাঁধে ফকির সেজে দিল্লির মসনদে বসেছিলেন এঁদেরই ভোট নিয়ে। মাইলের পর মাইল হেঁটে ফিরছেন শ্রমিকেরা, ভ্রুক্ষেপ নেই। যা-ও বা ট্রেনের ব্যবস্থা হল, তার পর ভাড়া নিয়ে বিশ্রী কুটকচালি। রাজ্যে রাজ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে কেন্দ্র তালি বাজাচ্ছে! মোদির মনে হয়েছে আসল ভারতের অধিষ্ঠান বুঝি ব্যালকনিতেই। আমরা আহত হতে পারি, কিন্তু এক নামজাদা সাংবাদিকের হিসেবমতো বিজেপি ২০১৯ সালের ভোটে ২৭০০০ কোটি টাকা খরচ করেছিল। অর্থাৎ ভোটপিছু ১২০০ টাকা। ২০২৪ সালে হয়তো ২৪০০ টাকায় দাঁড়াবে। তাই ব্যালকনি থেকে চাঁদা তোলার পালা এখন। গরিব মানুষের জন্য ধর্মের জিগির তুললেই হবে।

যখন বিমান চলবে

এবার ধাপে ধাপে দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবাও চালু করতে চায় কেন্দ্র। তবে সম্পূর্ণ বদলে যাবে বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতা। মিডল সিট ফাঁকা রাখার যে প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল, সেটি বদল করেছে কেন্দ্র।

- বাড়িতে ওয়েব-চেক-ইন করে আসতে হবে।
- আগামী ৬ ঘণ্টার মধ্যে যাদের ফ্লাইট তাঁদেরই শুধু এয়ারপোর্টে ঢুকতে দেওয়া হবে।
- আইডি চেক করা হবে না বিমানবন্দরের গেটে।
- যাত্রীদের রিপোর্টিং টাইম আরও ২ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ আরও দুই ঘণ্টা আগে আসতে হবে এয়ারপোর্টে।
- হ্যান্ড-লাগেজ নেওয়া যাবে না। একটা চেক-ইন লাগেজ নেওয়া যাবে ২০ কেজির কম ওজনের।
- ৮০ বছরের বেশি বয়সের নাগরিকদের আপাতত প্লেনে উঠতে দেওয়া হবে না।
- জ্বর থাকলে যদি কোনও যাত্রীকে তাঁর নির্দিষ্ট দিনে যেতে না দেওয়া হয়, তিনি বিনাখরচে অন্য দিন যেতে পারবেন।
- আরোগ্য সেতু অ্যাপ বাধ্যতামূলক ভাবে ডাউনলোড করতে হবে। সেখানে গ্রিন দেখালেই বিমানে উঠতে পারবেন।
- চেক-ইন-কাউন্টার যাত্রা শুরুর ৩ ঘণ্টা আগে খুলতে হবে ও ৬০-৭৫ মিনিট আগে বন্ধ করতে হবে।
- বোর্ডিং শুরু হবে ফ্লাইট ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে ও ২০মিনিট আগেই শেষ করতে হবে।
- যাদের মেটাল ডিটেক্টরে লাল সঙ্কেত দেখাচ্ছে, শুধু তাদেরই সারা শরীরের তল্লাশি করা হবে।
- আপাতত টিকিটে স্ট্যাম্প মারবে না সিআইএসএফ।
- বোর্ডিংয়ের আগে ফের একবার যাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রা চেক করা হবে।
- কোনও ভাবে সংক্রমণ যাতে না ছড়ায়, একই পাইলট ও কেবিন কর্মীদের একসঙ্গে রোস্টার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- খাবার দেওয়া হবে না। তবে জল দেওয়া হবে।
- কোনও ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র দেওয়া হবে না। বিমানের শেষ তিনটি সারি খালি রাখা হবে। প্রয়োজনে ফ্লাইটের মধ্যে আইসোলেশন করতে হলে ওই সিটগুলি ব্যবহার করা হবে।
- পর্যাপ্ত স্যানিটাইজার ও পিপিই স্যুট রাখতে হবে বিমানে।

আমেদাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চলছে সাফাই। ছবি: পিটিআই

রাজ্যেই কাজ মিলবে ঘরফেরত শ্রমিকদের

আজকালের প্রতিবেদন

ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এ রাজ্যের শ্রমিকদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আবেদন আর অন্য রাজ্যে কাজে যাওয়ার দরকার নেই। ঘরের ছেলেরা ঘরেই থাকুন। একটু সময় লাগলেও এখানেই কাজ মিলবে। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পরিযায়ী শ্রমিকদেরও ১০০ দিনের কাজে যুক্ত করা হবে। যাঁরা এই কাজ চাইবেন তাঁদেরই সুযোগ দেওয়া হবে।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘যাঁরা দুর্দিনে তাড়িয়ে দেয় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আর দরকার নেই। তাঁরা যাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ শিল্পেও কাজ পান তার জন্য সব ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। প্রয়োজনে বিশেষ পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হবে।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সব রাজ্য থেকে বাংলার শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য ১০০টি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে একসঙ্গে নয়। ধাপে ধাপে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হবে। কবে কোথা থেকে কোন ট্রেন চলবে তা-ও ঠিক সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের স্বার্থে ও তাঁদের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ইতিমধ্যেই বাংলায় ১ লক্ষের বেশি মানুষ অন্য রাজ্য থেকে ফিরে এসেছেন। বাসেই এসেছেন প্রায় ৯০ হাজার মানুষ। এছাড়াও অনেকে প্রাইভেট গাড়ি করে এসেছেন, হেঁটে এসেছেন। যাঁরা বাসে করে আসছেন তাঁদের খবর আগে থেকে জানা যাচ্ছে না। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা মধ্যরাতে রাজ্যের সীমান্তে এসে পৌছচ্ছেন, তাঁদের বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। মাঝরাতে স্ক্রিনিং বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তাই যাঁরা বাসে বা গাড়ি করে রাজ্যে ঢুকতে চাইছেন তাঁরা আগে থেকে জানান। তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে না। যে সব রাজ্য থেকে তাঁরা আসছেন, সেই রাজ্যে স্থানীয় প্রশাসন যদি এ রাজ্যের প্রশাসনকে আগাম জানিয়ে দেয় তাহলে তাঁদের ঘরে ফেরাতে সবরকম ব্যবস্থা রাখবে রাজ্য সরকার।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, ‘দিল্লি, সুরাট-সহ বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকদের ওপর লাঠি চালানো হচ্ছে। ঠিকমতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অত্যাচার করা হচ্ছে। এগুলো ঠিক নয়। শুধু বাংলার মানুষই নন, এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে কাজের জন্য যান। কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা না করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলায় ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। কেউ না খেয়ে নেই। তাই অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা বাংলা থেকে যেতেও চাইছেন না।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এখনই গ্রামীণ এলাকায় নির্মাণকাজ শুরু হবে। তাই ১০০ দিনের কাজ অনেক বেড়ে যাবে। সব জেলাশাসককেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ১০০ দিনের কাজের পরিধি বাড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদেরও সেই কাজে যুক্ত করা যায়। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘একটু অপেক্ষা করতে হবে। রাজ্য সরকারকে একটু সময় দিতে হবে। তাহলে এই রাজ্যেই কাজের সুযোগ তৈরি হবে। ভিনরাজ্যে কাউকেই যেতে হবে না।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার দায়িত্বে থাকা আইএএস পি বি সেলিমকে নির্দেশ দেন, বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁরা কোন কাজে দক্ষ তার একটা তথ্য তৈরি করতে হবে। যাতে সেই সব কাজে তাঁদের নিয়োগ করা যায়। তিনি বলেন, ‘বাংলার শ্রমিক ভিনরাজ্যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। সেই সৃষ্টিশীলতা এবার এ রাজ্যে প্রয়োগ করা হবে। প্রয়োজনে তাঁদের কাজে লাগাতে পরিকাঠামো তৈরি করবে রাজ্য সরকার।’ তিনি জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে ভিনরাজ্যে থাকা পড়ুয়ারা ফিরে এসেছেন। চিকিৎসা করাতে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরাও আসছেন। এতে রাজ্য সরকার খুশি। রাজ্য সরকার তাঁদের ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে চেয়েছে, যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর জেলায় বাইরে থেকে বহু মানুষ আসায় করোনা সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। এই জেলাগুলি গ্রিন থেকে অরেঞ্জ জোনে চলে গেছে। তাই বলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ঘরের মানুষ ঘরে তো ফিরবেনই। প্রোটোকল মেনে ফিরতে হবে।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর অভিমত

অর্থনীতি স্তব্ধ করে লকডাউন, ভুল নীতি

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন, ১২ মে

যেমন তেমনভাবে লকডাউন করার নীতি একটা বিরাট ভুল। চীন যেভাবে কোভিড-১৯ মহামারীর মোকাবিলা করেছে, সেদিকে যদি খুঁটিয়ে নজর দিত অন্য দেশগুলি, তাহলে তারা অন্যভাবে পদক্ষেপ করত। এমনটাই মনে করেন ২০১৩ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানী মাইকেল লেভিট। তাঁর মতে, লকডাউন একটি মধ্যযুগীয় পন্থা। কোভিডের মোকাবিলা করতে হলে দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি অচল করার দরকার নেই। যা করা উচিত তা হল, সবাইকে ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। এবং বাইরের কোনও কিছুকে স্পর্শ করতে হয় না এমন লেনদেনের ব্যবস্থা চালু করতে হবে (নগদ টাকা বা ক্রেডিট কার্ডের বদলে ফোনে লেনদেন)। আর শুধুমাত্র বয়স্কদের আইসোলেশনে রাখলেই হবে। লকডাউন প্রসঙ্গে তাঁর নিদান, একটি অঞ্চল বা শহরকে অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা করে রাখা উচিত, কিন্তু সেই শহরের ভেতরে কাজকর্ম, স্কুল-কলেজ চালু থাকবে। মানুষ সাধারণত কাজের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একই লোক বা গোষ্ঠীর সঙ্গে লেনদেন করে। সেটা চালু রাখাই উচিত।

নোবেলজয়ী এই বিজ্ঞানী মনে করেন, আগামী দিন বোঝা যাবে, কোভিডের মোকাবিলায় জয়ীদের মধ্যে থাকবে জার্মানি ও সুইডেন। কারণ ওই দুই দেশ খুব বেশি লকডাউন করেনি। এবং এমন সংখ্যক লোকেদের সংক্রমিত হতে দিয়েছে যাতে গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ধাক্কা থেকে বেঁচে যাবে জার্মানি ও সুইডেন। অথচ অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েলের মতো দেশগুলি সংক্রমিতের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার আগেই কড়া হাতে লকডাউন কার্যকর করেছে। এতে গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতাও তৈরি হয়নি, অথচ ব্যাপক মাত্রায় সামাজিক ক্ষতি হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে চীনের হুবেই প্রদেশের সংক্রমণের ভবিষ্যৎ চেহারা মোটের ওপর নির্ভুল অনুমান করেছিলেন লেভিট। তবে মার্চে সারা পৃথিবীর মহামারীর নিরসন নিয়ে যেরকম আশা প্রকাশ করেছিলেন, তা ঠিক ঘটেনি। পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে আয়ারল্যান্ডের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে সেখানে সংক্রমণ মৃত্যুর হার বাড়ার ‘দম ফুরিয়ে’ যাবে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে তিনি লক্ষ করছেন ইউরোপের দেশগুলিতে স্বাভাবিক মৃত্যুর মাসিক সংখ্যার সঙ্গে তুল্য কোভিডে মাসিক মৃত্যুর হিসেব। আয়ারল্যান্ডে ১০০০ মানুষ পিছু বার্ষিক মৃত্যুর হার ৬, যেখানে ইতালিতে ১১, ইওরোপে গড় হার ৮। এই দিক থেকে আয়ারল্যান্ড সুবিধাজনক জায়গায় আছে। আরেকটা সুবিধার দিক, আয়ারল্যান্ডের কর ব্যবস্থা। এর ফলে এই দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য কম। আমেরিকায় এই অসাম্য বেশি। তাই বেশি দুর্বল মানুষ বেশি বলি হচ্ছেন।

মাইকেল লেভিট

রসায়নে নোবেলজয়ী মাইকেল লেভিটের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায়। ১৫ বছর বয়সে তাঁরা সপরিবারে চলে যান ইংল্যান্ডে। ৭৩ বছরের লেভিট এখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাকচারাল বায়োলজি বিভাগের প্রধান। নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি বিশ্ববন্দিত। কোভিড ১৭ ভাইরাস নিয়ে ২৮ জানুয়ারি থেকে গবেষণা চালিযে যাচ্ছে লেভিট ল্যাব গ্রুপ। এবং এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাস সংক্রান্ত বহু তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা। মাতৃভূমি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভোলেননি লেভিট। প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ধরনের লকডাউন চালু করেছে সেটা অর্থনীতির নিদারুণ ক্ষতি করছে। ফলে সেদেশের বিশেষজ্ঞদের মত হল, যত দ্রুত রামোফোসা লেভিটের পরামর্শ নেন ততই মঙ্গল।

বন্দি জীবন

ঘর ঝাঁট, ব্যায়াম, বই

টোটা রায়চৌধুরি

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘এমন একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে আমরা চলছি যে, খুব একটা করার কিছু নেই। বলতে পারি, বাড়িতে থেকেই আমি আমার রুটিন মেনে চলছি, আগে যেমন চলতাম। আমি এই কলকাতা শহরেই আছি। আমার মনে হয়, এই করোনার ভয়ে সারাদেশের মধ্যে অনেক সেফ আমাদের এই শহর।’ বললেন অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরি।

‘আগে যেমন উঠতাম, এখনও সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠে কফি নিয়ে খবরের কাগজগুলো দেখি। এখন আর কাগজের ফ্রন্ট পেজ দেখতে ইচ্ছে করে না। এত ব্যাড নিউজ সবসময়, এ মারা গেছে, করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, সো কলড এক্সপার্টদের কচকচানি। সেই কারণে ফ্রন্ট পেজের চেয়ে হিউম্যান স্টোরিগুলো টানে বেশি। তার পর নিয়ম মেনে ব্যায়াম করি, ব্রেকফাস্ট করি। বাড়ির কাজ প্রচুর আছে, যেগুলো করতে হয়। কারণ, এখন কোনও ডোমেস্টিক হেল্প আসছে না। আমরাই না করে দিয়েছি। বাড়িতে সবাই কাজ ভাগ করে নিয়েছি। আমার দায়িত্ব ঘর পরিষ্কার রাখার। ঘরদোর সাফ করতেই দুপুর গড়িয়ে যায়। রান্নাঘরে ঢোকাটা আমার বাড়ির লোকেরা স্ট্রিক্টলি বারণ করে দিয়েছে। আমি রান্না করলে নাকি সেখানে ছোটখাটো ডিজাস্টার হয়ে যেতে পারে।’ বলে থামলেন টোটা। বললেন, ‘লকডাউনে শুটিং বন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে বাড়িতে বসেই মোবাইলে শুট করে পাঠাতে হচ্ছে। যেমন ‘শ্রীময়ী’র রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান, অনলাইনে ‘ফেলুদা ফেরত’-এর গান রিলিজ। ফেসবুক লাইভেও থাকলাম। বাড়িতে মোবাইলে এই শুটিং করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। বাড়ির কাউকে ‘বাবারে-বাছারে’ বলে মোবাইল ধরিয়ে শুটিং করা, সাউন্ড ডাব করা, টেকনোলজি ব্যবহার করে যতটা পারা যায়, করছি। আমার কাছে বই পড়াটা রেগুলার রুটিন। এই লকডাউনের দিনগুলোতে নানা ধরনের বই পড়লাম। কিছু কিছু পুরনো বই নতুন করে ঝালিয়ে নিলাম। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘মাপা হাসি চাপা কান্না’র সব ক’টা খণ্ড একসঙ্গে পড়ছি। সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ পড়লাম। মাইকেল কেইনের দু’খণ্ডে আত্মজীবনী পড়লাম। প্রচুর সিনেমা দেখছি, ওয়েব সিরিজ দেখছি। পুরনো বাংলা ছবির মধ্যে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবিগুলো দেখলাম নতুন করে। আবার বুঝলাম যে, ষাটের দশককে কেন স্বর্ণযুগ বলা হত! অভিনয়, সঙ্গীত, পরিচালনা, কাহিনি, চিত্রনাট্য —সব দিক থেকে কতটা এগিয়ে ছিল এবং যুগোপযোগী ছিল, আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম। টিভিতে ‘চোখের বালি’ দিয়েছিল। দেখতে দেখতে ১৫ বছর আগে ফিরে গিয়েছিলাম। স্মৃতিটা জীবন্ত হয়ে গেল।’ জানালেন টোটা রায়চৌধুরি।

তিনি বললেন, ‘নিজেকে খুব অসহায় লাগছে, আবার খুব রাগও হচ্ছে। যেটা ভাল লাগছে না, তা হল, ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার ঘটনাটা। কয়েকটা অসহায় মানুষ তাঁদের বাড়িতে ফিরতে চেয়েছিলেন। সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের বসে একটু আত্মসমালোচনা করা উচিত। সবথেকে বেশি গ্লানিবোধ হয়, যখন দেখি এই লকডাউনে মদের দোকানে বিশাল লাইন। আমরা মহামারী কী, তা বুঝতে পারছি না। আমরা নাকি সব দিক থেকে উন্নতি করেছি! কিন্তু সাধারণ দায়িত্ববোধ মানুষের তৈরি হয়নি। তাই এই বন্দিজীবনে আমার মতো নগন্য নাগরিকের আবেদন, ‘আসুন, সবাইকে নিয়ে আমরা সবাই মিলে বাঁচি।’

বড়বাজার নিয়ে বৈঠক

আজকালের প্রতিবেদন

বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কলকাতা পুরসভার পুর প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার এই বৈঠকে তিনি বড়বাজারের ভিড় কমাতে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের কাছে সাঁতরাগাছি ট্রাক টার্মিনালে লরি আনলোড করার ভাবনা-চিন্তার কথা বলেন। ওখানে ফলপট্টিও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা হচ্ছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, রাস্তা আটকে কোনওভাবেই খুচরো ফলের ঝাড়াই-বাছাই করতে দিতে রাজি নয় প্রশাসন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যের অভ্যন্তর কিংবা ভিনরাজ্য থেকে ট্রাকে করে শহরে ফল ঢোকে। এবার থেকে খোলা নয়, সমস্ত ফল প্যাকিং অবস্থাতেই ফলপট্টিতে নিয়ে আসতে হবে। এক একটি লরি লোডিং, আনলোডিংয়ের জন্য ২ থেকে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় নেওয়া চলবে না। প্রতিদিন সন্ধে ৭টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত চলবে সেই কাজ। মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবসা চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। তবে এদিন ফিরহাদ হাকিম পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের লকডাউন বিধি মেনে চলতে হবে। বড়বাজার এলাকায় অনেকগুলি বাজার রয়েছে। সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পোস্তা, রাজাকাটরা, ডালপট্টি, মেছুয়া, দুধবাজারের দিকেও নজর দিতে হবে। কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে পুলিশি নজরদারি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রতিটি বাজারে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক রাখা হচ্ছে। বড়বাজার-সহ ১৪৪টি ওয়ার্ডেই একই সঙ্গে করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

১১ লক্ষ কিসান কার্ড দেওয়া হবে

আজকালের প্রতিবেদন

যে সমস্ত কৃষকে কিসান ক্রেডিট কার্ড নেই, তাঁদের প্রত্যেককেই দ্রুত কার্ড বানিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যে প্রায় ১১ লক্ষ কৃষক এই কার্ড পাননি। তাঁদের শস্যবিমার আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন নয়, কৃষি দপ্তরই এই কার্ড তৈরি করে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মঙ্গলবার নবান্নে বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকরা যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পান তাই এই ব্যবস্থা। শস্যবিমার প্রিমিয়াম পুরোটাই রাজ্য সরকার দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও টাকা নেওয়া হয় না। যাঁরা এখনও কিসান ক্রেডিট পাননি তাঁরা কার্ড তৈরি করতে গেলে জেলা প্রশাসন এখন সমস্যায় পড়তে পারে। তাই কৃষি দপ্তর থেকে এই কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। খরিফ মরশুমে কৃষকরা চাষ করতে গেলে তাঁরা যাতে আর্থিক সমস্যায় না পড়েন, তাই ‘কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পের আড়াই হাজার টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২০ মে-র মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের সমস্ত ধরনের সামাজিক সুরক্ষা ভাতা জুন-জুলাই একসঙ্গে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। লকডাউনের জেরে ভাতাপ্রাপকেরা যাতে সমস্যায় না পড়েন তার জন্য এপ্রিল-মে মাসের টাকাও একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই ভাতা ১,০০০ টাকা করে প্রতি মাসে দেওয়া হয়।

যাঁদের ডিজিটাল রেশন কার্ড নেই, অথচ পুরনো সাদা রেশন কার্ড আছে তাঁরাও এবার থেকে রেশন পাবেন। তবে তাঁদের বিডিও-র কাছে গিয়ে পুরনো সাদা রেশন কার্ড এবং পরিচয়পত্র দেখিয়ে কুপন নিতে হবে। এই ব্যবস্থা ৩ মাসের জন্য চালু থাকবে। তার মধ্যে প্রত্যেককেই ডিজিটাল রেশন কার্ড করাতে হবে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে এর জন্য খাদ্য দপ্তর থেকে আলাদা করে ক্যাম্প করা হবে।

রাজ্যগুলির ভাগে কত?

● ১ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পরামর্শ নিলেন না। লকডাউনের ফল পাওয়া যাচ্ছে না দেখেই এই প্যাকেজ ঘোষণা। যে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, তা কোথা থেকে নেওয়া হবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে? তাও বলা হয়নি।’

অর্থনীতিবিদদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যগুলির বরাদ্দ কত? কোন কোন খাতেই বা ওই অর্থ বণ্টন করা হবে? কর্পোরেটদের ছাড় দিতে কত টাকা দেওয়া হবে?

রেড জোন ৩ ভাগ

● ১ পাতার পর

টলিউডের জন্য সুখবর। ফিল্ম এবং টেলিভিশন ইউনিটের এডিটিং, মিক্সিং এবং ডাবিংয়ের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চলচিত্র শিল্পের সব ইউনিয়ন মিলে ঠিক করেছে শুটিংয়ের কাজ আরও কিছুদিন পর শুরু করা হবে।’

জেলার মধ্যে বাস, ট্যাক্সি চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। আন্তঃজেলার ক্ষেত্রে কীভাবে বাস চলবে তা ঠিক করবে পরিবহণ দপ্তর। দু-একদিনের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। ১০০ দিনের কাজের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক জেলাতে ১০০ দিনের কাজে আরও বেশি করে লোক নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় আটকে থাকা সব প্রকল্পের কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জেলাশাসকদের নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে কোথায় কোন প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। কোথায় কীভাবে ১০০ দিনের কাজ বাড়ানো যাবে। গ্রামীণ সড়ক যোজনা, বাংলা আবাস যোজনার কাজ শুরু করে দিতে বলা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত, কৃষি, সেচ, মৎস্য, উদ্যানপালন, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ শুরু করে দিতে বলা হয়েছে। এতে ১০০ দিনের কাজ বাড়বে। মানুষ বেশি বেশি করে কাজ পাবেন। ঘরে ফেরা শ্রমিকেরাও ১০০ দিনের কাজ চাইলে দিতে হবে। কাজ করতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের পুলিশ সবরকম সহযোগিতা করবে।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা জেলাশাসককে দেখতে বলা হয়েছে।’

জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, রেড জোন থেকে যাতে দ্রুত বেরোনো যায় তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সবাই যাতে মাস্ক পরেন তা দেখতে হবে। কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। সমস্যা হলে প্রশাসনকে জানাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী: এত তাড়া বাংলার বদনাম করতে!

● ১ পাতার পর

বিজেপি নেতারা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা করুন। করোনা রোগীকে ছোঁয়াছুঁয়ি করব না, এটা যেন না হয়। বিজেপি নেতাদের জানিয়ে দিতে চাই, চিকিৎসা ব্যবস্থা গত ১০ বছরে বাংলায় যে জায়গায় পৌঁছেছে, অন্য রাজ্য সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। একেবারে কেন্দ্রের অসহযোগিতার জন্য করোনা বেড়ে গেল। ২৫ শতাংশ করোনা রোগী ভাল হয়ে গিয়েছেন। করোনা নিয়ে শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে এলেও আমাদের চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই সময় কোনও বিভেদ নয়। ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। তা না হলে করোনার বিরুদ্ধে লড়তে পারব না।’

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের জন্য অর্থ চাইলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী কী বললেন? সাংবাদিক বৈঠকের টেবিলে রাখা ছিল প্লেট। দু’হাতে প্লেট তুলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘শূন্য। এই প্লেট আগামী দিনে আরও বড় থালা হবে। বুঝতেই পারছেন, আর্থিক প্যাকেজ কতটা এসেছে। আমরা চাইছি, ওঁরা দিচ্ছেন না। দফায় দফায় শুধু নির্দেশিকা পাঠাচ্ছে। সেগুলো মালা করে গেঁথে রাখব।

এলাকার ক্লাবগুলিকে আবেদন করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘আপনারা দেখবেন কেউ যেন মাস্ক ছাড়া রাস্তায় না বেরোন। কেউ যেন আইন হাতে না তুলে নেন। প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেছি, রাজ্যকে রাজ্যের মতো কাজ করতে দেওয়া হোক। রাজ্যের ওপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে। আমরা এইসব বরদাস্ত করব না।’

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,বি পি-৭,সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে প্রকাশিত ও আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০।
সিটি অফিস: ৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯। ফোন:২৩৫০৯৮০৩। শিলিগুড়ি: (০৩৫৩) ২৬৪২৭৩৬, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২৩৫০০৮৭৭,২৩৬৭৫৫০২/৫৫০৩, ই-মেল: mail@aajkaal.net RNI NO: R.N. 37263/81 সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত

কাল-করোনা

আরও খবর

চাইলে ডিলিট আরোগ্য সেতু

করোনা কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক ‘আরোগ্য সেতু’ অ্যাপ চাইলে ডিলিট করে দিতে পারেন। অ্যাপটির মাধ্যমে আড়ি পাতার অভিযোগের মুখে পড়ে জানাল কেন্দ্র। করোনা পজিটিভ ব্যক্তির লোকেশন এই অ্যাপ জানিয়ে দেয় বলে দাবি করেন এক ফরাসি হ্যাকার। ভারতে বিরোধীরা অভিযোগ তোলে, সরকার নাগরিকদের গতিবিধি নজরবন্দি রাখতেই এই অ্যাপ এনেছে। সরকারি প্রোটোকলও বলছে, এই অ্যাপে রক্ষিত তথ্য নিয়মিত ৩০ দিনের বদলে ১৮০ দিন জমিয়ে রাখা হবে। করোনার মোকাবিলার প্রয়োজনে।

অবৈধ নির্দেশ

‘আরোগ্য সেতু’ অ্যাপ নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ মহুয়া মৈত্রের। আজ থেকে বিশেষ যাত্রিবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে। তার জন্য যাত্রীদের আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে রেল মন্ত্রক। কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের টুইট: এটা অবৈধ। কোনও আইনে অ্যাপ বাধ্যতামূলক করার কথা বলা নেই। ওই অ্যাপ ডাউনলোড না করলে জেল বা জরিমানার প্রস্তাব বেআইনি। আদালতে চ্যালেঞ্জ করা উচিত।

দেশের ছবি

সংবাদমাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবিটি। এক হাতে দড়ি ধরে ট্রাকে চড়ার চেষ্টা করছেন এক যুবক। তাঁর আরেক হাতে ঝুলছে ছোট্ট এক শিশু। নীচে দাঁড়িয়ে হাত তুলে শিশুটির পড়ে যাওয়া আটকানোর চেষ্টা করছেন এক মহিলা। তেলেঙ্গানায় আটকে-পড়া ঝাড়খণ্ডের শ্রমিক সবাই। বাড়ি ফিরতে মরিয়া। শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন নিয়ে কিছুই জানেন না এঁরা। বিশেষ বাসের ব্যবস্থাও হয়নি ওঁদের জন্য।

নজরকাড়া

মুখোশেই অভিজ্ঞান। দিল্লিতে এক পুলিশকর্মী। ছবি: পিটিআই

পথেই শেষ

পুণে-প্রয়াগরাজ শ্রমিক স্পেশ্যালে বাড়ি ফিরছিলেন ৩৪ বছরের অভিবাসী শ্রমিক অখিলেশ কুমার। ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের গোন্ডার বাসিন্দা অখিলেশ পুনেতে এক হোটেলে কাজ করতেন। তাঁর মরদেহ মধ্যপ্রদেশ পুলিশ নিয়ে গেছে ময়নাতদন্তের জন্য। তিনি কোভিড পজিটিভ ছিলেন কি না, জানা যায়নি। কিন্তু তাঁর সফরসঙ্গী শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগ বেড়েছে।

শিক্ষামূলক

সরকারে থাকার সুবিধে নিয়ে গুজরাটের ধোলকা বিধানসভা কেন্দ্রের ৪২৯টি পোস্টাল ব্যালট বাতিল করিয়েছিল বিজেপি। ৩২৭ ভোটে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী, এখন গুজরাটের শিক্ষামন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং চূড়াসামা। বেনিয়মের অভিযোগ তুলে আদালতে যান পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী অশ্বিন রাঠোর। তাঁর পক্ষেই গেল গুজরাট হাইকোর্টের রায়। বাতিল হল ধোলকার ভোট। বিপাকে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী।

করোনা ছাড়

করোনা-পরিস্থিতির বিচারে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলে আটক বন্দিদের ৫০ শতাংশকে জামিনে বা প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। কত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না-জানালেও বলা হয়েছে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কালো টাকা ধোলাই বা সংগঠিত অপরাধ-চক্র দমনে আনা আইনের আওতায় যারা বন্দি, তাদের রেহাই দেওয়া হবে না।

১৬ কোটির টিকিট বিক্রি করেছে রেল

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ১২ মে

রেলের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার ৮টি যাত্রিবাহী বিশেষ ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে রওনা হল। এইগুলি হল দিল্লি-বিলাসপুর, হাওড়া-নয়াদিল্লি, পাটনা-নয়াদিল্লি, নয়াদিল্লি-ডিব্রুগড়, নয়াদিল্লি-বেঙ্গালুরু, বেঙ্গালুরু-নয়াদিল্লি, মুম্বই সেন্ট্রাল-নয়াদিল্লি ও আমেদাবাদ-নয়াদিল্লি বিশেষ ট্রেন। রেল সূত্রের খবর, বিশেষ ট্রেনগুলিতে আগামী ৭ দিনের জন্য এখনও পর্যন্ত ১৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। সোমবার সন্ধে ৬টা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার মিনিট দশেকের মধ্যে অধিকাংশ ট্রেনের টিকিট বুক হয়ে যায়। আগামী কয়েক দিনে ১৫ জোড়া বিশেষ ট্রেনে ৮২,৩১৭ জন যাত্রী নিজেদের গন্তব্যে রওনা দেবেন।

এদিন বিকেল পৌনে ৪টে নাগাদ নিউ দিল্লি রেলস্টেশন থেকে বিলাসপুরের উদ্দেশে যাত্রিবাহী বিশেষ ট্রেন ছাড়ে। ট্রেন ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই যাত্রীরা রেলস্টেশনের সামনে ভিড় জমান। তবে, রাস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে গাড়ি না থাকায় ট্রেন ধরতে আসা যাত্রীদের অনেকেই দুর্ভোগে পড়েছেন। অনেকে হেঁটেই রেলস্টেশনে পৌঁছন। স্টেশনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্ক্রিনিং করা হয়। এদিন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, ‘স্টেশনে প্রবেশ থেকে যাত্রাপথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্ক্রিনিং-সহ সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সব যাত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে।’ আরপিএফের ডিজি অরুণ কুমার জানিয়েছেন, বিশেষ ট্রেনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে। সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যাত্রীদের ট্রেন ছাড়ার দেড় ঘণ্টা আগে স্টেশনে আসার জন্য আবেদন জানান তিনি। প্ল্যাটফর্ম টিকিট আপাতত নেই।

এদিকে, বিশেষ ট্রেনের যাত্রীদের আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করার নির্দেশ দিয়েছে রেল মন্ত্রক। স্টেশনে পৌঁছনোর পরও যদি দেখা যায় কোনও যাত্রীর আরোগ্য সেতু অ্যাপ নেই, তাহলে তাঁর মোবাইলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য অ্যাপ ডাউনলোড করে দেওয়া হবে। সোমবার রেল মন্ত্রক টুইট করে জানায়, ‘রেল যাত্রা শুরু হওয়ার আগে যাত্রীদের মোবাইলে বাধ্যতামূলকভাবে আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে।’ সবার হাতে কি স্মার্ট ফোন রয়েছে, যে ওই অ্যাপ ডাউনলোড করবে? এই প্রশ্নের জবাবে রেলের এক আধিকারিক জানান, তেমন হলে প্রত্যেকের বিষয়টি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে, রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনে যাত্রা করছেন, অথচ ফোন নেই এমন লোক কমই মিলবে। ওই আধিকারিক জানান, শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেনে আরোগ্য সেতু অ্যাপ বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

রেল মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, পয়লা মে থেকে এখনও পর্যন্ত দেশে ৫৭৫টি শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। ৪৬৩টি ট্রেন ইতিমধ্যেই নিজের গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে। ১১২টি ট্রেন গন্তব্যের পথে। সবচেয়ে বেশি ট্রেনের আবেদন করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ ২২১টি, বিহার ১১৭টি, মধ্যপ্রদেশ ৩৮টি, ওড়িশা ২৯টি ও ঝাড়খণ্ড ২৭টি শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন পেয়েছে। গতকালই এক নির্দেশিকায় রেল জানিয়েছে, শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেনের প্রত্যেক কামরায় যতগুলি বার্থ রয়েছে, ঠিক তত সংখ্যক যাত্রীকেই তোলা হবে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বিহারের আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি টুইটে লিখেছেন, রেলের তরফে বলা হয়েছে বিশেষ ট্রেনে ১,২০০ জনের পরিবর্তে সব ক’টি বার্থে যাত্রী বহন করবে। অর্থাৎ, এবার সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। এর ফলে কি করোনা সংক্রমণ বাড়ার সম্ভাবনা বেশি হবে না?

দিল্লি থেকে ট্রেন ছাড়ার আগে। মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

হাওড়ায় ট্রেন এল, গেল দিল্লিতে

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে এসে আটকে পড়েছিলেন, কেউ-বা ব্যবসার কাজে এসে আটকে পড়েছিলেন এ রাজ্যে। কেউ কেউ আবার অফিসের কাজে এসে প্রায় দু’মাস আটকে ছিলেন কলকাতায়। দীর্ঘ দিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। অবশেষে হাওড়া থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে বাড়ির পথে যাত্রা করতে পেরে বেজায় খুশি তাঁরা। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে দিল্লিগামী বিশেষ যাত্রিবাহী ওই বাতানুকূল ট্রেনটি ছেড়ে যায়। কিন্তু যাত্রীরা ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩ ঘণ্টা আগেই স্টেশনে চলে আসেন। আবার অনেক যাত্রীকে সকাল ১১টার আগেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যেতেও দেখা যায়।

এদিন স্টেশনের ভেতর ক্যাবওয়ে দিয়ে গাড়ি ঢোকানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। দূরত্ববিধি মেনে সারিবদ্ধ ভাবে হেঁটে স্টেশনে ঢুকতে হয়। ৮ ও ৯ নম্বর স্টেশনের মাঝে ক্যাবওয়ে রোডের গেট দিয়ে প্রবেশ করানো হয় যাত্রীদের। সেখানেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়। মোট ১,০২৮ জন যাত্রীকে ট্রেনে তোলা হয়। ট্রেনে ওঠার আগে সুমন তিওয়ারি নামে এক যাত্রী বললেন, ‘অফিসের ট্রেনিংয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। আচমকা লকডাউনে আটকে পড়ি। ফ্লাইট বাতিল হয়। ট্রেন চালুর খবর পেয়েই এক মুহূর্ত দেরি না করে টিকিট কাটি।’ নীতু সিং নামে আরেক যাত্রী বললেন, ‘দিদির বাড়ি বেড়াতে এসে কলকাতায় আটকে পড়েছিলাম। ট্রেন চালুর খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ফেরার টিকিট কেটে ফেলি।’ ওই ট্রেনের অন্য যাত্রী মনীষা জৈন বললেন, ‘আত্মীয়ের মৃত্যুর খবরে হাওড়ায় এসে মাস দুই আটকে পড়েছিলাম। শেষমেশ ট্রেন চালু হওয়ায় স্বামী, ছেলের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছি।’ এসএন বসু নামে আরেক যাত্রী ব্যবসার কাজে এসে কলকাতায় আটকে ছিলেন। তিনিও দিল্লিতে নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। চন্দ্রকান্ত ভাট নামে ট্রেনের আরেক যাত্রী অবশ্য কোনও রকম দূরত্ববিধি না মেনে সিট বুকিং করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এসি থ্রি-টিয়ার কামরায় একটি কুপের মধ্যেই ৬ জনকে পাশাপাশি বসতে হচ্ছে। এত দীর্ঘ সফরে এত ঘেঁষাঘেঁষি করে কেন বসার ব্যবস্থা?’ এদিকে, ট্রেন ছাড়ার আগে সকালে পুরো হাওড়া স্টেশন ও প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম ভাল ভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ট্রেনের প্রতিটি কামরাও জীবাণুমুক্ত করেন রেলকর্মীরা। ট্রেন ছাড়ার অনেকক্ষণ আগেই হাওড়া স্টেশনে এসে সমস্ত কাজের তদারকি করেন ডিআরএম ইশাক খান।

ওদিকে ভেলোর থেকে ১১২৬ জনকে নিয়ে হাওড়ায় এল বিশেষ শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সের ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোয় ট্রেনটি। ছিলেন সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া জেলা কংগ্রেস নেতা শুভ্রজ্যোতি দাস প্রমুখ। ছিল হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার ক্যাম্প। সেখানেই সংশ্লিষ্ট জেলার মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়। প্রত্যেকের হাতে প্রশাসন তুলে দেয় মিষ্টির প্যাকেট, পানীয় জলের বোতল। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর হাওড়া স্টেশন থেকেই বাসে করে তাঁদের নিজেদের জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়। হাওড়ায় ফিরে এসে যাত্রীরা বললেন, ‘ট্রেনের টিকিট এমনকী খাবারের কোনও টাকাও আমাদের দিতে হয়নি।’

অন্য দিকে, চেন্নাই ও ওড়িশায় বালেশ্বর থেকে বম্বে রোড ধরে হেঁটে বাড়ি-ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের বনমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জির উদ্যোগে গাড়িতে করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ডোমজুড়ের সলপ ১ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। চেন্নাই ও ওড়িশা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন এ রাজ্যের ৩৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন সলপের কাছে তাঁরা আসতেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা তাঁদের দেখতে পান। বিষয়টি জানতে পারেন স্থানীয় বিধায়ক ও বনমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। তিনি তক্ষুনি স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রধান দীপালি পণ্ডিতকে বলে পরিযায়ী শ্রমিকদের বসিয়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তৃণমূলের সলপ ১ নম্বর পঞ্চায়েত সভাপতি বিশ্বজিৎ পণ্ডিত জানান, ‘মন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই আমরা ওদের টিফিন ও দুপুরে ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। প্রথমে পাউরুটি, কলা ও ডিমসেদ্ধ দেওয়া হয়। দুপুরে সবাইকে বসিয়ে মাংস-ভাত খাওয়ানো হয়। এর পর থার্মাল গান দিয়ে পঞ্চায়েতের তরফে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বিকেলে দুটি গাড়িতে তুলে দিয়ে তাঁদের বর্ধমানের মেমারি ও জামালপুরের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।’ এ রাজ্যে এরকম ব্যবস্থা দেখে আপ্লুত পরিযায়ী শ্রমিকেরা বললেন, ‘সলপের মানুষ যেভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তা সত্যিই অকল্পনীয়।’

হাওড়া থেকে দিল্লির পথে। মঙ্গলবার। ছবি: কৌশিক কোলে

করোনা-যুদ্ধে জয়ী আমেরিকা! নিজের পিঠ চাপড়ালেন ট্রাম্প

পিটিআই
ওয়াশিংটন, ১২ মে

সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার দু’দিক থেকেই বিশ্বে একনম্বর। অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক। তা সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, তাঁর দেশ নাকি করোনা-যুদ্ধে জিতেছে! হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতেও সক্ষম হয়েছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প জানিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাঁর প্রশাসন। আমেরিকার ওপর যে বিরাট ভার ছিল, তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাই নিয়ে টুইটার দুনিয়া শোরগোল। ২০০৩ সালে জর্জ ডব্লিউ বুশের অতি বিখ্যাত ‘মিশন অ্যাকমপ্লিশড’ স্লোগানের সঙ্গে চলছে তুলনা। ইরাক অভিযানের ‘সাফল্যের’ বড়াই করেছিলেন বুশ। যদিও তার পরের কয়েক বছর ধরে বুশ সরকারকে ভুগিয়েছে ইরাক যুদ্ধ।

আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার আক্রান্তের সংখ্যা এখন ১৩,৪৭,৩৮৮। মৃত ৮০,৩৯৭। এছাড়া খোদ হোয়াইট হাউস যাদের ওপর ভরসা করে সেই ‘ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ফর হেলথ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট’-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগস্টের গোড়ার দিকে আমেরিকার মৃত্যু সংখ্যা ১,৩৭,০০০ ছোঁবে। সে প্রসঙ্গে ট্রাম্পের উক্তি, ‘ওদের অনেক মডেলই ভুলভাল। সারা দেশে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে।’ দৈনিক মৃত্যুর হার কিছু কমেছে ঠিকই। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ও আশাবাদী যে আগস্টের শেষে মৃত্যুর হার কমবে। তবে চিন্তা রাখছে সংক্রমণ বৃদ্ধির হার। শুধু রবিবারই ২০ হাজার মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত সপ্তাহে ১ কোটি পরীক্ষা হয়েছে আমেরিকায়। ট্রাম্পের বাগাড়ম্বর, এত পরীক্ষা কোনও দেশে হয়নি। যদিও পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকার চেয়ে বেশি পরীক্ষা হয়েছে ইতালি, জার্মানি, কানাডায়। ট্রাম্প বারবার বলছেন, মার্কিনিরা চাইলেই পরীক্ষা করাতে পারেন। বাস্তব চিত্র হল, মাত্র ৩ শতাংশ মার্কিনিরই পরীক্ষা হয়েছে। এবং উপসর্গ দেখা দিয়েছে, এমন মানুষেরই পরীক্ষা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর হার নিউ ইয়র্কে। জুন অবধি সেখানে লকডাউন বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শহরের মেয়র বিল দ্য ব্লাসিও। যদি নিউ ইয়র্ক রাজ্যের তিনটি অঞ্চল খোলা থাকবে।

মহামারীতে ২৬ হাজার সহ-নাগরিককে হারিয়ে নিউ ইয়র্কবাসী ক্ষুব্ধ। শহরের বিখ্যাত টাইমস স্কোয়্যারে একটি বিলবোর্ড বসেছে। তাতে আমেরিকার সেই সব হতভাগ্য করোনা রোগীর সংখ্যা দেখানো হচ্ছে, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, অথচ চেষ্টা করলে বাঁচানো যেত। বিলবোর্ডের স্রষ্টা, চলচ্চিত্র নির্মাতা ইউজেনি জারেকির বক্তব্য, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ব্যবস্থা নিলে ওই রোগীরা হয়তো বাঁচতেন। ওই বিলবোর্ডের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ট্রাম্প ডেথ ক্লক’। গতকাল ওই বিলবোর্ডে বয়ান ছিল, করোনায় আমেরিকায় ৮০,০০০-এর বেশি মৃতের মধ্যে ৪৮,০০০-এর বেশি রোগীকে চেষ্টা করলেই বাঁচানো যেত।

হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

মানুষের মত চান কেজরি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ মে

করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউন বাড়ানো উচিত, নাকি এবার সময় এসেছে প্রত্যাহারের? এই বিষয়ে রাজধানীর মানুষ কী ভাবছেন, তা বুঝতে তাঁদের মতামত চাইলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কাল, বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে রাজ্যবাসীকে মতামত পাঠানোর জন্য আবেদন করেছেন কেজরিওয়াল। এজন্য চালু করেছেন একটি টোল ফ্রি নম্বর, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এবং মেল আইডি।

গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করেন। ওই বৈঠকে বেশ কয়েকটি রাজ্য লকডাউন চালু রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। আবার বেশ কিছু রাজ্য লকডাউন শিথিল করার দাবি জানায়। রাজ্যগুলিকে ১৫ মে-র মধ্যে বক্তব্য জানাতে বলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীকে নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর আগে দিল্লিবাসীর মতামত জানতে চাইলেন কেজরিওয়াল। রাজধানীতে অবশ্য করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিনে কেজরিওয়াল একাধিকবার বলেছেন, ‘করোনাকে সঙ্গে নিয়েই বাঁচতে হবে।’ এমনকী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে দিল্লির কন্টেনমেন্ট জোনগুলি বাদে বাকি জায়গায় দোকানপাট খুলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরুর আবেদন জানান কেজরিওয়াল। এদিকে, দিল্লিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৬৩৯। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪০৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। সব মিলিয়ে দিল্লিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬। এখনও পর্যন্ত সুস্থ ২,৫১২ জন।

করোনার প্রকোপ বুঝতে শুরু হচ্ছে সেরো সার্ভে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ মে

করোনার গতিবিধি ও ব্যাপকতা বুঝতে দেশের নির্বাচিত কিছু জেলায় জনসংখ্যাভিত্তিক সেরো সার্ভে করবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সোমবার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জেলা স্তরে করোনার প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে মুখ বা নাক থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আরটি-পিসিআর টেস্ট করা হবে। এভাবে শরীরে অ্যান্টিবডি আছে কিনা তা বোঝা যায়। শুধু তাঁদের শরীরেই অ্যান্টিবডি থাকে যাঁরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বা হয়েছেন। যৌথভাবে এই সমীক্ষা চালাবে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা আইসিএমআর ও এনসিডিসি। মন্ত্রক জানিয়েছে, করোনা রোগী চিহ্নিত করতে নিয়মিত টেস্টিংয়ের পাশাপাশি বাছাই করা কিছু জেলায় সেরোলজিক্যাল টেস্টিংয়ের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত সমীক্ষা চালানো হবে। বলা হয়েছে, দেশের প্রতিটি জেলায় পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। জোন অনুযায়ী নমুনার সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।

এদিকে, লকডাউন চলাকালীন দেশে হু-হু করে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। তবে ধীরে ধীরে বাড়ছে সুস্থ হওয়ার হারও। মঙ্গলবারের হিসেব অনুযায়ী, দেশে করোনা থেকে সেরে ওঠার হার ৩১ শতাংশের বেশি। গোটা দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭০,৭৫৬ জন। তবে মোট আক্রান্ত বাড়লেও সোমবারের তুলনায় পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সংখ্যাটা কিছুটা কমেছে। সোমবার ৪,২১৩ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন, যা ছিল এ যাবৎ সর্বাধিক। তারপর গত ২৪ ঘণ্টায় সংখ্যাটা কিছুটা কমে হয়েছে ৩,৬০৪। তবে লকডাউন চলাকালীন যে হারে আক্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে, তারপর লকডাউনের কড়াকড়ি যদি শিথিল করা হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলে আন্দাজ করছেন অনেকেই। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ২,২৯৩ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৮৭ জন। ওদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত গোটা দেশে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২২,৪৫৫ জন করোনা রোগী। শেষ একদিনে বাড়ি ফিরেছেন ১,৫৩৮ জন। সুস্থতার হার এখন ৩১ শতাংশের বেশি।

এদিকে, দেশের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যানে প্রথম স্থানে থাকা মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৪০১। মারা গেছেন ৮৬৮ জন। সুস্থ হয়েছেন ৪,৭৮৬ জন। মহারাষ্ট্রের পরেই রয়েছে গুজরাট। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৮,৫৪১, মৃত ৫১৩ জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু। সেখানে আক্রান্ত ৮,০০২ জন। মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জনের। চতুর্থ স্থানে রয়েছে রাজধানী দিল্লি। এখানে আক্রান্ত ৭,২৩৩। মৃত ৭৩ জন।

> **সেরোলজিক্যাল টেস্টিংয়ের মাধ্যমে শরীরে অ্যান্টিবডি আছে কিনা তা বোঝা যায়। শুধু তাঁদের শরীরেই অ্যান্টিবডি থাকে, যাঁরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বা হয়েছেন। মুখ বা নাক থেকে লালারস সংগ্রহ করে এই টেস্ট করা হয়।**

আশার আলো ভারতই!

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১২ মে

বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় ভারত কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ভাল সামলেছে। আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যু কম রাখতে পেরেছে। বললেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র মুখ্য বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন। করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারেও যে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, এ ব্যাপারেও তিনি আশাবাদী। তবে তিনি সতর্ক করেছেন, এখনও অনেক মাস, সম্ভবত বেশ কিছু বছর করোনা সংক্রমণের আশঙ্কার মোকাবিলা করে যেতে হবে। কারণ প্রতিষেধক আবিষ্কার বা সফল পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়, সেই ওষুধ তৈরি করা, বিভিন্ন দেশের পক্ষে সে ওষুধ জোগাড় করা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে সেই প্রতিষেধক দেওয়া— পুরো ব্যাপারটাই সময়সাপেক্ষ।

১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে এক অনলাইন ভাষণে আইসিএমআর-এর প্রাক্তন প্রধান সৌম্যা স্বামীনাথন বলেন, ‘আমি ভারতের (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) মন্ত্রী এবং তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাতে চাই। তাঁরা সফল ভাবে ভারতে করোনা-সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন। সংক্রমণের হার এবং মৃত্যু, দুই-ই অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। তবে আমরা সবাই জানি যে, এটা একটা ম্যারাথন দৌড়ের মতো। আরও অনেক মাস, সম্ভবত আরও অনেক বছর ধরে আমাদের করোনা-সংক্রমণের মোকাবিলা করে যেতে হবে।’

২৫০ মৃত্যু বাংলাদেশে, বাজার-দোকান খুলতেই ঢল নামল ঢাকায়

সমীর দে
ঢাকা, ১২ মে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বাংলাদেশে প্রথম মৃত্যুর পর দু’মাস পার হওয়ার আগেই মৃতের সংখ্যা ২৫০-য় পৌঁছোল। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দেশে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬,৬৬০ জন। আর আক্রান্তদের মধ্যে আরও ১১ জন গত এক দিনে মারা গেছেন।

এদিকে গত ১০ মে থেকে সারা দেশে বাজার-দোকান খুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও ঢাকা শহরের বড় শপিং মলগুলো বন্ধ। তবে ছোট বাজারগুলি খুলে দেওয়ায় রাস্তায় এখন মানুষ আর মানুষ। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তবুও লকডাউন বলে কিছু নেই। সরকারি ছুটি আপাতত ১৬ মে পর্যন্ত রয়েছে। আগামী ইদ পর্যন্ত এই ছুটি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

করোনার কোনও ধরনের উপসর্গ থাক আর না-থাক, নেগেটিভ রিপোর্ট ছাড়া রোগীকে দেখছেন না কোনও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। আর পজিটিভ রিপোর্ট ছাড়া করোনার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলি ভর্তি করছে না। ফলে করোনা পরীক্ষা করানোর আগেই হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে মারা যাচ্ছেন রোগীরা। করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিশাল জটিলতা। কোথায় গেলে পরীক্ষা হবে, অনেকেই জানেন না। আবার দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর বলা হচ্ছে, আজ হবে না। কেউ পরীক্ষার সুযোগ পেলেও, রিপোর্ট পেতে লাগছে ৫/৬ দিন। ফলে রিপোর্ট আসার আগেই মারা যাচ্ছেন বিনা চিকিৎসায়। সর্বশেষ অন্তত ২০টি হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গৌতম আইচ সরকার। তাঁর মেয়ে ডা. সুস্মিতা আইচ বলেন, শ্বাসকষ্ট থাকায় কোনও হাসপাতাল ভর্তি করেনি তাঁর বাবাকে। করোনার জন্য নির্ধারিত সরকারি হটলাইনে সেবা দিয়ে যাওয়া এই চিকিৎসক জানিয়েছেন, নিজে ডাক্তার হয়েও বাবার কোনও চিকিৎসা তিনি করতে পারলেন না। অথচ তাঁর বাবা ছিলেন কিডনির রোগী।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা বলেন, বাংলাদেশে করোনা-আক্রান্ত প্রথম রোগীর খোঁজ মেলে ৮ মার্চ। তার ১০ দিনের মাথায়, ১৮ মার্চ ঘটে প্রথম মৃত্যু। মৃত্যুর দু’মাস পূর্ণ হওয়ার ৬ দিন আগেই মৃত্যু-সংখ্যা ২৫০ ছুঁল।

খুলেছে দোকানপাট। চলছে জীবাণুমুক্তির কাজ। ছবি: এএফপি

আরও খবর

ফেরানো হল ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের

লকডাউনের কারণে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মোট ২২ জন শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছেন হাবড়া থানার পূর্ব ডহরথুবা এলাকার একটি চানাচুর তৈরির কারখানায়। তাঁরা বহুদিন ধরেই কাজ করেন এই কারখানায়। তবে লকডাউনের কারণে এই শ্রমিকদের আটকে পড়ার খবর পেয়ে সোমবার রাতে চানাচুর কারখানার মালিকের বাড়িতে হাজির হন হাবড়া থানার আইসি গৌতম মিত্র এবং হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও শুভ্র নন্দী। শ্রমিকেরা জানান, তাঁরা বাড়ি ফিরতে চান। প্রশাসন তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করেন।

বিনামূল্যে বাজার

বিনা পয়সার সবজি বাজারে সকাল থেকেই মানুষের লাইন। লকডাউনে বহু মানুষ রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন। রেশনে পর্যাপ্ত চাল, আটা পেলেও সবজি-সহ রান্নার অন্যান্য সামগ্রী জোগাড় করা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এ কথা মাথায় রেখে বসিরহাটে কয়েকটি ওয়ার্ডে ফ্রি সবজি বাজার খুলে এলাকাবাসীদের হাতে বিনামূল্যে টাটকা সবজি তুলে দিচ্ছে তৃণমূল কর্মীরা।

নজরকাড়া

পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ থেকে মরা মাছ তুলে ফেলা হচ্ছে। ছবি: দীপেন গুপ্ত

মরা মাছ

সাতসকালেই পুরুলিয়ার জাতীয় সরোবর সাহেববাঁধে প্রচুর ছোট-বড় মরা মাছ ভেসে উঠল। গোটা সাহেববাঁধ প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার চারিদিক। মঙ্গলবার সকালে দেখা যায় গোটা এলাকা জুড়েই মাছ বাঁধের পাড়ে ভেসে ওঠে। প্রাতর্ভ্রমণে আসা মানুষজন বিস্মিত। কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

বিনামূল্যে ১০ দিন

মঙ্গলবার থেকে শুরু হল বিনামূল্যের বাজার। চলবে ১০ দিন। কল্যাণী পুরসভা ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে এই বাজার চলবে। কল্যাণীর তৃণমূলের শহর সভাপতি অরূপ মুখার্জি জানান, এতদিন চাল-ডাল-তেল দেওয়া হয়েছে। এখনও তা দেওয়া হচ্ছে। অভাব পড়ছিল সবজির। তাই আজ থেকে বিনামূল্যের সবজি বাজার শুরু হল।

দু'লাখি ভাড়া

২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা খরচ করে চেন্নাই থেকে বাড়ি ফিরলেন নন্দীগ্রাম ও চণ্ডীপুরের ২৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক। জনপিছু ৮ হাজার টাকা বাস ভাড়া দিয়ে মঙ্গলবার সকালে মেচেদা এসে পৌঁছন ওই ২৮ জন শ্রমিক। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় সেখানে। এরপরই বাড়ি রওনা দেন তাঁরা।

সেবিকাদের স্যালুট

কালোজিরে, দেশলাই কাঠি আর মুসুর ডাল দিয়ে পোস্টার বানিয়ে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে গোটা দুনিয়ার সেবিকাদের স্যালুট জানালেন মেদিনীপুরের শিল্পী নরসিংহ দাস। তাঁর তৈরি পোস্টারে একদিকে রয়েছে পৃথিবীর ছবি, অন্যদিকে সেই পৃথিবী রক্ষার দায়িত্বে দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্ম পরিহিত কর্তব্যরত এক নার্স।

স্বাস্থ্যই সম্পদ

লকডাউনের জেরে শরীরচর্চা বন্ধ। এর জন্য বরাদ্দ টাকায় দুঃস্থদের দুধ, হেলথ ড্রিঙ্কস, খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলেন মেদিনীপুর পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সম্পাদক পিন্টু দাস জানান, মঙ্গলবার তাঁরা ২৩৫ জনের হাতে এ সব তুলে দিয়েছেন।

করোনা-যোদ্ধা

সাঁতুড়িকে বুকে আগলে রেখেছেন তরুণ বিডিও

মাস্ক তৈরি দেখছেন সাঁতুড়ির বিডিও পীযূষ ভগবানরাও সালুঙ্কে। ছবি: প্রতিবেদক

দীপেন গুপ্ত

পুরুলিয়া, ১২ মে

করোনা মোকাবিলায় পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা একটি দল গড়ে কাজ করছেন। সেই দলে বিশেষ ভূমিকায় আছেন প্রতিটি ব্লকের বিডিও। জেলার ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা ব্লক পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি। এখানকার বিডিও হয়ে এসেছেন মহারাষ্ট্রের পুনের বাসিন্দা (আইএএস) পীযূষ ভগবানরাও সালুঙ্কে। পীযূষ দৌড়ে বেড়াচ্ছেন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম। এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন, কম বয়সি এই বিডিও তাঁদের আগলে রেখেছেন অভিভাবকের মতো। পীযূষ ২০১৮-র ব্যাচের আইএএস। পাশ করার পর সাঁতুড়িতেই প্রথম পোস্টিং। যদিও এসডিও হিসেবে তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাজ শেখার জন্য তিনি প্রথমে বিডিও হতে চান। বাড়িতে আছেন বাবা-মা ও ছোট বোন।

রেশন থেকে ভাতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধে মানুষ পাচ্ছেন কিনা দেখতে তিনি যেমন গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, তেমনই করোনার সংক্রমণ এড়াতে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন মাস্ক ও স্যানিটাইজার। এক দণ্ড নিস্তার নেই। ছুটে বেড়াচ্ছেন চরকির মতো। করোনার জেরে সারা দেশব্যাপী চলছে লকডাউন। আর লকডাউনে গৃহবন্দি মানুষের জীবনযাপনেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মানুষ যাতে অনাহারে না থাকে, তাই রাজ্য সরকার বেশ কিছু প্রকল্প এনেছে। সেই সব সরকারি প্রকল্পের সাহায্য মানুষের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে কিনা তা নিয়ে সজাগ দৃষ্টি পীযূষের। এর পাশাপাশি রয়েছে ব্লকের অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে মিটিং, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স, ব্লকের পঞ্চায়েতের প্রধানদের সঙ্গে সমন্বয়।

এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি খোঁজ নিচ্ছেন কেউ সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত রয়েছেন কিনা। রেশন বণ্টন এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পরিমাণ মতো খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছেন কিনা তা জানতে চাইছেন। কেউ লকডাউন অমান্য করছেন কিনা তা দেখতে বেরিয়ে পড়ছেন। পীযূষের কথায়, 'সারা জেলার চিকিৎসক, নার্স-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী, ব্যাঙ্ককর্মী, পুলিশকর্মী এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তৈরি করছেন মাস্ক ও ফেসশিল্ড। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টায় সাঁতুড়ি কৃষক বাজারে তৈরি হচ্ছে এই ফেসশিল্ড এবং মাস্ক। তাঁরা ভাল কাজ করছেন। সবাইকে নিয়ে কাজ করার একটা আনন্দ আছে।' পুরুলিয়ার জেলাশাসক রাহুল মজুমদার বলেছেন, ফেসশিল্ড এবং মাস্ক তৈরির বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন সাঁতুড়ির বিডিও। তাঁরা প্রতিদিন প্রায় ১০০টি ফেসশিল্ড ও ৫০০টি মাস্ক তৈরি করছেন।

বিজেপি সাংসদের নাম বিপিএল তালিকায়, রেশন তোলার অভিযোগ

পবিত্র মোহান্ত

বালুরঘাট, ১২ মে

বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদের নাম বিপিএল তালিকায়! বিপিএল না হওয়া সত্ত্বেও বিপিএল সমমর্যাদার কার্ড রাখার অভিযোগে সাংসদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। নিজে রেশন না তুললেও তাঁর বাড়ির পরিচারিকা নিয়মিত ওই কার্ডে রেশন তুলতেন বলে অভিযোগ।

তৃণমূলের আই টি সেলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আনার পর দিশেহারা বিজেপি। যদিও সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বিষয়টির দায় খাদ্য দপ্তরের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তিনি জানান, নিজে রেশন তোলেন না বলে বিষয়টি জানা ছিল না। নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেই অনলাইনে ভুল রেশন কার্ড বাতিল করে সঠিক রেশন কার্ড দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি দেবাশিস মজুমদার বলেন, 'সুকান্তবাবু নিজে একজন সাংসদ ও অধ্যাপক, স্ত্রী শিক্ষিকা, বাবা-মা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, তবুও বিপিএল তালিকায় নাম বা বিপিএল সমমর্যাদার এসপিএসএসের আওতায় দীর্ঘদিন রেশন নিচ্ছেন কেন?' সাংসদ জানতেন না বলে যা বলা হচ্ছে তা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে তিনি জানান। এ নিয়ে প্রশাসনিক তদন্ত দাবি করেছে তৃণমূল।

সুকান্ত মজুমদার। ফাইল ছবি

সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের গোয়েন্দাগিরি করার দরকার নেই। আমাদের আগে এপিএল কার্ডই ছিল। বছর কয়েক আগে খাদ্য দপ্তর থেকে ভুল করে এসপিএইচএইচ কার্ড করে দিয়েছিল। আমি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কর্মসূত্রে বাইরে থাকতাম। আমার রেশন কার্ডের কখনও দরকারই পড়েনি। তবে আমার বাবা-মা ওই কার্ড সংশোধনের জন্য বহুবার খাদ্য দপ্তরে ঘোরাঘুরি করেও আবেদনপত্র জমা পর্যন্ত করাতে পারেননি। এরপর থেকে ওই কার্ড দিয়ে বাড়ির কাজের মহিলা ও কলমিস্ত্রি পালা করে রেশন তুলত।'

কেরল থেকে ডোমকলে এল শ্রমিকের দেহ

প্রদীপ দে

বহরমপুর, ১২ মে

বাড়ি ফিরতে চেয়ে হাহুতাশ করে ডোমকলের শ্রমিক ২২ বছরের আশিক ইকবাল মণ্ডল কেরলেই গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। সেই আশিক বাড়ি ফিরলেন, তবে কফিনে ঢাকা প্রাণহীন দেহ হয়ে। মঙ্গলবার দুপুরে দাদার মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ভাই আনোয়ার। আনোয়ারও দাদার সঙ্গে কেরলে ইটভাটায় কাজ করতেন। কেরলের এর্নাকুলাম জেলার কডনরে ৪ মাস আগে ডোমকল, রানিনগরের ৩৪ জন শ্রমিক কাজ করতে যান। কিন্তু লকডাউনে আটকে পড়েন। কাজ বন্ধ। হাতের টাকা শেষ। দু'দুবার ফেরার টিকিট কেটেও ট্রেনে উঠতে পারেননি। দেখেন চোখের সামনে দিয়েই এলাকার লোকজন বাড়ি চলে গেলেন। চরম হতাশায় শনিবার গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন আশিক।

কেরল থেকে ডোমকলে মৃতদেহ কীভাবে আনা যাবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় মৃতের পরিবার। এমতাবস্থায় এগিয়ে আসে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন। রবিবার আশিকের মৃতদেহ নিয়ে রওনা দেন মৃতের ভাই আনোয়ার। আনোয়ার বলেন, 'দাদা বাড়ি এল, কিন্তু কফিনবন্দি হয়ে। আমিও বাড়ি ফিরলাম দাদার মৃতদেহ নিয়ে। এর থেকে কষ্ট আর কী হতে পারে।' ডোমকলের তৃণমূল নেতৃত্ব মৃতের পরিবারের পাশে থাকার কথা বলেছে। ব্লক নেতা কামরুজ্জামান বলেছেন, 'যে কোনও ধরনের সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।' মঙ্গলবারই কবর দেওয়া হয় আশিককে।

করোনা ভয় সরিয়ে মানবিক ডাক্তার

আজকালের প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে

চিকিৎসক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে করোনার মোকাবিলা তো করছিলেনই, কিন্তু সেটা যদি হয় পেশাগত দায় তবে অভুক্ত শ্রমিকদের মুখে খাবার তুলে দেওয়াটা অবশ্যই মানবিকতার টানে। পেশার থেকেও পরপর তেমনই দুটি ঘটনার সাক্ষী আলিপুরদুয়ার। দুটি ক্ষেত্রে চিকিৎসক একজনই। আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ ভাস্কর সেন।

প্রথম ঘটনা ৪ মে-র। সেদিন একটি কোয়ারেন্টিন সেন্টার পরিদর্শনে গিয়ে মাত্র ৩ বছরের একটি মেয়েকে নিজের আবাসনে এনে নিজে রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেদিন রাতে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে শিশুকন্যাকে নির্দিষ্ট খাবার দেওয়া হয়েছিল। তবে ডাক্তারবাবু বুঝেছিলেন মেয়েটি তা খেতে পারছিল না। তাই এগিয়ে আসেন তিনি। পরের ঘটনাটি সোমবার রাতের। শিলিগুড়ি থেকে হেঁটেই অসমে রওনা দেয় ৯ জন শ্রমিকের একটি দল। আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়িতে তাঁদের আটকায় পুলিশ। সকলেই অভুক্ত ছিলেন। খবরটা শুনেই নিজের ডিউটি শেষ করেই ছুটেছিলেন ভাস্করবাবু। করোনার মতো একটি সংক্রমক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসকদের যেখানে চরম সতর্ক থাকতে হচ্ছে, সেখানে নিজের কথা চিন্তা না করে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ কুমার শর্মা, উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী দু'জনেই এদিন প্রশংসা করেছেন ভাস্করবাবুর।

এদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণকুমার শর্মা জানান, আলিপুরদুয়ার জেলার ভেতর সংগ্রহ করা লালারসের পরীক্ষা জেলাতেই হবে। ফালাকাটা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ট্রুনাট মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে। মেশিন অপারেট করার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

লকডাউন ভঙ্গকারীদের দিয়েই প্রচার সচেতনতার

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মন্তেশ্বর, ১২ মে

অভিনব 'শাস্তি' মন্তেশ্বরের পুলিশের। লকডাউন ভঙ্গকারীদের দিয়ে প্রচার লকডাউন সচেতনতার। এমন সবক শেখানোর বিধানে একদিকে এলাকার মানুষের সাধুবাদ জুটছে। অন্যদিকে লকডাউন অমান্যকারীরা এই শাস্তিতে আর লকডাউন না-ভাঙার শপথ নিচ্ছেন।

রোজ মন্তেশ্বর থানা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পুলিশ মোতায়েন থাকছে। করোনা সংক্রমণ রুখতে ধারাবাহিক সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও যাঁরা বিধি ভেঙে মাস্ক না পরে বেরোচ্ছেন, মোটরবাইকে গাদাগাদি করে চড়ছেন, সামাজিক দূরত্বকে থোড়াই কেয়ার করছেন, তাঁদের দিয়েই ঠায় রোদে দাঁড় করিয়ে লকডাউনের শর্ত মানার জন্য সচেতনতা প্রচার করাচ্ছে পুলিশ। পুলিশের এহেন অভিনব শাস্তির কবলে পড়া রাউতগ্রামের যুবক সঞ্জয় দাস বলেন, 'তিনজনে মিলে মোটরবাইকে যাচ্ছিলাম। ঠিক করিনি। এটা ঠিক নয়, সেই প্রচারই করলাম। পুলিশকর্মীরা যেভাবে দিনের পর দিন রোদে দাঁড়িয়ে প্রচার করছেন, তা একদিন করে দেখলাম কতখানি কষ্ট সহ্য করছেন তাঁরা। এবার থেকে আমিও এলাকায় লকডাউনের শর্ত মানার ব্যাপারে প্রচার করব।' মন্তেশ্বরের ওসি সৈকত মণ্ডল বলেন, 'নিজের ভালর জন্যই লকডাউনের বিধি মানতে হবে। এটাই জনগণকে বারবার বোঝাচ্ছি।' শুধু বোঝানোই নয় সৈকতবাবুর নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা লকডাউনে ঘরবন্দি দুঃস্থদের জন্য খাবার বিলি করছেন। যাঁদের রেশন কার্ড নেই বা ফুড কুপন জোটেনি, তাঁদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করেছেন। দ্রুত যাতে রেশন কার্ড পান, তার প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করছেন। চার দেওয়ালে বদ্ধ শিশুদের বিনোদনের জন্য অনলাইনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। লোভনীয় উপহার দিয়েছেন। এভাবেই নরমে-গরমে করোনাকে কাবু করতে তৎপর মন্তেশ্বরের পুলিশকর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বিকৃত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায়, ধৃত ২

অম্লানজ্যোতি ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে

মুখ্যমন্ত্রীর বিকৃত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ফালাকাটায় গ্রেপ্তার হলেন দু'জন। ধৃত দুই ব্যবসায়ীর নাম রামকৃষ্ণ সাহা ও চন্দন সাহা। ফেসবুকে নোংরা পোস্টটি দেখেই ফালাকাটা থানায় সরাসরি অভিযোগ দায়ের করেন যুব তৃণমূল নেতা গদাই দে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, অসমের গুয়াহাটির বাসিন্দা রবীন্দ্র রায়ের করা একটি কুৎসিত পোস্ট শেয়ার করেছিলেন দুই ব্যবসায়ীর একজন। অন্য ব্যবসায়ী তাতে মন্তব্য করেছিলেন।

জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি বলেন, 'আগামিকাল দু'জনকেই আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে। গোটা ঘটনার পেছনে ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সকলের কাছে আমাদের আবেদন সচেতনভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকুন।'

গদাই দে বলেন, 'কোনও সভ্য সমাজে কেউ এমন কাজ করতে পারে বলে মনে হয় না।' তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'এদের মানুষ বলতেও আমার আত্মসম্মানে বাধে। মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা তাও ভুলে গেছে এরা। আইটি আইনে যে সর্বোচ্চ শাস্তি রয়েছে সেটাই চাইছি আমরা।' জানা গেছে, অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণিত হলে আইনে সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড হতে পারে। উল্লেখ্য, লকডাউনের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলা সদরে এক অবসরপ্রাপ্ত মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বীরপাড়া লাগোয়া এথেলবাড়ি থেকে এক ব্যবসায়ীও গ্রেপ্তার হন।

মমতার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য, গ্রেপ্তার যুবক

আলোক সেন

বাঁকুড়া, ১২ মে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, যুব তৃণমূল সভাপতি ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ও তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যের নামে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। নাম বলরাম প্রামাণিক। বাড়ি বড়জোড়া থানার পখন্না গ্রামে। সোমবার বড়জোড়া থানায় তার বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ জমা পড়ে। প্রথম অভিযোগটি করেন বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি অলোক মুখার্জি।

তিনি অভিযোগে বলেছেন, ওই ব্যক্তি কুরুচিকর মন্তব্য ছাড়াও কুৎসা, অপপ্রচার ছড়ানোর জন্য ফেসবুকে একটি ভিডিও আপলোড করেন যা অত্যন্ত আপত্তিকর। তিনি ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ বড়জোড়া থানায় জমা দেন তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদ সদস্য সুখেন বিদ। তাঁর অভিযোগ, ওই ব্যক্তি এমন সব মন্তব্য করেছেন যা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে ও সমাজে অশান্তি ছড়াতে পারে। হতে পারে আইনশৃঙ্খলার অবনতিও। তাই তিনিও ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সোমবার রাতেই বলরামকে গ্রেপ্তার করে। অলোকবাবু বলেন, ওই ব্যক্তি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আইটি সেলের কর্মী বলে তিনি শুনেছেন। এই বিষয়টি তিনি জানতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ বড়জোড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি আশাবাদী, ওই ব্যক্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে।

শ্রমিক দম্পতিকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরাল প্রশাসন

নিরুপম সাহা

হাবড়া, ১২ মে

রেললাইন ধরে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ পরিযায়ী শ্রমিক দম্পতিকে উদ্ধার করে সুস্থ করে একমাসের খাবার দিয়ে তাঁদের গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করল হাবড়া প্রশাসন। বারাসতের বামনগাছি এলাকার বাসিন্দা অরুণাভ জানা এবং তাঁর স্ত্রী মিনতি জানা একটি সংস্থার হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রঙের কাজ করেন। মাস চারেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই দম্পতি বিভিন্ন জেলায় কাজ করে শেষে গাইঘাটার চাঁদপাড়া এলাকায় কাজ শুরু করেন। আর তার চারদিন পরেই লকডাউন শুরু হয়ে যায়। ফলে সেখানেই আটকে পড়েন এই দম্পতি। এই অবস্থায় সোমবার সকালে বনগাঁ-শিয়ালদা রেললাইন ধরে হাঁটতে শুরু করেন। সন্ধের পর তাঁরা হাবড়া থানা এলাকার গোয়ালবাটি এলাকায় এসে অসুস্থ হয়ে রেললাইনের ওপরে শুয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাবড়া থানার পুলিশ। শ্রমিক দম্পতিকে নিয়ে যাওয়া হয় হাবরা হাসপাতালে। কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তাঁদের খাবার দেওয়া হয়।

দুই শিশুপুত্র সামলে করোনা-যুদ্ধে নির্ভীক নার্স

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সিউড়ি, ১২ মে

বাড়িতে রয়েছে ২ শিশুপুত্র। কিন্তু নিজের শিশুপুত্রদের সুরক্ষার কথা ভেবে করোনার সঙ্গে আপস করতে তিনি নারাজ। করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একেবারে সামনে থেকে লড়ছেন তিনি। আপসহীন মানসিক শক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি এই কঠিন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। আর সাহস জুগিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন আইসোলেশন ওয়ার্ডে কর্তব্যরত সহকর্মীদেরও। করোনার বিরুদ্ধে জয় আসবেই। মঙ্গলবার বিশ্ব নার্স দিবসে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে করোনার আইসোলেশন ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের ডেপুটি নার্সিং সুপার জয়শ্রী ঘোষের কথায় ফুটে উঠল এমনই হার-না- মানা প্রত্যয়।

সরকারি আবাসনে পরিচারিকার জিম্মায় ২ শিশুপুত্রকে রেখে দেড় মাস ধরে হাসপাতালে রোজ আইসোলেশন ওয়ার্ডে ৮-৯ ঘণ্টা ডিউটি করছেন তিনি। তাঁর এক শিশুপুত্রের বয়স মাত্র ১ বছর ১ মাস। আর বড় পুত্রের ৮ বছর। স্বামী ডাঃ পঙ্কজ ঘোষ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সিউড়ির সরকারি আবাসনে ২ শিশুপুত্রকে নিয়ে জয়শ্রী একাই থাকেন।

দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে নার্স জয়শ্রী ঘোষ। ছবি: প্রতিবেদক

হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে এতক্ষণ ডিউটি করে বাড়ি ফেরার পর দুধের শিশুকে কোলে তুলে নিতে ভয় লাগে না? জয়শ্রীর উত্তর, 'আমরা এটাকে মেনে নিয়েছি। করোনার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের এখন চালিয়ে যেতে হবে। কোনও রকম ভয় পেলে হবে না।' জয়শ্রী জানালেন, 'হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর ১ বছরের শিশুপুত্র কোলে ওঠার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাড়ি ফিরে তিনি সোজা চলে যান বাথরুমে। সেখানে এক দেড় ঘণ্টা হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নেন। জয়শ্রীর কথায়, 'আমি এটা ভেবে মনে শক্তি পাই যে, আমি একা নই। আরও অনেক নার্স আছেন, যাঁদের বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও এই করোনা-যুদ্ধে সামনে থেকে লড়াই করছেন। তবে খুব ছোট বাচ্চা আছে, এমন নার্সকে আমরা সাধারণত আইসোলেশন ওয়ার্ডে ডিউটি দিতে চাই না। কিন্তু আমি নিজে যেহেতু ডেপুটি নার্সিং সুপার, তাই আমাকে ডিউটি করতে হয়। আমরা কাজ করলে অন্য সহকর্মীরা সাহস পাবেন, এটা ভেবেই আমি একটানা ডিউটি করে যাচ্ছি। আমার সাহসের কথা বলে আইসোলেশন ওয়ার্ডের ১৩ জন সহকর্মীকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করি। আমি মনে করি, আমাদের এই লড়াইয়ে মানসিক শক্তিটাই সব থেকে বড়।'

e-NIT No.02 of 2020-2021 of EE ,South 24 Pgs Hwy. Divn, P.W.(R)Dte. Last date & Time of bid Submission is upto 21.05 2020 up to 11.00 AM. Details will be available from the web site https://wbtenders.gov.in.
ICA-T1849(3)/2020

Executive Engineer, Kolkata North Division, P.W.D. Invites online Combine Tender vide No. **WBPWD/EE/KND/NIeT -01/2020-2021** from Bonafide outsiders. Last Date of Submission of Bid 26.05.2020 upto 15.30 Hours. The details can be obtained from the website http://etender.wb.nic.in.
ICA-T1831(4)/2020

The Executive Engineer, PWD, Kolkata East Division invites Tender on **Item rate basis** vide **Tender No, 01/EE/PWD, KED of 2020-21_dt. 11.05.2020** for 1(One) no work. Last date of submission of application is 21.05.2020 up to 2.00 PM. & **Tender No. WBPWD/EE/KED/NIT-02/2020-21** dt. 11.05.2020 for 2(Two) nos work on **item rate basis** vide Tender ID No. **2020_WBPWD_282729_1 to 2**. Last date of submission of bid(online) is 02.06.2020 up to 2.00 PM. All documents can be seen / obtained from the web site **https://wbetenders.gov.in** and Office Notice Board.
ICA-T1853(4)/2020

e-NIT.No. 01/KWD of 2020-21 of EE, KWD, PWD

Etender for 3(three) nos. works at State Govt. Circuit House and Senior Officer's Quarter at 9/1, Hungerford Street, Kolkata – 700017, New Secretariat Building at 1, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001, Home Secretary Office cum Residence and Senior IAS Officers' Residences at 12, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019 is invited from bonafied outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works.

Last date of online bid submission is 29.05.2020 up to 4.00 P.M.

Other details may be available from the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-Ayan Mitra
Executive Engineer, PWD
Kolkata West Division
N.S. Building

ICA-T1851(4)/2020

Notice inviting Tender

Tenders are invited from Bonafied resourceful and financially sound agencies with valid credential against eNIT 11 OF 2019-20 of the undersigned. Details may be had from the Notice Board, O/o the undersigned on all working days within office hours. Bid Submission closing (Online): 28.01.2020 up to 12.05 pm.

Sd/-
Executive Engineer
Kolkata North-I Divn, HD.

ICA-T1854(3)/2020

যেমন দূরে থাকে ছোঁয়া, থাকে স্পর্শ

১) চেতলায় লালারস পরীক্ষার তদারকিতে পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। ২) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অভিনব প্রয়াস 'ভ্রাম্যমাণ রক্তদান শিবির'। মঙ্গলবার এই শিবিরের আয়োজন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। যাদবপুরের সন্তোষপুরে এই শিবিরে রক্তদান করেন ১০৩ নং ব্লকের তৃণমূল কর্মীরা। ৩) মানিকতলায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের রক্তদান শিবিরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সোহিনী মুখার্জি। ৪) নারায়ণপুর থানাকে অ্যাম্বুল্যান্স উপহার দিলেন বিধাননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তাপস চ্যাটার্জি। রয়েছেন ডাঃ কুণাল সরকার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল, আজকাল

তলিয়ে ২ ভাই

ছোট ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে বড়ভাইও গঙ্গায় তলিয়ে গেল। মঙ্গলবার ভোরে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে প্রায় ৪ ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালিয়ে মৃতদেহ দুটি গঙ্গা থেকে উদ্ধার করে বজবজ হাসপাতালে পাঠায়। জানা গেছে, মৃত দুই ভাই মহেশতলা পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সারেঙ্গাবাদের শ্যামপুর বটতলা গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে ভাড়া থাকে। তারা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। দাদা নবমের ছাত্র। নাম পীযূষ কুমার তেওয়ারি বয়স ১৮। ভাই আমনকুমার তেওয়ারি সপ্তমের ছাত্র, বয়স ১৫। দুজনেই বজবজের সেন্ট থমাস স্কুলের ছাত্র।

পড়ুয়াদের পাশে

লকডাউন পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিতে এগিয়ে এলেন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপকরা। অধ্যাপক সন্দীপ দে এবং ড. প্রিয়দর্শী মজুমদার জানিয়েছেন, বাড়িতে বসে না থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সময়কে কাজে লাগাতে পারে। যারা ইলেকট্রনিকস বা কমপিউটর সায়েন্সে আগ্রহী তারা অধ্যাপকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকস জিনিস বা করোনা মোকাবিলা সংক্রান্ত যেমন স্যানিটাইজার, তাপ পরিমাপক যন্ত্র, খাতা, প্রশ্নপত্র স্টেরিলাইজেশনের জন্য মাইক্রোওয়েভ স্টেরিলাইজ যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করতে পারে। অত্যন্ত সময়োপযোগী এই সব সামগ্রী তৈরি করে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তারা।

বিজ্ঞাপনের জন্য চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ কেওয়াইকিউ/সিডিও/আর্ন/০১/আর/১৯-২০, তারিখ ঃ ০৫-০৫-২০২০; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নম্বর ঃ কেওয়াইকিউ/সিডিও/আর্ন/০১/আর/১৯-২০ তারিখ ঃ ০৫-০৫-২০২০। কাজের নাম ঃ এসি কোচগুলিতে ব্যবহৃত লিনেন প্যাকেটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদনে একচ্ছত্র অধিকার। এক বছরের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ঃ ৬৪,৮২৪ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,৩০০ টাকা। টেন্ডারের মূল্য ঃ ১,০০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৫-২০২০-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ২৭-০৫-২০২০-এ দুপুর ৩.৩০টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন www.ireps.gov.in

সিনিয়র কোচিং ডিপো অফিসার
গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

TENDER

N.I.T. No. 02 of 2020-2021 of the A.E, Bongaon Hwy. Sub-Divn. P.W. (Roads) Dte.

Sealed tenders in prescribed proforma are invited for 6 (Six) Nos. work from bonafied, resourceful, reliable and experienced agencies having credential of completing similar nature of work of value not less than 40% of the estimated amount put to tender during the last five years. Last date of application, permission and submission of tenders are 22.05.2020 (upto 2.00 p.m), 22.05.2020 (upto 3.00 p.m) and 28.05.2020(upto 2.00 p.m) respectively. Date and time of opening of tenders is 28.05.2020 at 2.30 p.m. For more details of the N.I.T, please visit departmental website **www.pwdwb.in** or see this office notice board.

sd/- **(K. Naskar)**
Assistant Engineer, Bongaon Hwy. Sub-Divn., P.W.(R) Dte.
955/DICO/N24Pgs./BST

W.B. GOVT. Tender

E.E, P.W.D., BDN, Divn., BWN invites N.I.T No. 02 of 2020-2021 of E.E-II, P.W.D., BDN., DIVN., for the works under BDN Divn. Details downloading/uploading may be made for the website https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer-II
P.W.Dte., Burdwan Division.

NIQ No.

01: Providing 29 (Twenty Nine) nos. of Privet Security guard for guarding the different offices & godown under Cooch Behar Div., PWD for 1 (One) year. (2nd call of NIQ-04 of 2019-20. Last date of document download & submission of tenders

06.05.2020 06:00 PM.

For More details visit to website http://etender wb.nic.in or contact this office during working hours.

Short NIQ No.

02. Emergent covering the vacant room with GCI sheet and wooden batten, View cutter, boundary fencing with under Cooch Behar Sub Divn No-1 during the year 2020-21. (Non-Scheduled Item).

Last date of document submission of tenders

14.05.2020 02:00 PM.

From more details visit to website http://wbpwd.gov.in or contact this office during working hours.

পড়া থেকে ইন্টার্নশিপ সব অনলাইনে

আজকালের প্রতিবেদন

সারা বছর পড়াশোনা, পরীক্ষা আর নানা ইভেন্টে গমগম করে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউনের ক্যাম্পাস। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল হঠাৎ বদলে যাবে সব কিছু! প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, খুব বেশি হলে মাসখানেক চলবে এই অচলাবস্থা, তারপর আবার আগের মতোই প্রাণ ফিরে পাবে ক্লাসরুমগুলো, ছেলেমেয়েদের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠবে চারপাশ। তা যখন হওয়ার নয় বোঝা গেল, খুব দ্রুততার সঙ্গে ভেবে নিতে হল অনলাইন শিক্ষণ পদ্ধতিটা ঠিক কেমন হবে। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারটাই বা কীভাবে ঢেলে সাজানো হবে! প্রায় ৩,০০০ ছাত্রছাত্রী যাতে তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে, সেই বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়েছে। আমরা সবাই জানি, আগামী দিনে ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া গতি নেই। লকডাউন সেই সম্ভাবনাকেই ত্বরান্বিত করল। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কলেজের ৮টি বিভাগ প্রতিদিন ১৫০-রও বেশি ভার্চুয়াল ক্লাস আর ভিডিও লেকচার আয়োজন করছে। ২,০০০-এরও বেশি অনলাইন ক্লাস হয়েছে এ পর্যন্ত। ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনের সংখ্যাও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ছাত্রছাত্রীদের প্রবল উৎসাহ এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতিকে একশো শতাংশ সফল করে তুলেছে। টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউনের বহু ছাত্রছাত্রী প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকে, যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ খুব একটা ভাল নয়। তা সত্ত্বেও অনলাইন ক্লাসে গড়ে ৮৫ শতাংশ উপস্থিতি শিক্ষকদের বিস্মিত করেছে। এদের কথা ভেবে অনলাইনে আপলোড করা হচ্ছে লেকচার আর লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নোট দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে তারা সুবিধামতো সেগুলি ডাউনলোড করে পড়াশোনা করতে পারছে।

নিউ টাউনের টেকনো ইন্টারন্যাশনালে চলছে অনলাইন ক্লাস।

করোনা-সঙ্কটের এই দুঃসময়ে যেভাবে অনলাইন পড়াশোনা সংক্রান্ত রক্ষণশীলতা কাটিয়ে ওঠা গেছে, তা নতুন আশা জাগিয়েছে। নানা অ্যাপের মাধ্যমে চলছে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম। মাইক্রোসফট টিমস, জুম, বিগব্লুবাটন, ইউটিউব লাইভ, স্কাইপ মাধ্যমে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকেরা। অনলাইনে পাঠ্য বিষয় শেয়ার করা, আলোচনা ও মূল্যায়নের জন্য মুডল বা স্কুলজি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম সাবলীলভাবে ব্যবহার করছেন সবাই। কলেজের অধ্যাপকেরা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মকে ঢেলে সাজিয়েছেন। সবসময় খেয়াল রাখতে হচ্ছে যাতে শত প্রতিকূলতার মাঝেও কোনওভাবে পঠনপাঠন পিছিয়ে না যায়। ক্লাসরুম থেকে চ্যাটরুম— এই বাধ্যতামূলক বিবর্তনে শিক্ষক ও ছাত্র কারওরই যেন এতটুকু অসুবিধা না হয়, সেদিকে কড়া নজর রয়েছে কর্তৃপক্ষের।

নবীন প্রজন্মের উদ্ভাবনীশক্তির ওপর আস্থা রেখে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউন আয়োজন করেছিল কোভিডাম প্রতিযোগিতা। করোনা মোকাবিলায় নতুন নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগানোর প্রচুর প্রস্তাব এসেছে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। তাতে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেমন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র তৈরি করেছে কম খরচের ভেন্টিলেশন বেড। এই প্রজেক্ট জমা দেওয়া হয়েছে সরকারি পোর্টালে। এর পাশাপাশি ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট বিভাগ সব স্ট্রিমের প্রি-ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের কোডিংয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এজন্য প্রতি সপ্তাহে কোজোন অ্যাপে ল্যাব কার্যক্রম চলছে। এই প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে চাকরি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউনের বিশেষত্ব হল, ওপেন লার্নিং। বিশ্বের বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা পরিচালিত প্রায় ৩,৮০০টি অনলাইন কোর্স বিনামূল্যে করার সুযোগ পায় ছাত্রছাত্রীরা। এতে বরাবরই ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এক একজন ছাত্র দুটি করে কোর্স জুলাইয়ের ভেতর শেষ করে ফেলছে এমন উদাহরণও আছে। গেট বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিও তারা নেয় অনলাইনে। এ ছাড়া এই লকডাউন পরিস্থিতিতে ওয়েবিনার সেশনে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেদের। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে, তাঁরা জানতে পারছেন আগামী দিনে কী ধরনের প্রযুক্তি বা মানবসম্পদের চাহিদা তৈরি হতে পারে চাকরির বাজারে। গতানুগতিক পড়ার বাইরে এই ধরনের সেশন ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। সেজন্য সারা বছর টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউন এই ধরনের সেমিনার আয়োজন করে ক্যাম্পাসে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবশ্য সবটাই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে। থেমে নেই ইন্টার্নশিপের সুযোগও। ইন্টার্নশালা প্ল্যাটফর্মে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মডেলে শিক্ষানবিশি করছে ছেলেমেয়েরা। পাঁচ হাজারেরও বেশি বিকল্প থেকে তারা নিজেদের স্ট্রিম ও ইয়ার অনুযায়ী বেছে নিচ্ছে। ইন্টার্নশিপ শেষে মিলছে সার্টিফিকেট আর স্টাইপেন্ড।

কমবয়সিরা যে ঘরবন্দি হয়ে কতখানি হতাশ, সেটা সবাই জানেন। একঘেয়েমি কাটাতে তাই নানা পরিকল্পনা নিয়েছে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউনের হবি ক্লাবগুলি। শুধুমাত্র সদস্যরা নয়, যে কেউ এখন যে কোনও ক্লাবের প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারে। মিউজিক ক্লাব, ফিল্ম ক্লাব, ফোটোগ্রাফি ক্লাব, লিটারেরি ক্লাব, আর্ট ক্লাব, কন্যাশ্রী ক্লাব দারুণ সক্রিয় উঠে উঠেছে। অনলাইনে নিয়মিত হচ্ছে কুইজ, গল্প বলার আসর, চলচ্চিত্র সমালোচনা। ম্যাকাউট-এর নির্দেশ মেনে বাড়িতে বসেই কী করছে ছাত্রছাত্রীরা, তা আপলোড করতে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে— সে রান্নাই হোক কি বয়স্ক মানুষের সেবা। শুধু যে পয়েন্ট পাওয়ার তাগিদ তা নয়, ছেলেমেয়েরা সামাজিক দায়িত্বেরও পরিচয় দিচ্ছে এ সবের মাধ্যমে।

অবরুদ্ধ পৃথিবী। তবু থেমে নেই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস অ্যান্ড আউটরিচ বিভাগের কর্মকাণ্ড। মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গবেষণার নানা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা চলছে। তাছাড়া সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিদেশি ভাষা শিক্ষার ভার্চুয়াল ক্লাস শুরু হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও এআইসিটিই-র সহযোগিতায় টেকনো ইন্টারন্যাশনাল, নিউ টাউন আগামী দিনের নিউ নর্মাল পৃথিবীর জন্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করছে। আজকের এই লড়াই তাদের ঋদ্ধ করছে ভবিষ্যতের সাফল্যের লক্ষ্যে।

টেন্ডার

Jamalpur 1 Gram Panchayat
Jamalpur Panchayat Samity
Jamalpur, Purba Bardhaman
NIT No.- JAM-1 GP/MGNREGS /113, Dt.- 11.05.2020

Application and Tender Paper saling up to 02.06.2020 (6 P.M.), Dropping of Tender Paper up to 02.06.2020 (6.00 P.M.). Details contact with Jamalpur-1 Gram Panchayat.

Sd/-
Prodhan
Jamalpur 1 Gram Panchayat

N.I.T. No. 01 of 2020-21 of EE-I/LDID

Executive Engineer-I, Lower Damodar Irrigation Division, I&W.Dte, Singur, Hooghly invites off line Tender for 08 (Eight) no. works from outside bonafide contractors having 30% credential of similar nature of single work. Last date of application : **20.05.2020 upto 14.00 Hrs**. Detailed information regarding the said tender is available in the departmental website : **www.wbiw.gov.in**

Sd/-
(KUNDAN KUMAR)
Executive Engineer-I
Lower Damodar Irrigation Division

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-১৩৬, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২০-র জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থা/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-১৩৬। কাজের নাম ঃ** ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে একটি লিফ্টের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩১,৯৯,৯৯৯.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৬৪,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৫.২০২০ থেকে ০২.০৬.২০২০-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in** সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

MLD-09/2020-21

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

NIeT No. 01(SI No. 1 to 6) of 2020-21 of Executive Engineer, Birbhum Highway Division-I

The Executive Engineer, Birbhum Highway Division-I, P.W. (Roads) Dte, Sarakbhaban, Lambodarpur, Suri, Birbhum-731101 invtes online e-Tender from outside contractors for 6 (six) No. work of:- (i) Rs. 3045663.87 whose ID No. is 2020_WBPWD_282788_1 (ii) Rs. 683689.83 whose ID No. is 2020_WBPWD_282788_2 (iii) Rs. 3292746.43 whose ID No. is 2020_WBPWD_282788_3 (iv) Rs. 1243069.62 whose ID No. is 2020_WBPWD_282788_4 (v) Rs. 3092156.47 whose ID No. is 2020_WBPWD_282788_5 (vi) Rs. 526599.42 whose ID No. is 2020_WBPWD_282788_6 The details can be obtained from the website https://etender.wb.nic.in and the Office Notice Board. Corrigendum or Addendum. if issued, will be published only on https://etender,wb.nic.in. Bid submission closing date (online):- 28-05-2020 upto 2.00 PM

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টি/পিইউবি/জিআরসি/২০২০/২৯৮, তারিখ ঃ ১১.০৫.২০২০। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য উল্লিখিত তারিখের দুপুর ৩টার আগে, অর্থাৎ ২৬.০৬.২০২০ তারিখে, ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যা ঐ দিনই দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বর্ণনা ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের গার্ডেনরীচ কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০০৪৩-এ, দুই বছর সময়কালের জন্য নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, সিপিও সেটলমেন্ট অফিস, সোনায়া বাপু বিল্ডিং, ভিএইচএফ বিল্ডিং, সিনি. ডিইএন অফিস, অডিটোরিয়াম, ভিজিলেন্স অফিস, ট্রাফিক অ্যাকাউন্টস এবং টিকিট প্রিন্টিং অফিস, পরিস্কার করা, ঝাঁট দেওয়া, ধুলো ঝাড়ার জন্য আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ১,৬৯,৬৪,৫২২.৪০। **ইএমডি ঃ** ₹ ২,৩৪,৯০০/-। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹ ৫,০০০/-। **খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৬.২০২০। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। টেন্ডারের নির্ধারিত সূচীতে কোন পরিবর্তন, সংশোধনী, সংযোজনী, যদি থাকে, কেবল ই-টেন্ডার পোর্টালেই পাওয়া যাবে ও তা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী ডাকদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা দিতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই সামগ্রীগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য ডাকদাতারা সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। হেল্পডেস্ক যোগাযোগ নং ঃ ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩।

PR-31

e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Highway Division No. I. P.W. (Roads) on behalf of Governor of West Bengal, percentage rate basis for 8 Nos. Different works vide Tender No. 01 of 2020-21 dated 12/05/2020 (Tender ID 2020_SH_282773_1 to 2020_SH_282773_8). Last date of submission of bid online only is 01/06/2020 upto 5.00 PM. All documents can be seen/obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office Notice Board at Vivekananda Road, Pipulpati, Hooghly- 712103.

Sd/-
Executive Engineer,
Hooghly Highway Division No. I

NOTICE INVITING TENDER NO. 01/K.C. Sub-Division No.- XVI/2020-21

Sealed Tender papers are being invited by The Sub Divisional Officer, Kangsabati Canals Sub-Division No.-XVI. Ramjibanpur, Paschim Medinipur for 12 (Twelve) nos works from eligible and resourceful contractors bearing NIT No. 01/K.C. Sub-Division No. XVI/2020-21 and Circulated Vide T.O. No. 82 Dated- 06/05/2020. For details see Website "http://www.wbiwd.gov.in/tender_notice.php.

Sd/- P.R. Karmakar
Sub Divisional Officer,
K. C. Sub-Division No-XVI,
Ramjibanpur, Paschim Medinipur.

e-Tender of NIT No. 01 of 2020-2021 by the E.E./Diamond Harbour Highway Division.

EE, Diamond Harbour Hwy Div, Dakshin Hazipur, Diamond Harbour-743331 invites on line percentage rate e-tender whose ID No. 2020_SH_282777_1 to 4. The details can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. Documents download end date (online) & Bid submission end date (online) will be 27.05.2020 upto 18:00 Hrs. E.E./DHHD,PW(R) Dte.

Sd/- (S.SARKAR)
Executive Engineer
Diamond Harbuur Highway Division
P.W. (Roads) Directorate

কন্টেনমেন্ট জোন থেকে ভিড় সরাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

গৌতম চক্রবর্তী

কন্টেনমেন্ট জোন রণক্ষেত্র। চায়ের দোকানে ৬০-৭০ জন মানুষের ভিড়। টহলরত পুলিশ চায়ের দোকান বন্ধ করে সামাজিক দূরত্ব মেনে ভিড় সরাতে বললে পুলিশের ওপর চলে হামলা। তাতে ৫ পুলিশকর্মী জখম হয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হয়। বারুইপুরের মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের পাঁচঘড়া এলাকার ঘটনা। এই ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার দুপুরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পাঁচঘড়া। কয়েকশো মানুষ পুলিশকে লাঠি ও সোডার বোতল নিয়ে তাড়া করে। গ্রামের বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় নেয় পুলিশ। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে ওই এলাকা থেকে ১৮ জন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। কয়েক দিন আগেই এখানে এক করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। ৫৫ বছরের ওই ব্যক্তি কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পঞ্চায়েত ও পুলিশের পক্ষ থেকে ওই এলাকা কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়। এলাকা সিল করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার পরে রীতিমতো লকডাউন উপেক্ষা করে চায়ের দোকান খুলে আড্ডা বসিয়েছিল কিছু যুবক। এই জমায়েত সরিয়ে চায়ের দোকান বন্ধ করতে বলে টহলরত বারুইপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ, এরপরেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এলাকার লোকজন। পুলিশের ওপর হামলা চালানো হয়। পুলিশের গাড়ি আটকে ঘিরে ধরে ব্যাপক ইটবৃষ্টি শুরু হয়। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এমনকী পুলিশকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। পুলিশের ওপর সোডার বোতল, আমকাঠ নিয়ে আক্রমণ করা হয়। এসআই ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়-সহ ৫ সিভিক পুলিশকর্মী গুরতর আহত হন। তাঁদের কারওর মাথা ফাটে, কারএর পায়ে, হাতে চোট লাগে। প্রসঙ্গত, সোমবারও সকালে কাজিপাড়ায় পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাসেবকরা দোকান বন্ধ করতে বলায় তাদের তাড়া করা হয়। পুলিশ গেলে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার আগে মল্লিকপুরেই জমায়েত বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বারুইপুর বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর (পশ্চিম মেদিনীপুর)-এর পক্ষ থেকে স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের ফল চারা রোপণ করে বাগান তৈরির মাধ্যমে ফল চাষের এলাকা সম্প্রসারণের (২০২০-২০২১) জন্য সমস্ত ব্লকের কৃষকদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিমামূল্যে উৎকৃষ্ট মানের বিভিন্ন ধরনের ফল চারা ও তার পরবর্তীতে কেঁচোসার, উদ্ভিদ হরমোন ও অনুখাদ্য দেওয়া হবে। আবেদন করার জন্য কৃষকদের সর্বনিম্ন ২০ ডেসিমেল জমি থাকতে হবে।

বাগান তৈরির জন্য গর্ত খননে আগ্রহী কৃষক নিজে করতে পারেন অথবা সংশ্লিষ্ট Block অফিসে/গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে MGNREGA প্রকল্পের মাধ্যমে করতে পারেন। বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে হার্টকিলার ফিল্ড কনসালট্যান্ট যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিম্নে কি কি ফল চারা কত দূরত্বে ও প্রতি বিঘাতে কত সংখ্যক ফল চারা লাগানো যাবে তা উল্লেখ করা হল:—

ক্রমিক নং	ফল	দূরত্ব	চারার সংখ্যা
১	আম	৫ মি.×৫ মি.	৫৩
২	পেয়ারা	৬ মি.×৬ মি.	৩৭
৩	লেবু	৪ মি.×৪.৫ মি.	৭৪
৪	মোসাম্বী	৬ মি.×৬ মি.	৩৭
৫	ডালিম	৫ মি.×৫ মি.	৫৩
৬	আতা	৩.৫ মি.×৩.৫ মি.	১০৬
৭	কুল	৬ মি.×৬ মি.	৩৭
৮	কলা	১.৮ মি.×১.৮ মি.	৪১০
৯	পেঁপে	ঐ	৪১০
১০	কাজুবাদাম	৬ মি.×৬ মি.	৩৭

প্রতিটি Block অফিসে একটি করে কন্টেনার থাকবে, প্রতিটি আবেদনপত্র ওই কন্টেনারে জমা করবেন ২৯.০৫.২০২০-এর মধ্যে।

জনস্বার্থে প্রচারিত
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ
পশ্চিম মেদিনীপুর
ফোন নং-০৩২২২-২৬৩৯৫৫

Government of West Bengal
Office of the Executive Engineer

Mayurakshi South Canals Division
Irrigation & Waterways Directorate
Santiniketan, Birbhum- 731235
e-Tender No- WBIW/EE/MSCD/NIT-03(e)/2020-21

e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible contractors for 03 (Three) no. work under Non Plan. Last date & time of Bid submission is **01.06.2020 till 17.30 Hours IST**. Details of Tender Notice may be seen at **https://wbtenders.gov.in** or **https://wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mayurakshi South Canals Division

আইপিএল না হলে বিরাটদের বেতন কাটার ইঙ্গিত দিলেন সৌরভ

দেবাশিস দত্ত

■ অস্ট্রেলিয়া চাইছে ৫ টেস্টের সিরিজ খেলতে। ভারতীয় বোর্ড এই অনুরোধ রাখতে পারবে?

সৌরভ গাঙ্গুলি: মনে হয় না ৫ টেস্টের সিরিজ খেলতে পারব। টেস্ট সিরিজের সঙ্গে ওয়ান ডে ম্যাচও তো থাকবে। সময় কোথায়?

■ শুরুর সময় ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন। তার মানে লম্বা সফর। দীর্ঘ সফরে পরিবার, বান্ধবীদেরও যাওয়ার অনুমতি দেওয়া দরকার। নইলে হোটেল থেকে মাঠ। মাঠ থেকে হোটেল। জেলবন্দি কয়েদিদের মতো।

সৌরভ: কথা বলতে হবে বিরাটদের সঙ্গে। দেরি আছে তো। এমন ঘটনা তো আগে ঘটেনি। তাই অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবার মানবিকও হতে হবে। এখন যা সময়, তাতে ভারসাম্য বজায় রেখে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।

■ দক্ষিণ আফ্রিকার দাবি, আগস্টে ৩টি একদিনের ম্যাচ খেলার জন্য আপনার সঙ্গে গ্রেম স্মিথের কথা হয়েছে। দর্শকশূন্য গ্যালারিতে খেলার আকর্ষণ কমে যাবে না?

সৌরভ: হ্যাঁ। বিরাটদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে স্মিথের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তবে তা লকডাউনের আগে। ওদেশে যেতে হলে বিমান চালু হতে হবে। পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবে দুই বোর্ড। দর্শক না থাকলে আকর্ষণ কমবে তো বটেই। আমরা এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলেছিলাম ইডেনে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে। উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও ছিল না। হয়তো শুরুর দিকে গ্যালারি ফাঁকা থাকবে। পরে উদ্যোক্তারা হয়তো দর্শকদের মাঠে ঢোকার সুযোগ করে দেবেন। সমস্যাটা জটিল। স্যানিটাইজার, মাস্ক, ফাঁকা ফাঁকা করে দর্শকদের বসতে দিতে হবে। মাঠ থেকে বেরোনোর সময় জোন অনুযায়ী বের করার পরিকল্পনা চালু হতে পারে।

■ শেন ওয়ার্ন বলছেন বলের এক দিক ভারী করতে। হরভজন বলছেন, ৪৫ ওভার পর নতুন বলে খেলা শুরু করতে। আপনার মতামত?

সৌরভ: ডাক্তারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, থুতু বা ঘাম লাগিয়ে বল পালিশ করা যাবে কিনা। ওই রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মতামত দিই কী করে? এখন যা হবে, সব লিখিতপড়িত। আবেগের জায়গা ক্রমশ কমে আসছে।

■ টি ২০ বিশ্বকাপের সময়ে নাকি আইপিএল হতে পারে। বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটাররাও চাইছেন।

সৌরভ: টি২০ বিশ্বকাপ তো বাতিল হয়নি এখনও। আইসিসি চাইবে এত বড় একটা টুর্নামেন্ট বাতিল করতে? আইপিএলের জন্য বিশ্বকাপ বাতিল করার দাবি কোনও ক্রিকেটার জানায়নি।

■ তাহলে আইপিএলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার? বিরাটদেরও কি এবার বেতন কাটা হবে?

সৌরভ: আইপিএলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলছি না। তবে উইন্ডো পাওয়া কঠিন। সুযোগ তৈরি হলে হবে। আর বিরাটদের বেতন নিয়ে বলি, দেখতে হবে কোষাগারে কত টাকা আছে। আইপিএল হলে হয়তো টাকা কাটার প্রয়োজন হবে না। ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে। সবাইকে নিয়ে ক্রিকেট খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ মাসের শেষ সপ্তাহে আইসিসি বোর্ডের সভা রয়েছে। সেটা খুব জরুরি মিটিং। অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হবে।

ফাইল ছবি

৪ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি

সংবাদ সংস্থা, দিল্লি, ১২ মে: আইপিএল সত্যিই না হলে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বে ভারতীয় বোর্ড। কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমল জানিয়েছেন, বোর্ডের ৪০০০ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হতে পারে। বলেছেন, 'এখনও নিশ্চিত নই এ বছর আইপিএল হবে কিনা। ঠিক কতগুলি ম্যাচ হবে না জানতে পারলে আমরা ক্ষতির সঠিক অঙ্ক জানতে পারব।' জানা গিয়েছে, স্টার ইন্ডিয়ার ক্ষতি ৩২৬০ কোটি টাকার মতো। তবে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মধ্যে ক্রিকেটারদের বেতন কাটার কথা ভাবা হচ্ছে না। ধুমল বলেছেন, 'কোনও উপায় না থাকলে হয়তো বেতন কমাতেই হবে। তবে সেটা সবার শেষে।' কোষাধ্যক্ষ এ-ও জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে জুনে শ্রীলঙ্কা সফর বাতিল হতে পারে। এদিকে, শুধু ভারতীয়দের নিয়ে আইপিএলে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস। এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, 'ওটা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির মতো হয়ে যাবে। পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলে বোর্ডের সঙ্গেও যোগাযোগ করিনি।'

আমরা আরও ৪ হাজার রান করতাম, শচীনকে টুইট সৌরভের

সংবাদ সংস্থা, দিল্লি, ১২ মে: সৌরভ গাঙ্গুলি এবং শচীন তেন্ডুলকারের জুটিকে মনে করাল আইসিসি। কেরিয়ারে এই দু'জনের অনবদ্য পার্টনারশিপ নিয়ে মঙ্গলবার একটি টুইট করে তারা। যা নিয়ে মজায় মাতলেন দুই ক্রিকেট কিংবদন্তি।

আইসিসি তাদের টুইটে লিখেছিল, 'ওয়ান ডে ম্যাচে শচীন তেন্ডুলকার + সৌরভ গাঙ্গুলি: পার্টনারশিপ ১৭৬, রান ৮২২৭, গড় ৪৭.৫৫। ওয়ান ডে-তে আর কোনও জুটিই এখনও পর্যন্ত ৬০০০ রান পেরোতে পারেনি।' সঙ্গে দু'জনের একটি ছবিও পোস্ট করে আইসিসি। তেন্ডুলকার তাঁর উত্তরে আইসিসি-র নতুন নিয়মকে কিছুটা কটাক্ষ করেছেন। টুইট করেছেন, 'দাদি, সেই অসাধারণ স্মৃতিগুলো আবার মনে পড়ে গেল। যদি দুটো নতুন বল এবং রিংয়ের বাইরে ৪ জন ফিল্ডারের নিয়ম থাকত, তাহলে আরও কত রান করতে পারতাম বলে তোমার মনে হয়?' টুইটের সঙ্গে সৌরভের নামও ট্যাগ করে দেন শচীন।

পাল্টা মজাদার উত্তর দিয়েছেন সৌরভও। লিখেছেন, 'আরও অন্তত ৪০০০ রানের মতো। দুটো নতুন বল! দারুণ ব্যাপার। শুনে মনে হচ্ছে দিনের প্রথম ওভারেই কভার ড্রাইভ মেরে বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছি। বাকি ৫০ ওভারে তো...।' লিখেই দুটি ইমোজি দিয়েছেন সৌরভ।

সৌরভ এবং শচীন যে সময় খেলেছেন তখনও নতুন নিয়ম চালু করেনি আইসিসি। তার মধ্যেই প্রশ্নাতীত সাফল্য পেয়েছেন এই জুটি। সাদা বলের ক্রিকেটে গোটা বিশ্বের কাছে রীতিমতো ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। এদিনের টুইট ভক্তদের মনেও পুরনো দিনের আবেগ উস্কে দিল।

বকেয়ার দাবিতে বাগান ফুটবলাররা

আজকালের প্রতিবেদন

মে মাসের মাইনে না দেওয়ায় কোচ-ফুটবলারদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সখ্যতে গিয়েছে কোয়েস ইস্টবেঙ্গল। এবার বকেয়া মাইনের জন্য মোহনবাগান কর্তাদের কাছে চিঠি দিলেন ফুটবলাররা। অধিকাংশের তিন মাসের মাইনে বাকি। বাবা দিওয়ারা ছাড়া অন্য বিদেশি ফুটবলারদেরও এক বা দু'মাস করে বাকি।

চিঠিতে বাগানের দেশি ফুটবলাররা টিম ম্যানেজমেন্টকে লিখেছেন, 'লকডাউনে আর্থিক সমস্যায় আছি। মাইনে নিয়ে এতদিন কোনও জোরাজুরি না করলেও এখন আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আশা করেছিলাম এপ্রিলের শেষে বকেয়া মাইনের একটা অংশ পেয়ে যাব। কর্তাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা ১৫ মে-র মধ্যে অন্তত একমাসের মাইনে মেটান, বাকিটা মাসের শেষে বা তারপরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আই লিগ জেতার বোনাসের টাকাও কবে পাওয়া যাবে, এটাও জানানো হোক।' চিঠিতে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেওয়া হয়েছে যে, মাইনে কবে দেওয়া হবে নিশ্চিতভাবে না জানালে ফুটবলাররা বাধ্য হবেন ফেডারেশনের কাছে নালিশ জানাতে।

চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে বাগানের অর্থ-সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'ফুটবলারদের আমরা উত্তর দিয়েছি। এটা ঠিক কোনও কোনও দেশি ফুটবলারের দু'-তিনমাসের মাইনে বাকি। বিদেশিদের কারও কারও এক থেকে দু'মাস। এপ্রিল পর্যন্ত থাকা চুক্তি অনুযায়ী এঁরা পুরো মাইনেই পেয়ে যাবেন। আমাদের স্পনসররা মুম্বইয়ে অতিমারির জন্য আটকে পড়ায় ফান্ড তুলতে পারেননি। সেটা এসে গেলে মাইনে মেটানো হবে। তার আগে এ মাসের ভেতর কিছু টাকা দেওয়া হবে। বোনাসের টাকা দেওয়া হবে ফেডারেশন প্রাইজ মানি দিলেই।'

তারকার চোখে মহাতারকা

'রেগে ব্যাট ছুড়েছিল ধোনি'

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ মে: মহেন্দ্র সিং ধোনির নাম উচ্চারিত হলে 'ক্যাপ্টেন কুল' তকমাটা এসেই পড়ে। কিন্তু মাহিরও মাথা গরম হয়। তিনিও মেজাজ হারান। জানালেন ধোনির প্রাক্তন দুই সতীর্থ গৌতম গম্ভীর এবং ইরফান পাঠান।

কয়েক দিন আগেই ভারতের চায়নাম্যান বোলার কুলদীপ যাদব ধোনির কাছে তিরস্কৃত হওয়ার ঘটনা বলেছিলেন। সেদিন প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন ধোনি। পাশাপাশি গত বছর আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট সিএসকে অধিনায়ক ধোনি মাঠে ঢুকে বচসায় জড়িয়েছিলেন। যা অবাক করেছিল। স্টার স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে গম্ভীর বলেছেন, 'সবাই বলে ওকে (ধোনিকে) কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। আমি দেখেছি দু'বার। ২০০৭ বিশ্বকাপে এবং আর একটা বিশ্বকাপে। দু'বারই আমরা ভাল খেলতে পারিনি।' তাঁর সংযোজন, 'ও তো মানুষ। তাই এমন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। এমনকী সিএসকে-র খেলাতেও কেউ ফিল্ডিং মিস বা ক্যাচ ফেললে ওকে দেখেছি মেজাজ হারাতে।' আর ইরফানের মনে পড়ছে ২০০৬-০৭ সালে একবার ওয়ার্মআপের সময় আউট হয়ে ব্যাট ছুড়ে ফেলেছিলেন ধোনি।

'বিরাট ক্রিকেটের ফেডেরার'

সংবাদ সংস্থা, দিল্লি, ১২ মে: বিরাট কোহলির স্বাভাবিক প্রতিভা তাঁকে ক্রিকেটের রজার ফেডেরার করে তুলেছে। সম্প্রতি জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন পেসার পমি এমবাংওয়ার সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম চ্যাটে এমনটাই জানিয়েছেন এবি ডিভিলিয়ার্স।

এই মুহূর্তে ক্রিকেটে দুই সেরা ব্যাটসম্যান বিরাট ও স্টিভ স্মিথের প্রসঙ্গে ডিভিলিয়ার্স বলেছেন, 'দু'জনের ধরন আলাদা। বিরাট নিশ্চিতভাবে অনেক সহজাত ভঙ্গিতে ক্রিকেট খেলে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। টেনিসের ভাষায় আমি ওকে রজার ফেডেরার বলব। আর স্মিথ অনেকটা রাফায়েল নাদালের মতো।' কেন এই তুলনা করেছেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে ডিভিলিয়ার্স বলেছেন, 'স্মিথ মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী। যে কোনও উপায়ে রান করার রাস্তা বের করে নেয়। ওকে দেখে কখনও স্বাভাবিক প্রতিভাবান মনে না হলেও ক্রিজে থাকা মানে রান করবেই। স্মিথের মতো মানসিকতা খুব কম ক্রিকেটারের দেখেছি। বিরাট বিশ্বের সব প্রান্তে রান করেছে। চাপের মুখেও দলকে জিতিয়েছে।'

আই অ্যাম ব্যাক, হুঙ্কার টাইসনের

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১২ মে

তাঁর বক্সিং রিংয়ে প্রত্যাবর্তনের কথা জানা গিয়েছিল আগেই। এবার সেই জল্পনা আরও উসকে দিলেন মাইক টাইসন। হেভিওয়েট বক্সিংয়ের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গত সপ্তাহে নিজের ট্রেনিংয়ের একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন। যা দেখে বেজায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেনিংয়ের আরও একটি ভিডিও পোস্ট করে টাইসন লিখেছেন, 'আই অ্যাম ব্যাক'। প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে সেসময় টাইসন বলেছিলেন, চ্যারিটির অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি কিছু প্রদর্শনী লড়াইয়ে অংশ নিতে চান।

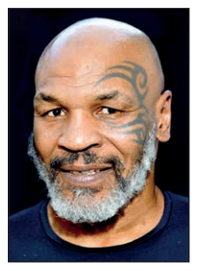

আর এবারের পোস্ট করা নতুন ভিডিওয় টাইসনের ওয়ার্কআউট, ট্রেনিং দেখে তাঁর প্রত্যাবর্তনের জল্পনা তীব্র মাত্রা পেয়েছে। টাইসনের বিরুদ্ধে লড়ার ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন রাগবি প্লেয়ার এবং অধুনা বক্সার সনি বিল উইলিয়ামস। পাশাপাশি রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আরেক বক্সিং মহাতারকা পল গ্যালেন।

তবে সম্ভাবনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। শোনা যাচ্ছে, এভান্ডার হোলিফিল্ডের বিরুদ্ধে নামতে পারেন টাইসন। এই হোলিফিল্ডের বিরুদ্ধে পেশাদার কেরিয়ারে একাধিক দুরন্ত লড়াই উপহার দিয়েছেন টাইসন। ২০০৫-এ কেভিন ম্যাকব্রাইডের বিরুদ্ধে হারের পর অবসর নিয়েছিলেন টাইসন। কিন্তু ফ্লয়েড মেওয়েদার বা মানি পাকিয়াওকে অনুসরণ করেই অবসর ভেঙে ফেরার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল করছেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে ট্রেভর বারবিককে হারিয়ে তরুণতম হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন টাইসন।

ছোটদের বিশ্বকাপ সমাচার

মহিলাদের অনূর্ধ্ব ১৭-র সূচি চূড়ান্ত

আজকালের প্রতিবেদন: ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা বিশ্বকাপ পিছিয়ে গেল। চলতি বছরের শেষের দিকে প্রতিযোগিতাটি হওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার ফিফার পক্ষ থেকে সরকারি বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সামনের বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ ভারতের মাটিতে বসতে চলেছে অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা বিশ্বকাপ। কোভিড-১৯ প্রকোপেই বিশ্বকাপ পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে ফিফার ব্যুরো কাউন্সিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হবে।

মাসখানেক আগে ফিফার প্রতিনিধিরা অনলাইনের মাধ্যমে মিটিংয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করার জন্য বিশেষ ব্যুরোর হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল। কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিচার করে ফিফা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এখনও পর্যন্ত এশিয়ান দল হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন করেছে জাপান ও উত্তর কোরিয়া। পাশাপাশি এদিন ফিফার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চলতি বছরেই ভারতের লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ফিফা ফুটসল বিশ্বকাপ। সেই প্রতিযোগিতাও পিছিয়ে দেওয়া হল। ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর প্রতিযোগিতা হবে। এ ছাড়া ফিফা জানিয়েছে, কোভিড-১৯ জেরে ৭০তম ফিফা কংগ্রেস এবার হবে আদ্দিস আদাবায় ১৮ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সেটি অনলাইনে হবে।

বাতিল ছেলেদের কোয়ালিফায়ার

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১২ মে: ২০২১ মহিলাদের বিশ্বকাপ এবং ২০২২ পুরুষদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার স্থগিত রাখল আইসিসি। কোভিড-১৯ মহামারীর জেরেই এই সিদ্ধান্ত। দুই প্রতিযোগিতাই হওয়ার কথা ছিল জুলাইয়ে। শ্রীলঙ্কায় ৩-১৯ জুলাই অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতায় আয়োজক দেশ ছাড়াও অংশ নিত বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, হল্যান্ড, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউ গিনি, থাইল্যান্ড, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবোয়ে। এই দশ দলের মধ্যে থেকে তিন দল খেলার সুযোগ পাবে মহিলা বিশ্বকাপে। যা হওয়ার কথা আগামী বছর নিউজিল্যান্ডে।

আইসিসি জানিয়েছে, 'সদস্য দেশ, তাদের সরকার, স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পরই স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ইওরোপিয়ান অঞ্চলের কোয়ালিফায়ার হওয়ার কথা ছিল ডেনমার্কে, ২৪-৩০ জুলাই। আইসিসি জানিয়েছে, স্থগিত প্রতিযোগিতাগুলো কবে আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে তারা আলোচনা করবে। প্লেয়ার থেকে কোচ, কর্তা থেকে দর্শক, প্রত্যেকের ভাল রাখার জন্যেই এই প্রতিযোগিতা আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের অন্য দুটি অঞ্চলের কোয়ালিফায়ার নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি আইসিসি।

তর্পণ

৪১ দিনের ব্যবধানে অস্তমিত ভারতীয় ফুটবলের দুই সূর্য। পি কে ব্যানার্জি ও চুনী গোস্বামী। তাঁদের পরিচিতদের মাধ্যমে 'আজকাল'-এর বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। আজ দ্বিতীয় কিস্তি

সুভাষ ভৌমিক

■ চুনীদার রাজকীয় মেজাজ?

সুভাষ ভৌমিক: চুনীদা ঈশ্বরের বরপুত্র। যখন যা চেয়েছেন পেয়েছেন। শেষ ইচ্ছাটুকুও পূরণ হয়েছে। ছেলে বুবলিকে (সুদীপ্ত গোস্বামী) বলেছিলেন, আমি মারা গেলে বাড়ি থেকে সোজা শ্মশানে নিয়ে যাবি। রবীন্দ্রসদন, মোহনবাগান মাঠ বা এখানে ওখানে ঘোরাবি না। আমাকে শ্মশানে ছাড়া কোথাও মাটিতে নামাবি না। সে ইচ্ছাও পূরণ হল।

■ চুনীদার জীবন উপভোগ?

সুভাষ: ৯৪-এ সন্তোষমোহন দেবের উদ্যোগে শিলচরে প্রাক্তন তারকাদের নিয়ে প্রীতি ম্যাচে আমন্ত্রিত ফুটবলারদের মধ্যে চুনীদা, প্রদীপদার সঙ্গে আমিও ছিলাম। সঙ্গে ভাল পানীয়ের বোতল আছে জেনে আমাকে রুমমেট করার জন্য দুজনেরই বিরাট আগ্রহ। তবে আমার ভোটটা প্রদীপদার দিকেই পড়েছিল। ম্যাচে চুনীদা এমন একটা বল দিলেন, যেখান থেকে গোল না করা অপরাধ। একটু পরে চুনীদা অপোনেন্টকে ড্রিবল করে আমাকে বল বাড়িয়ে এমন জায়গা নিলেন, যেখানে আমারও তাঁকে বল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। চুনীদা গোলটা করে মাঠ থেকে রাজসিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন। হোটেলে ফিরে দেখি চুনীদা লাউঞ্জে বসে। বললেন, গোলটা করালাম। বোতলটা নিয়ে আয়। বললাম, আপনি আসুন আমাদের ঘরে। শিলচরের ওই সন্ধেটা আজও ভুলিনি।

■ আর জাদুকর চুনী?

সুভাষ: ৬৩ সালের ডার্বিতে চুনীদাকে আটকাতে ইস্টবেঙ্গল ডাবল মার্কিং রেখেছিল। তাতেও আটকানো যায়নি। এখন যারা লাইটনিং স্পিড, দুরন্ত ড্রিবলের কথা বলে, তারা চুনীদাকে দেখলে সম্মোহিত হয়ে যেত। মেসি ম্যাচের প্রথম ৫-৭ মিনিট উদাসীনভাবে মাঠে বিচরণ করে। চুনীদাও ঘুরে বেড়াতেন রাজকীয় চালে। মেসির মতোই হঠাৎ বল ধরে বিপক্ষকে তছনছ করে গোলের সামনে পৌঁছে যেতেন। ওই ম্যাচে একটা বল রিসিভ করে চুনীদা এমন ইনসাইড, আউটসাইড ডজ করে বেরিয়েছিলেন, দু'দিক থেকে আসা দুই মার্কারের নিজেদের মধ্যে মাথা ঠুকে গিয়েছিল। এমন স্পিডে ড্রিবল করতেন, ধরা যেত না। ডিফেন্ডাররা জোরালো ট্যাকল করেও আটকাতে পারত না। চুনীদার দাদা মানিকদা একবার আমায় বলেছিলেন, তোমার মধ্যে চুনীকে অনুসরণ করে খেলার প্রবণতা দেখছি। ওটা না করে নিজের মতো খেলো। ওর মতো হতে গেলে নিজের খেলাটা ঘেঁটে ফেলবে।

■ আর চুনীদার শৃঙ্খলাবোধ?

সুভাষ: সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছি। সকালে দেখি, লনে একজন আপনমনে জগিং করছেন। দেখি চুনীদা। বললাম, এই বয়সে এত দৌড়াদৌড়ি কেন? চুনীদা বললেন, ভায়া জীবনটা শেষদিন পর্যন্ত উপভোগ করতে হলে শরীরটা ঠিক রাখতে হবে।

শ্যাম থাপা

■ আপনার জীবনে পি কে ব্যানার্জির অবদান কোথায়?

শ্যাম থাপা: বিশাল অবদান। প্রদীপদা না থাকলে আমি শ্যাম থাপা হতে পারতাম না। বাবা-মায়ের পর জীবনে একজনকেই গুরু মানতাম—প্রদীপ ব্যানার্জি। আমাকে হাতে ধরে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। যে বাইসাইকেল কিকের জন্য বিখ্যাত ছিলাম, সেটা রপ্ত করতেও ওঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। রোজ বলতেন, 'শ্যাম, বাইসাইকেল কিক অনুশীলন করো। ম্যাচে বাইসাইকেল কিকে গোল করলে তোমাকে উপহার দেব।'

■ ১৯৭৮ সালে লিগের বড় ম্যাচে বাইসাইকেল কিকে গোলের পর কী বলেছিলেন আপনার গুরু?

শ্যাম: খুব খুশি হয়েছিলেন। ওই গোলটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারব না। এখনও মাঝেমধ্যে টিভিতে কোনও ফুটবলারের ব্যাকভলিতে গোল দেখলে পুরনো দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গোলের পর একদিন বাড়িতে ডেকে দুপুরে খাইয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার থেকে যেটা চাইছিলাম, তুমি আমাকে সেটা দেওয়ায় তৃপ্ত হয়েছি।'

■ গুরুর ভোকাল টনিকের কোনও স্মৃতি?

শ্যাম: আমাকে ইস্টবেঙ্গলে সই করানোর ক্ষেত্রে যে ভোকাল টনিকটা দিয়েছিলেন, সেটা সারাজীবন মনে থাকবে। সালটা ১৯৭৪। মুম্বইয়ের মফতলালে খেলছি। প্রদীপদা ডাকলেন ইস্টবেঙ্গলে। প্রথমে দ্বিধায় ছিলাম। সেটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য কয়েকদিন সময় দিলেন। তারপর আবার ফোন করে বললেন, 'এবার ইস্টবেঙ্গল লিগ জিতলে টানা ছ'বার নতুন রেকর্ড হবে আমার কোচিংয়ে। তোমাকে আসতেই হবে।' প্রদীপদার এই কথার পর সই করি ইস্টবেঙ্গলে।

■ ঐতিহাসিক পাঁচ গোলে জেতার ম্যাচের আগে ড্রেসিংরুমে কী বলেছিলেন?

শ্যাম: বলেছিলেন 'শ্যাম, তুমি আমার হিরো। যা করার তোমাকেই করতে হবে।' শুনে তেতে গিয়েছিলাম। কোন ফুটবলারকে কী বলে উজ্জীবিত করতে হবে দারুণ বুঝতেন। আরও একটা গল্প বলি। মাছ খেতে পছন্দ করতাম না। প্রদীপদা একদিন নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বৌদির হাতে রান্না করা মাছ খাইয়েছিলেন। অতুলনীয় স্বাদ।

■ আপনাকে কোচিংয়েও এনেছিলেন পি কে ব্যানার্জি।

শ্যাম: ১৯৮৫ সালে ইস্টবেঙ্গলে ওঁর সহকারী হই। বেঙ্গালুরুতে একটা টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে প্রত্যেকদিন রাতে আমাকে নিয়ে বসতেন। কোচিংয়ের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কোচিং সংক্রান্ত অনেক বই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'একজন কোচের উচিত প্লেয়ারদের সাইকোলজি উপলব্ধি করা।'

তথ্য: মুনাল চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র কুমার রায়

খেলার খুচরো

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত

মঙ্গলবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলেন হকিতে তিনবারের অলিম্পিকে সোনাজয়ী বলবীর সিং সিনিয়র। বিবৃতিতে জানিয়েছেন তাঁর নাতি কবির। লিখেছেন, অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবে হলেও এখনও তিনি সঙ্কটজনক। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টা ডাক্তাররা তাঁকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করবেন।'

সন্দেশ, বালা

অর্জুন খেতাবের জন্য ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের দুই ফুটবলার যথাক্রমে সন্দেশ ঝিঙ্গান ও বালা দেবীর নাম প্রস্তাব করল এআইএফএফ। ফেডারেশন সচিব কুশল দাস জানান, 'এই দু'জনের পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতার কথা মাথায় রেখেই এই সুপারিশ করা হয়েছে সরকারের কাছে।'

মেসির দান

স্পেনের পর এবার নিজের দেশ আর্জেন্টিনাকে আর্থিক সাহায্য করলেন লিওনেল মেসি। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 'টুগেদার ফর আর্জেন্টাইন হেল্‌থ' ক্যাম্পেনের অংশ হয়ে ছ'টি হাসপাতালকে মোট ৫ লক্ষ ইউরো দান করেছেন মেসি। ওই টাকায় চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হবে।

বেতন কাটা হচ্ছে

কোচ ল্যান্স ক্লুজনারের মে মাসের ২৫ শতাংশ বেতন কেটে নিচ্ছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আর জুন মাসের বেতন কাটা হবে ৫০ শতাংশ। অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফদেরও বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। জুনে জিম্বাবোয়ে সফর বাতিল হওয়ায় আর্থিক সমস্যায় পড়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

প্রয়াত মনমীত

মারা গেলেন প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন মনমীত সিং ওয়ালিয়া। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। প্রায় দু'বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। কানাডার মন্ট্রিলে তিনি মারা যান। ১৯৮৯ সালে এস শ্রীরামকে হারিয়ে মনমীত সিং জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আবেদন চানুর

বিদেশি স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচের জন্য সাইয়ের কাছে আবেদন জানালেন ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু। ২৫ বছর বয়সি এই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ২০১৮ গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসের পর চোট পেয়েছিলেন। চোটের জন্য ২০১৮-তে এশিয়ান গেমস ও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে নামতে পারেননি।

সরকারের ভাবনা

করোনা ভাইরাসের জন্য মার্চে সিরিজ চলাকালীন স্থগিত হয়ে যায়। আবার সিরিজ শুরু করার চিন্তাভাবনা করছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। যাতায়াতের জন্য কোয়ারেন্টিনমুক্ত এলাকা হিসেবে সীমান্ত খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা দুই দেশের সরকারের।

সবুজ সঙ্কেত

প্রতীক্ষার অবসান। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আবার শুরু হবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। লিগ শুরু হলেও সামাজিক দূরত্ব এড়াতে দর্শকদের মাঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। সব ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

S24 PAGS	120
N24 PAGS	124
RANAGHAT	123
ARAMBAGH	122
BURDWAN	122
BOLPUR	122
MIDNAPUR	120
BANKURA	123
SILIGURI	130
MALDA / BALURGHAT	124
FALAKATA	132
ALIPURDUAR	133

CONTACT-80160 91101